ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষ

জীবনালেখ্যের কয়েকটি রেখা

লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরীদ্বারা সঙ্কলিত

He hath showed thee O man what is good and what doth the Lord require of thee

Micah.

গিরীশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

খৃষ্টাব্দ ১৯২১

দ্বিতীয় সংস্করণ

Stephanos . N. Ghosh

দশমবর্ষে

প্রাগুক্তি

যাহার জীবনকাহিনী লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে ছিল এক ক্ষুদ্র বালক—তাহার জীবনরবি অধিক দূর উঠিতে না উঠিতে অস্তমিত হইয়াছিল। কিন্তু বয়স হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার ভিতরকার আসল জিনিষটা—যাহা লইয়া মানুষ—খুব বড় ছিল। বাস্তবিক বৎসরের দ্বারা মানবজীবনের পরিমাণ হয় না—গাছ পালার হইতে পারে। প্রাণ যাহার বড়, সেই যথার্থ বড়—হৃদয়ের প্রশস্ততাই মানবত্বের পরিমাপক।

নির্ম্মলেন্দু যে বিদ্যালয়ে পড়িত, তাহার অধ্যক্ষতার ভার সে সময়ে আমার উপরে অর্পিত ছিল; সুতরাং তাহাকে চিনিবার ও জানিবার আমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি বহু বৎসর শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী আছি, বহু সহস্র বালক আমি দেখিয়াছি, কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় বালক আমি অল্পই দেখিয়াছি। সে খুব মেধাবী ছিল—তাহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সকলেই মোহিত হইত। তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল—ভাষায়, চিত্রে, নানা কার্য্যে তাহা প্রকটিত হইত। কিন্তু তাহার বিশেষত্ব ছিল তাহার চরিত্রগৌরবে। সে ছিল দেবভাবাপন্ন মানব। পরের দুঃখে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত, আত্মপর সে ভেদ করিতে জানিত না, বিশ্বপ্রেমে তাহার প্রাণ পরিপূর্ণ ছিল। অসাধারণ সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, মৃদুতা, ঔদার্য্য, সৎবিষয়ে দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে তাহার জীবন অলঙ্কৃত

ছিল। তাহার হৃদয়ের গভীর ধর্ম্মভাব প্রবীণ ধর্ম্মাচার্য্যে ও স্পৃহণীয় ছিল। সে সেই অল্পবয়সেই সকল কার্য্যে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল, সকল সময়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিত। শোকে ও নিগ্রহে তাহার অগাধ ভগবদ্ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং সেই পরম মঙ্গলময়ের করুণাবিধানের প্রতি তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল।

এরূপ বালক প্রতি গৃহে জন্মগ্রহণ করে না, সর্ব্বদা পা হয় না। ইহার আদর্শ যে, দেশের প্রত্যেক বালক বালি অনুকরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ জীবনচ লেখার সার্থকতার সম্বন্ধে আমার অধিক কথা বলিবার প্র জন নাই। আমি আশা করি, নির্ম্মলেন্দুর পবিত্র জীবন দে প্রত্যেক নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিবে।

স্কটীষ চর্চেস কলেজ
কলিকাতা
১লা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩২৭

শ্রীমন্মথমোহন ব

ভূমিকা

এই আখ্যায়িকার বিষয়গত ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষকে আমি শৈশব হইতে জানিতাম। তখন হইতেই আমি তাঁহায় কয়েকটি অসচরাচরদৃষ্ট সুন্দর গুণের সমন্বয় দেখিয়া ভাবিয়া ছিলাম, তাঁহার পরিণত বয়সে, তিনি তাহাদের পূর্ণতা পাইয়া, আমাদের সমাজকে সমলঙ্কৃত ও সমুন্নত করিবেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই ইহজগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল।

'প্রতিবৎসরে আমাদের দেশে অনেক বালক, যুবক ও বৃদ্ধ লোক ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া যান; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাঁহারা তন্মধ্যস্থ ঈশ্বরপ্রদত্ত নিদ্রিত গুণ ও শক্তির ব্যবহার করিয়া জীবন যে মানবমঙ্গলের উন্মেষক দেখাইয়া যাইতে পারেন—তাঁহাদের জীবিতকাল অল্প বা দীর্ঘব্যাপী হউক তাঁহারাই মনুষ্যত্বের মহাসম্ভাব্যনিচয় বিকাশ করিবার হেতু, জগতের হিতসাধক। তাঁহাদের জীবনে যুগসত্য—সাধুতায় দেবত্ব, স্বত্বশূন্যতায় ঐশ্বর্য্য, এবং ত্যাগে অমৃতত্ব প্রদর্শিত হওয়ায় তাহা তৎসাময়িক লোকদিগকে উর্দ্ধে উত্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যের জীবন অহোরাত্র প্রতিমুহূর্ত্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ঘটনাময়। যাহার মন প্রতি মুহূর্ত্ত যেরূপ ভাবের দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহার দ্বারা সে জীবনের ঘটনাসকলের সম্মুখীন

হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে; ইহা হইতে প্রত্যেকের চরিত্র প্রকাশ পায়, এবং সে অন্য হইতে বিশেষিত হয় এবং জগতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বা সমাদৃত হয়। বালক নির্ম্মলেন্দুর জীবনের কতিপয়মাত্র কার্য্যের উল্লেখ করিয়া আমি দেখাইয়াছি তিনি কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আত্মা যে, উচ্চগ্রামে বাস করিয়া অপমানে উদাসীন, কটূক্তিতে নীরব, অন্যায়াচরণে সহিষ্ণু, নির্য্যাতনে ক্ষমাপর, হিংসায় প্রেমিক এবং দুর্গতিতে কল্যাণকামী ছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার তুল্যকক্ষ সচরাচর না দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরিত্র শ্লাঘ্য না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যত্নরচিত শত প্রশংসাবাদ হইতে উৎকৃষ্ট; তাহারা যে খাত হইতে নিঃসৃত হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া ধারণা হয়।

বলা বাহুল্য, আমি নির্ম্মলেন্দুর শৈশবচরিত্র সন্দর্শন করিয়া তখন হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। বালকজীবনের উত্তমতা, যাহা আমার কল্পনায় ছিল, তাঁহার চরিত্র সন্দর্শনে, ক্রমে তাহা আমার মনে অনেকটা বাস্তবতায় পরিণত হইয়াছিল। এই সাধু বালকের আকালিক মৃত্যু আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার ন্যায় অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার সুন্দর গুণগুলি ও নানামুখী প্রতিভা তাঁহার বয়আধিক্যে আমাদের সমাজের প্রচুর কল্যাণসাধক হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইয়াছে। যিনি মঙ্গলময়, যাঁহার প্রজ্ঞায় দোষ স্পর্শিতে পারে না, তাঁহার সকল ক্রিয়ায় আমরা সভক্তিতে মস্তক অবনত করিব। অন্ততঃ ইহা জানিয়া আমি শোক করিব না

যিনি এখন আমাদের অদৃশ্য, যিনি এখন বিশ্বপতির ক্রোড়ে ভূমানন্দ ভোগ করিতেছেন।

আমাদের বালক বালিকারা, তাহাদেরই এক জনের জীবনের আদর্শ তাহাদের জীবনকে যে কত উন্নত করিতে পারে—মহত্ত্ব, স্বার্থশূন্যতা, প্রেম ও ঈশ্বর-পরায়ণতার অনুশীলনে তাহারা যে কি পরম শ্রেয়ঃ অধিগম করিতে পারে—তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই জীবন-লেখ্যের সঙ্কলনে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন [illegible] এম, এ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু এম এর হস্তলিপি হইতে আমি যে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য আমি তাহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩১৭

লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী

This holy mystery I declare unto you
There is nothing nobler than humanity.

The Mahabharata.

I can not raise the dead...
But I can live a life that tells on other lives.

H. Bonar.

Wonderful! The Christian religion, which seems to have no object but the happiness of another life causes our happiness in this

Montesquieu.

Be noble! and the nobleness that is
In other men sleeping, but never dead,
Will rise in majesty to meet thine own.

Lowell.

যে ভাবিবে পরহিত আত্মলুপ্ত হ'য়ে,
সে জেনেছে সে পশেছে অকথিত সুখে ;
যে রাখিবে পরপ্রাণ আপনার দিয়ে,
তার প্রাণ; পরিত্রাণ লব্ধ হবে তাকে।

Trinapunja.
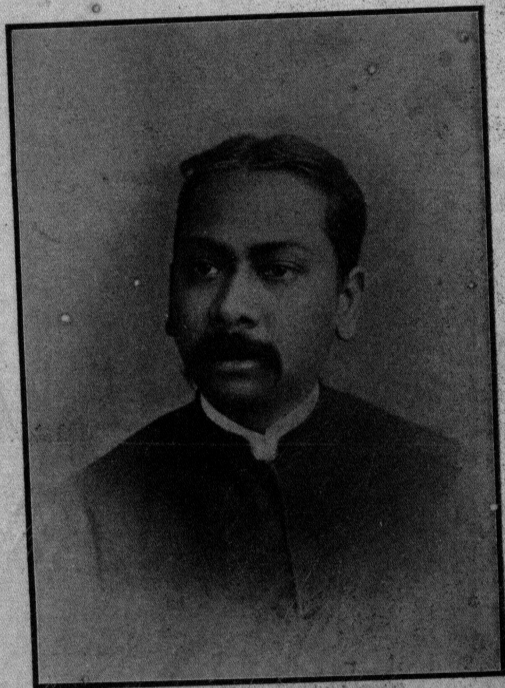
নির্ম্মলেন্দুর পিতা

বংশপরিচয় ও জন্মকথা

পুষ্পের সুগন্ধ কোথা হইতে আসে যেমন নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ মনুষ্যের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের কারণ নির্ণয় করা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন ইহা পূর্ব্বপুরুষানুবৃত্তিতে আগত হয়। আবার কেহ কেহ বা ভাবেন ইহা প্রাক্তন জন্মের ফল। যাহাই হউক, আমরা এখানে ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের জীবনী লিখিতে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতামহ ও পিতার সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমরা দেখিতে পাই যে, নির্ম্মলেন্দুর পূর্ব্বপুরুষদিগের সদ্‌গুণগুলি, যেন আরও প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

অব্যক্ত-পুষ্প নির্ম্মলেন্দুর জীবন সুন্দর ঘটনারাজিতে গ্রথিত। এই বালক কিঞ্চিৎ কম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র এই জগতে ছিলেন, এবং এই অল্প কালের মধ্যে তিনি স্বীয় জীবনে যে অমিত প্রতিভা, আশ্চর্য্য প্রেম, অশ্লথ পরসেবা, অনুপম মৃদুতা, অপূর্ব্ব ঔদার্য্য প্রভৃতি সাধু জীবনের লক্ষণনিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে কৃতজ্ঞতায় সকল উত্তমতার আকর ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

নির্ম্মলেন্দু কলিকাতার এক অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে

জন্মগ্রহণ করেন। এঁহ বংশ পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। যে তিনটি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতা নগরী গঠিত, গোবিন্দপুর তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বাণিজ্য-ব্যপদেশে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হুগলিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হুগলির মুসলমান ফৌজদারের সহিত কোম্পানির কর্ম্মচারিবৃন্দের মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায় একটি খণ্ড যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এবং এই যুদ্ধের ফল কোম্পানির পক্ষে হিতজনক না হওয়ায় কোম্পানিকে বাধ্য হইয়া নবাবের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। এ সন্ধির ফলে কোম্পানি স্বীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র উলুবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু উলুবেড়িয়া বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা-জনক স্থান না হওয়ায় কোম্পানির এজেণ্ট যব চার্ণক সুতানটী নামক ক্ষুদ্র গ্রাম মোগল সম্রাটের সহিত বার্ষিক তিন হাজার মুদ্রা করে বন্দোবস্ত করিয়া সেই স্থানকে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ মনোনীত করেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ষোল হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া সুতানটী, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা নামক গ্রামত্রয় মোগল সম্রাটের নিকট ক্রয় করেন, এবং লুণ্ঠনাদির হস্ত হইতে আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত মোগল সম্রাটের অনুমতি অনুসারে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, যাহা তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়ম বলিয়া বিদিত। বর্ত্তমান কলিকাতার আয়তন ও বিস্তৃতি এবং রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও প্রশস্ত মার্গবাজি দর্শন করিয়া

কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না যে, তিনটি জঙ্গল ও জলাগ্রাম এই মহানগরীর জননী।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জমীদারী এই গোবিন্দপুরে নির্ম্মলেন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। ক্রমে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পরিবর্ত্তন ও বিস্তৃতি যখন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল, তখন কোম্পানির বন্দোবস্ত অনুযায়ী উক্ত গ্রামত্রয়-নিবাসীদিগকে অন্যত্র গমন করিতে হইল। সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ঘোষ-পরিবার গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণ বেহালা-নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। আজও ঐ অঞ্চলে ঘোষ-বংশধরগণের বিস্তৃত জমীদারী বর্ত্তমান আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ কলিকাতারও উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল; এবং সেই সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার স্ব স্ব গ্রাম্য ভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই বাস-পরিবর্ত্তনের তীব্র স্রোত ঘোষবংশধরগণও এড়াইতে পারেন নাই। স্বর্গীয় সীতারাম ঘোষ মহাশয়ও বেহালা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার যোড়াসাঁকো-নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর অভয়াচরণের পুত্র, সীতারাম ঘোষের পৌত্র। ইনি প্রাচীন বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

অভয়াচরণ পুত্র হরচন্দ্রকে উপযুক্তরূপে ইংরাজি, উর্দ্দু ও পার্শী ভাষা শিক্ষা প্রদান করেন। হরচন্দ্রের উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের সমাদরার্থে ভারতের তৎসাময়িক শাসনকর্ত্তা

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁহাকে তাঁহার "attache" বা স্বীয় দপ্তরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসম্মতির কারণে তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই।

ইহার পরে তাঁহার মুন্সেফ ও সদরআলার কার্য্যে দক্ষতায় প্রসন্ন হইয়া লর্ড ড্যালহৌসী তাঁহাকে কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। তাহার পূর্ব্বে কখন আর কোন বাঙ্গালি এই উচ্চ দায়িত্বযুক্ত পদ প্রাপ্ত হন নাই। পরে, বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে, তিনি কলিকাতায় ছোট আদালতের অন্যতম জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ বর্ষ কাল ঐ পদে আসীন থাকিয়া, অতীব যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর ছোট আদালতে কার্য্য করিবার পরে, সে সময়ের বড় আদালতের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে সেখানকার জজের পদ প্রদান করিতে বাচনিক প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে চান নাই। তিনি তাঁহাকে তাঁহার নম্রতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, তিনি অবসর লইতে চান; তিনি যে তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে এতকাল সেবা করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই তাহা সন্তুষ্ট থাকুক। কবি দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সম্বন্ধে সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেন :—

নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে।
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে॥

তিনি যে রাজদ্বারে এবং জনসমাজে এক জন অত্যন্ত

সম্মানিত পুরুষ ছিলেন, তাহা, রাজসরকার হইতে তাঁহার "রায় বাহাদুর" উপাধিপ্রাপ্তি, জনসাধারণকর্তৃক টাউনহলে চিত্র এবং ছোট আদালতের তোরণস্থানে মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপনের দ্বারা বিঘোষিত হইতেছে। হরচন্দ্র স্বয়ং যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী ছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁহার এমন প্রবল অনুরাগ ছিল যে, রাজকার্য্য-ব্যপদেশে তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই বিদ্যাশিক্ষার পরিসর বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইতেন। তিনি যখন বাঁকুড়ার মুন্সেফ ছিলেন, সেই সময়ে তথায় কোন ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সেখানে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে তিনি যখন আলিপুরে সদরালার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান বেহালায় একটি ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি যে কেবল বালক ও যুবকদিগের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে স্বীয় শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা নহে, তিনি মহিলাদিগের মধ্যেও শিক্ষা-বিস্তৃতির জন্য উদ্যমশীল ছিলেন।

তাঁহার সমসাময়িক শিক্ষিত জনবৃন্দ সকলেই স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমন না হইলেও, তিনি দৃঢ়তার সহিত স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার বেথুন কলেজ নামক যে মহিলাবৃন্দের শিক্ষামন্দির, আজ শত শত বঙ্গবালার সুশিক্ষা লাভের কেন্দ্রস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া মহিলাশিক্ষার আবশ্যকতা ঘোষণা করিতেছে, ইহার স্থাপনকল্পে মহাত্মা হরচন্দ্র বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, ঐ বিদ্যালয়টি স্থাপনের দ্বারা বঙ্গবালাগণের বহুকালসঞ্চিত অজ্ঞানতাজনিত ভাবের অপনোদনের উপায় হইল, ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনি বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাঙ্গণে স্বহস্তে একটি অশোকবৃক্ষ রোপণ করেন। হরচন্দ্রের শতমুখী উদ্যমশীলতা, গণ্ডীশূন্য বিশাল উদারতা, সমধিক পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার অনন্তর বংশে বিশেষরূপে প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার হৃদয় এত উদার ও সহানুভূতিময় ছিল যে, কথিত আছে, তিনি রাস্তাঘাট হইতে বালকবালিকাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া, তাহাদিগের শিক্ষা প্রভৃতির উপায় করিয়া দিতেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সাহায্যে উচ্চপদ এবং রাজদ্বারে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হরচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আমাদিগের আখ্যায়িকার নায়ক ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দুর পিতা। বালক নির্ম্মলেন্দুর অল্পকালস্থায়ী জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, তাঁহার পিতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ভিতরেও একটু প্রবেশ করার প্রয়োজন; কারণ, আমাদের বোধ হয়, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের নির্ম্মল মেধা, পবিত্র হৃদয়, উদার চরিত্র, পরদুঃখানুভবাদি গুণ নির্ম্মলেন্দুর জীবনে বৈজিক কারণরূপে বিদ্যমান ছিল।

বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চিন্তাশীল। অল্প বয়সে তাঁহার এই ভাবুকতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "ক্ষুদ্র দার্শনিক" বলিয়া ডাকিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই চিন্তাশীলতা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া পরিসর লাভ করিয়াছিল। তিনি যে কেবল ভাবুক ছিলেন, এবং তাঁহার চিন্তাগুলি যে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত, তাহা নহে, তিনি কল্পনার রাজ্য হইতে বাস্তবের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনে বিমল সুখ অনুভব করিতেন। তিনি ধনী; কিন্তু ধনের কুহক তাঁহার মস্তিষ্ককে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। তিনি বিলাসিতার তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে ভাসিয়া যাইতে দেন নাই। তিনি ধনী হইয়াও বীতবিষয়ানুরাগ। তাঁহার আড়ম্বরশূন্য বেশ ও চাল চলন দর্শন করিলে কেহ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

ধনসম্পত্তিশালীরা প্রায়ই ধর্ম্মকর্ম্মের ধার ধারেন না; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপিপাসু, এবং তাঁহার ধর্ম্মপিপাসু জীবনে সত্যের অনুসন্ধিৎসার ফলে তিনি যৌবনকালে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া পড়েন, এবং পরে প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ইহার পূর্ব্বেই স্বামীর সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি তাঁহার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হইলেও সহোদরার স্নেহে কখনও বঞ্চিত হন নাই। তিনি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও ভগ্নোৎসাহ বা নিরাশ হন নাই, বরং, দুঃখ-বিপদ-পরীক্ষার মেঘজালে তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘনীভূত দেখিয়াও, তিনি ভগবৎকৃপায় নির্ভর করিয়া বীরের ন্যায় বিশ্বাসের পথে

অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসী মহাবীর, সুতরাং জগতের প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও আচার-ব্যবহারে তিনি কোন প্রকার পাশ্চাত্য রীতিনীতি অবলম্বন করেন নাই, এবং এখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। তিনি বিশ্বপ্রেমিক এবং সর্ব্বভূতাত্মগত প্রেমে নিরামিষাশী। তাঁহার বিশ্লেষণী এবং গুণগ্রাহিতার শক্তি অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং তিনি যেখানে যাহা উত্তম দেখেন, তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং এই ব্যাপারে তাঁহার নিকটে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের কোন প্রভেদ নাই। গুণগ্রাহিতা খ্রীষ্টীয় গুণ। তাই এই খ্রীষ্টভক্ত সকল উত্তমই খ্রীষ্টের বলিয়া গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উপাস্য দেবতার গৌরব প্রকাশ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র অধ্যয়নরত ও পণ্ডিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জগতের মনীষিবৃন্দের জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠনে তিনি জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রসাদ অনুভব করেন। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত এবং অন্য দেশীয় গ্রন্থনিচয় অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া, আর্য্যঋষি-মনীষা-প্রসূত ও অন্যান্য শাস্ত্রস্থ রত্নরাজি খ্রীষ্টের শিক্ষার পার্শ্বে স্থাপন করিয়া, নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা, প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, সে গুলি অশ্রদ্ধেয় নহে, বরং সেই গুলির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম জগদালোক খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বিরোধী নহে, উহা তাঁহার উদার শিক্ষার পরিপন্থী নহে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিবৃন্দের প্রচারিত

সত্যের কেহ অযথা দোষারোপ করিলে, তিনি নম্রতা অথচ দৃঢ়তার সহিত অপবাদকারীর অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্তির অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন মানব-জাতিরা তাঁহায় সমাগত হয়, যাঁহাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার ইচ্ছা সিদ্ধ করিবার তাঁহার অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন উপায় পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, সত্য লইয়া মনুষ্যদের মধ্যে কোন বাদ-বিসংবাদ হয় না; যাহা সত্য নহে, তাহা লইয়াই যত বিরোধ। ম্যাক্সমুলার, ম্যাকডোনাল্ড, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স, রিস ডেভিড্‌স, ওলডেনবর্গ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দকে যেমন প্রাচীন ধর্ম্মগুলির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রও প্রাচ্য আলোকে খ্রীষ্টধর্ম্মের নূতন মহিমা প্রকাশ, এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ানদের বহুকাল সঞ্চিত পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রয়াসী।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের মাতৃভাষার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ। তিনি ইংরাজি-সাহিত্যে কৃতবিদ্য হইলেও, স্বদেশীয়দের বোধনীয় হইবে বলিয়া মাতৃভাষায় গ্রন্থাদি এবং ওজস্বী ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। যিনি তাঁহার রচিত "তৃণ-পুঞ্জ" "বীণা ও বাঁশরী" নামক কবিতা পুস্তক দ্বয় ও অন্যান্য কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের মস্তিষ্ক যেমন প্রচুর-প্রতিভ, হৃদয়টিও তেমনি

পবিত্র, উদার ও পরদুঃখকাতর। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজে তাঁহার ন্যায় অতুল ধনসম্পত্তিশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি বিষয়াসক্তি-নির্ব্বাপিত, নিরীহ বৈরাগী। তাঁহার উদার হৃদয়ের নিকটে জাতি নাই, বর্ণ নাই ও সম্প্রদায় নাই। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই আপনার জ্ঞানে সেবা করেন। যেখানেই দুঃখ, দারিদ্র্য ও সন্তাপের তীব্র তাড়না ও কশাঘাত, সেখানেই করুণহৃদয় জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ছুটিয়া যান, আর দুই হস্ত দিয়া দুঃখীর দুঃখ, অভাবগ্রস্তের অভাব ও সন্তপ্তের সন্তাপ মোচন করিয়া আত্মসুখ অনুভব এবং আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। অপরকে সুখী করিলে তাঁহার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, জগতের অন্য আর কিছুতেই তাঁহার তাহা হয় না। তাঁহার ন্যায় দানবীর খ্রীষ্টীয় সমাজে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি থাকেন ফকিরের ন্যায়, কিন্তু দান করেন রাজার ন্যায়। তাঁহার পরোপকারী হৃদয়ের সকল দানই নিঃশব্দ ও গুপ্ত। কেবল কয়েকটি প্রকাশ্য দানের আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

তিনি কলিকাতার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে "পতিতা" রমণীদিগের সংশোধন ও শিক্ষা প্রভৃতির জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিতে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। তিনি যাঁহার শিষ্য, তিনি পতিতপাবন; তাই তাঁহার ভক্ত, পতিত জনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, অকাতরে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার পরিত্রাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন-স্বরূপ এই পরদুঃখকাতরতার উজ্জ্বল কীর্ত্তিকর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া "Stephanos Nirmalendu Lectures on Comparative Religion." নামক একটি অধ্যাপন-বৃত্তি প্রস্থাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যিনি খৃষ্ট-প্রচারিত বিশাল প্রেমকে মানবোৎকর্ষের ভিত্তিমূল করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিবেন, তাঁহাকে নয় সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইবে। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এই অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় মহানুভবতা এবং ধর্ম্মীয় উদারতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টীয়ান হইয়াও হিন্দু ভদ্র দরিদ্র বিধবাদের বিপন্নাবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়া তাহাদের ভরণ-পোষণার্থে কলিকাতার অফি-সিয়াল ট্রষ্টীর কর্ত্তৃত্বে একটি সাহায্যপুঞ্জি প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে তাহারা মাসে মাসে বৃত্তি পাইয়া থাকে। তাঁহার দ্বারা এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকায় মধ্য ভারতে ২৩০০ ফুট উচ্চ মালভূমি পেণ্ড্রা রোড নামক অরণ্যময় প্রদেশে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত পুরুষদিগের জন্য একটি এবং অপর একটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। তিনি সেণ্ট পল্‌স কলেজের ছাত্রবৃন্দের পাঠসৌকর্য্যার্থে "Nirmalen du Hall of Learning" নামে এক মনোহর পাঠাগার সৌধ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্যান্য

কলেজে প্রভূত অর্থ দান করিয়া দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের এই সমস্ত প্রকাশ্য দান ব্যতীত আরও অনেক গুপ্ত দান আছে, যাহা জনসমাজের অগোচর। তিনি গোপনে দীনতুঃখীর সাহায্য করিতে পারিলে আপনাকে নিতান্ত সুখী মনে করেন। তিনি মনে করেন, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য কেবল পরের উপকারের জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহা যদি পরের সেবায় না আসিল, তবে তাহা প্রদত্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায়? ফলতঃ তাঁহার জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতীতি হয় যে, কি হইলে প্রকৃত খৃষ্টীয়ান হয়, তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, যেমন সাধু যাকোব বলিয়াছেন —"Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world."

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের উদারতাদি সদ্‌গুণ সম্বন্ধে মেট্রপলিটন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় তৎপ্রণীত "বঙ্গের রত্নমালা" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন —

"কলিকাতা সিমুলিয়ানিবাসী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী; তিনি অতিশয় ভগবদ্ভক্ত, করুণার্দ্রচিত্ত। লোকে-দের বিপদে তিনি বুক দিয়া পড়েন। সেই জন্য খ্রীষ্টীয়ানগণ যেমন তাঁহাকে আদর করেন, হিন্দুগণও শ্রদ্ধা করেন। বিপন্ন

ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, তিনি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সহায়তা দান করেন। বিপন্নের বিপদুদ্ধারণ, ক্ষুধাতুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি, রুগ্ন ব্যক্তির রোগোপশম করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।

"পিতার মৃত্যুর পরে দায়াদগণ বিষয় বিভাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র খ্রীষ্টীয়ান, তিনি চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিবেন, সুতরাং আদালতের আশ্রয় ভিন্ন সহজে বিষয় বিভাগ হইবে না। এই রূপ চিন্তা করিয়া দায়াদগণ আদালতের আশ্রয় লইয়া কৌন্সুলী নিযুক্ত করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র অকারণ ব্যয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা আদালতের আশ্রয় লইয়া বৃথা ব্যয় করিতে বসিলেন কেন?' তাঁহারা বলিলেন, 'নিজেরা বিষয় সম্পত্তি বিভাগ করিতে গেলে বিবাদ বিসংবাদ হইবার সম্ভাবনা। কারণ একটা ভাল জিনিষে দুই জনেরই আসক্তি থাকিলে উভয়েই তাহা আত্মসাৎ করিতে বিবাদ করিবে, কিন্তু আদালত যাহা দিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না।'

"জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আপনাদের যাঁহার যাহা মনোমত, তাহা বাছিয়া বিভাগ করুন, দেখা যাউক তাহাতে বিবাদ দাঁড়ায় কিনা?'

"জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের এই কার্য্যে তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে আপনাদের মনোমত ভাগ করিতে লাগিলেন। বিভাগান্তে দেখা গেল, এরূপ বিভাগ হইলে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের লক্ষ টাকার

বিষয় কম হয়। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র আনন্দিত মনে বলিলেন, 'আপ-নারা এইরূপ ভাগই করিয়া লউন, আমি লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিলাম।' দায়াদগণ এই বাক্যে চকিত হইয়া বলিতে লাগি-লেন, 'লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিলে তোমার রহিল কি? তুমি এরূপ বিভাগে অনুমতি দিলে তোমার সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যতে তোমাকে কি বলিবে?' জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, 'এদিকে যেমন লক্ষ টাকা কম হইল, অন্য দিকে তেমনি হয় ত লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গেল, কারণ মকর্দ্দমায় আসক্ত হইয়া কাহার না সর্ব্বনাশ হইয়াছে? মকর্দ্দমায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য যাওয়া অপেক্ষা না হয় লক্ষ টাকা মাত্র গেল; বাকি ত নিরাপদে ভোগ করিতে পারিব।'

"জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের মুখে এই উদার বাক্য শুনিয়া দায়াদগণ একেবারে মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখে আর বাক্য সরিল না। তাঁহারা নির্নিমেষলোচনে জ্ঞানেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মনুষ্যের উদারতার ন্যায় গুণ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা মনুষ্যকে নিম্ন স্থান হইতে এত উচ্চে তুলিয়া দেয়, যে তাহাকে আর মানুষ বলিতে ইচ্ছা হয় না। যেখানে উদারতা সেই স্থানেই স্বার্থত্যাগ, সেই স্থানেই দেবভাব। অতএব এখন হইতে আমরা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে আর মানুষ বলিব না।"

নির্ম্মলেন্দুর জীবনে যেমন এক দিকে পিতার চরিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনি অন্য দিকে তাঁহার জননীর জীবনও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। নির্ম্মলেন্দুর জননী সম্রান্ত বংশ-সম্ভূতা। পটলডাঙ্গার বসুমল্লিকগণ ধনে, মানে,

কুলে, শীলে, কলিকাতার এক বিশেষ প্রখ্যাত বংশ। নির্ম্মলেন্দুর মাতা এই বংশের কন্যা। বংশযোগ্য সকল গুণই তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কি শারীরিক, কি মানসিক; উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেই তিনি বিশেষ ভাবে বিমণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার হৃদয় তাঁহার স্বামীর ন্যায় উচ্চ, পবিত্র ও করুণাপূর্ণ ছিল। তিনি যথার্থই গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই, কিন্তু যত দিন ইহ-সংসারে ছিলেন, ততদিন স্বর্গের সুষমায় স্বগৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় জননী লাভ করা সন্তান সন্ততিবর্গের পক্ষে কম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা নহে।

নির্ম্মলেন্দু পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের পর পর তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। নির্ম্মলেন্দুই পিতার একমাত্র পুত্র। সুতরাং যে দিন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সে দিন যে ঘোষ-পরিবারমধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ-স্রোত বহিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

ঊনবিংশ শত খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের সন্ধ্যার সময়ে এই সাধু বালকের জন্ম হয়। সেই দিবস খৃষ্টীয় জগতের একটি মহাপবিত্র দিন। যে সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মবীর ইহ জগতে সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপনকল্পে অকাতরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন, সাধু ষ্টেফানস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম, এবং ঐ দিবসেই তিনি আততায়ী য়িহুদীদিগের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে নির্ম্মমভাবে নিহত হন। ষ্টেফানসের পবিত্র স্মৃতি

রক্ষার্থে পরবর্ত্তী খৃষ্ট ভক্তগণ ২৬শে ডিসেম্বর তারিখটি তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত্ব করিয়া, ঐ দিবসকে 'সাধু ষ্টেফানসের দিন' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা যে বালকের জীবনালেখ্য চিত্রিত করিতে ব্রতী হইয়াছি, তাঁহার দীক্ষাকালে তাঁহার ধর্ম্মপিতা অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার ডগলাস মহোদয় তাঁহাকে ষ্টেফানস নাম প্রদান করেন, এবং বালকের নির্ম্মল ইন্দুর ন্যায় নয়নানন্দকর পীযূষভরা কান্তি দর্শন করিয়া তাঁহার মাতা-পিতা নাম রাখেন নির্ম্মলেন্দু। এইরূপে বালকের নাম হয় ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু। আমরা এই জীবনালেখ্যে বালকের এই দুই নামই ব্যবহার করিব। এই সাধু বালক তাঁহার দুই নামেরই সার্থকতা কেমন আশ্চর্য্যরূপে স্বীয় জীবনে সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা ক্রমে তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

নব শিশুর আগমনে ঘোষ পরিবার মধ্যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইল; কিন্তু হঠাৎ তাহা স্থগিত হইয়া গেল। যাহাকে লইয়া এত আনন্দ, চতুর্দ্দশ দিবসে ঐ আনন্দোল্লাসের কারণ নবজাত শিশুটি এমন ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল যে, সকলে তাঁহার জীবনাশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছা অন্য প্রকার ছিল। যে কার্য্যের জন্য এই শিশু ইহ-জগতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন হইবে। ভগবৎকৃপায় শিশুটির জীবন রক্ষা হইল, এবং গৃহে পুনর্ব্বার আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল।

"Upon the white cheek of cherub year
I saw a tear.
Alas ! I murmured that the year would borrow
So soon a sorrow.
Just then the sunlight fell with sudden flame,
The tear became
A wondrous diamond sparkling in the light—
A beauteous sight !"

বাল্য

ঈশ্বর সকল, আর তিনি ঐ সকলে—
যারা রাঙ্গে তারা তাঁরে জানে সেই রূপে।

Trimapuna.

All tolerance is she, all trustfulness,
all hope, all strong endurance.
Love's flower-petals never fall.

Paul's Letter to the Corinthians.

A duty, an absolute duty, governs him from the cradle upwards, growing with his growth and accompanying him to the tomb

Lammenais.

As the moths around a taper
As the bees around a rose,
As in sunset many a vapour—
So the spirits group and close
Round about a holy childhood,
As if drinking its repose.

Elizabeth Browning.

The highest is the love of the men who try to bring all their thoughts and taste into conformity w the best, who by always choosing the upper and better have sought to acquire the habit of a high mind, to which evil thoughts do not naturally come and by which they are rejected when they come. Such men hope some day to come to the height of character

নির্ম্মলেন্দুর মাতা

বাল্য

মানব সুখদুঃখের চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। আজ সুখের মহোল্লাস, কাল দুঃখের হৃদয়ভেদী অবসাদ, আবার হয়ত, তাহার পরে আনন্দের সূত্রপাত। ইহাই জগতের ধারা। কেন এমন হয়, এই গভীর রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে অসম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর মঙ্গলাভিসন্ধ, সুতরাং তাঁহার বিধানে মানবজীবনে যখন যাহা সংঘটিত হয়, তদ্দ্বারা শেষে তাহার মঙ্গল সাধিত হয়, এবং সে তাহার স্রষ্টার নিকটবর্ত্তী হয়।

শিশু নিৰ্ম্মলেন্দু আরোগ্য লাভ করিয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার মধুর হাস্যে চতুর্দ্দিকে আনন্দ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার জনকজননী, ভগিনীরা, সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, সুখের সেই চরম কালে, পরিবারমধ্যে, অকস্মাৎ মৃত্যুর একটি করাল ছায়া দেখা দিল। নিৰ্ম্মলেন্দুর বয়স যখন দেড় বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার [illegible] জননী পরিবারস্থ সকলকে মহা শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতার পবিত্র অতুলনীয় বাৎসল্যের মধুর স্বাদ বুঝিতে না বুঝিতে, সেই স্বর্গীয় স্নেহামৃতের আস্বাদ পাইতে না পাইতে, বিধির বিধানে, শিশু তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইল। ইহা অপেক্ষা তাহার

আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে? আর পিতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র। এরূপ গুণবতী ভার্য্যার বিয়োগে তাহার যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে? কিন্তু তিনি ধর্ম্মাত্মা, অচলের ন্যায় অটল থাকিয়া তাঁহার দুর্ব্বিষহ কষ্টতাপের মধ্যে, তিনি মঙ্গলময়ের হস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ প্রশান্ত হৃদয়ে প্রতিকূল অবস্থার কশাঘাত নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখানে তাঁহার লিখিত "তৃণপুঞ্জ" কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল তাহার স্বর্গীয় পত্নী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন

"বিয়োগের কুঠারের প্রথম প্রহারে
ছিন্ন তরুমত যবে ভূমিতে পড়িলে—
ভেবেছিলে সে কঠোর আঘাতের পরে
জীবন তমসাচ্ছন্ন হবে চিরকালে।
ক্লিষ্ট তব আত্মা, দেখ, তবুও এখন
শান্তির কক্ষের মধ্যে পেয়েছে বিশ্রাম,
দূরস্থ অদৃশ্য ঐ আকাঙ্ক্ষিত স্থান
সহসা নিকটে আরো হয় অনুমান;
তাহা হতে অগ্নি আসি অলক্ষিত ভাবে,
দগ্ধ করি, আরো পূত করিছে তোমায়;
নিত্য সুখময় ভাব সম্মুখেতে এবে—
দেখ, বিয়োগের ফল নহে বিষময়।"

এই ভয়ানক বিপদে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া বরং মাতৃহারা শিশুটির লালনপালনে যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি

না হয়, তাহার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং আগ্রা হইতে স্তন্যদা ধাত্রী আনাইলেন। রামবাগানে, তাঁহার যে জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, তাঁহাকে তিনি স্বীয় ভবনে আনাইয়া তাঁহার স্নেহকরে শিশুর লালনপালন ও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিলেন। এই প্রকারে পিতা এবং স্নেহময়ী পিসিমা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণের স্নেহযত্নে, যতদূর সম্ভব, মাতৃহীন শিশুটির জননীর অভাব কতকটা বিদূরিত হইল।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার কন্যাগণকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে নির্ম্মলেন্দুর ভগিনীগণ সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন, এবং ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং সঙ্গীত ও চিত্র-বিদ্যায় তাঁহারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দুর প্রথম শৈশবকালে তাঁহার ভগিনীগণই তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। নির্ম্মলেন্দুর বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতা মিসেস্ জন্‌সন নাম্নী এক ইংরাজ মহিলাকে তাঁহার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দু প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তাঁহার শিক্ষাধীনতায় থাকিয়া অল্প বয়সেই ইংরাজি ভাষায় বেশ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, মিসেস্ জন্‌সন বালক নির্ম্মলেন্দুকে কেবল ভাষা শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আবার তাঁহাকে কারুকার্য্যও শিক্ষা দিয়াছিলেন। বালকটি নানাবিধ সীবন কার্য্যে পটুতা লাভ করিয়া বালিকাদিগের ন্যায় রেশম ও পশমের টুপি, কলমপোঁচা, বুকমার্ক, মোজা, ইত্যাদি বয়ন করিতে শিখিয়াছিল।

এই সময় হইতেই সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাতেও বালক নির্ম্মলেন্দুর স্বাভাবিক প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে তিনি কখনও কাহারও নিকট কিছুমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, স্বতঃই তাঁহার এই গুণ প্রকট হইয়াছিল। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার এমন দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, তিনি অল্প আয়াসেই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দররূপে চিত্রিত করিতে পারিতেন। বাল্যকালে অঙ্কিত তাঁহার কয়েকটি চিত্র দর্শন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী মিশনের ফাদার ওয়াকার মহোদয় প্রভৃতি চমৎকৃত হইয়া খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি কম অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই। তিনি পিয়ানো বাজাইতে বড় ভালবাসিতেন, এবং অবসর পাইলেই পিয়ানো লইয়া বসিতেন। তিনি কোন সঙ্গীতাচার্য্যের নিকটে কখন সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাপ্রযুক্ত তাঁহার কোন ভগ্নীকেও এ বিষয়ে তাঁহাকে কোনই সাহায্য করিতে হয় নাই। ফলে কি যন্ত্র-সঙ্গীত, কি কণ্ঠ-সঙ্গীত উভয়বিধ সঙ্গীতেই তাঁহার কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইত। বাল্যকাল হইতেই তিনি "Jesus Lover of my soul," "Little children" "Far away," "Angels bright and fair," "Art thou weary?" "Rock of Ages," "Safe in the arms of Jesus," "Thy life was given for me," "ঊর্দ্ধে এক পরম দেশ," "প্রভু আমার এ জীবন", "যুড়াইতে চাই, কোথায় যুড়াই," "ক্ষণ পরে আসিবে ফিরে" প্রভৃতি

অনেক আত্মার কল্যাণজনক ধর্ম্ম-সঙ্গীত নিজে ভালবাসিতেন, এবং আত্মীয় ও অভ্যাগতবর্গকে গাহিয়া শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য ও সঙ্গীতানুরাগ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ষ্টেফানস স্বভাবতঃ বড় লাজুক ছিলেন; তিনি প্রকাশ্যে স্বীয় গুণবত্তার পরিচয় প্রদান করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতার কোন পাশ্চাত্য বন্ধুর স্বদেশগমনোপলক্ষে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটস্থ Overtoun Hallএ যে এক বিদায়সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় বালক ষ্টেফানস অর্গানযোগে এমন মধুর সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন যে, সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি প্রকাশ্য সভায় আর কখনও গান করেন নাই।

অল্প বয়সেই ষ্টেফানসের ইংরাজি ভাষায় বেশ দখল হইয়াছিল। তখন তিনি যেমন অনর্গল ইংরাজি বলিতে পারিতেন, তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বাঙ্গালি বালককে প্রায় সেইরূপ দেখা যায় না। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। বিলাতে "Boy's Own Paper" নামে একখানি বিখ্যাত বালক-পাঠ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়; সকল দেশেই ইহার গ্রাহক। মধ্যে মধ্যে ইহার সম্পাদক পত্রিকার গ্রাহক বালকবৃন্দকে প্রবন্ধ রচনার জন্য আহ্বান করেন, এবং প্রতিযোগিতায় যাহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। নির্ম্মলেন্দু এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, এবং তিনি যখন দশ

বৎসরের, সেই সময়ে এই পত্রিকায় ইংরাজিতে "The happiest day of my life" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাটীর কাহাকেও না জানাইয়া তাঁহার রচিত প্রবন্ধ পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি এই পত্রিকায় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন বিজ্ঞাপিত হইল, সেইদিন তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা তাহা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাস্তবিক একটি দশ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালি বালকের পক্ষে ইংরাজিতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বালকবৃন্দের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করা কম দক্ষতার কথা নহে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিভাবান্ বালক বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় যেরূপ সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয়ার্থে আমরা তাঁহার রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিব।

এইরূপে বাল্যকাল হইতেই দেখা যায়, নির্ম্মলেন্দুর স্বাভাবিক উজ্জ্বল গুণরাজি নানাদিকে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহাকে দেখিতেন, তিনিই তাঁহার নানামুখী প্রতিভা ও সদ্‌গুণ সকল দেখিয়া মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণজ্যোতিঃ তাঁহা হইতে এমন ফুটিয়া বাহির হইত যে, যিনিই একবার মাত্র তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কখনও তাঁহাকে

ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তাঁহার বুদ্ধির অপেক্ষা, হৃদয় ও চরিত্রের উৎকর্ষে তিনি আরও বরণীয় ছিলেন।

নির্ম্মলেন্দু ধনী পিতার একমাত্র পুত্র; তাহার উপরে শৈশবে মাতৃহীন হইয়া স্নেহময়ী পিসিমা ও ভগিনীগণের অত্যধিক আদরযত্নে বর্দ্ধিত; সুতরাং তাঁহার আবদার, হাজার অন্যায় হইলেও, তাহা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য গৃহে লোকের অভাব ছিল না। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ বালকের স্বভাব বিগড়াইয়া যাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নির্ম্মলেন্দুর মতিগতিকে কোন প্রতিকূল বাত্যায় বিপথগামী করিতে পারে নাই। তিনি যে নির্ম্মল ও উদার হৃদয় লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কখনও মলিন হইতে দেখা যায় নাই; বরং প্রতিকূল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাঁহার বয়সের বৃদ্ধির সহিত, সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল; মনে হইত যেন তিনি একটি স্বর্গাগত অপূর্ব্ব অম্লান পুষ্প। গৃহে অবিরত স্নেহাতিবর্ষণে আপ্লুত, এই বালক একান্ত বিলাসী, পরনির্ভরশীল, ভীরু, এবং অস্থিরমতি না হইয়া, কিরূপে বীতবিষয়াসঙ্গ, বিনয়ী অথচ স্পষ্টবাদী মৃদু অথচ নিঃশঙ্ক এবং করুণ অথচ দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুরুষোচিত নানা গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া বাস্তবিকই আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

বালক নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র এক দিকে যেমন দৃঢ়, আবার অন্য দিকে তেমন কোমল ছিল। যেখানে নীতি অনীতির

কথা, ন্যায় অন্যায়ের কথা, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা, সেখানে নির্ম্মলেন্দুকে কেহই বিচলিত করিতে পারিত না; তিনি নির্ভীক হৃদয়ে, অথচ সপ্রেমে, আত্মমত ব্যক্ত করিতেন। তিনি নীতি বা ধর্ম্ম বা সত্যের লাঘব বা অগৌরব কখনও কোন মতে হইতে দিতেন না। আবার তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে একেবারে গলিয়া যাইত, আত্মপরভেদ করিত না, শত্রুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নির্ম্মলেন্দুর হৃদয় যে কিরূপ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সমবেদনাময় ও বিনয়ান্বিত ছিল, তাহার প্রচুর পরিচয় তিনি তাঁহার বাল্য জীবন হইতেই প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা কেবল নিম্নলিখিত গুটা-কতক ঘটনাদ্বারা তাহার বাস্তবতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

স্টেফানস সরল প্রেমে সকলের সহিত নিষ্কপট হৃদয়ে মিশিতেন, সকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখিতেন। তাঁহার গভীর প্রেমের নিকটে যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না, এই নিম্নোক্ত ঘটনা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। এক দিন দেখা গেল, নির্ম্মলেন্দু এক অতি অপরিষ্কার দরিদ্র বালকের সহিত খেলা করিতেছেন। তাঁহার কোন আত্মীয়ের চক্ষে ইহা ভাল লাগিল না; তিনি তাহার জন্য নির্ম্মলেন্দুকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু নির্ম্মলেন্দু ঐ দরিদ্র বালকের সহিত খেলা করাকে লজ্জা বা অপমানের বিষয় মনে না করিয়া তাঁহার আত্মীয়কে অতি নম্রভাবে বলিয়াছিলেন, "একি ঈশ্বর আমাকে আর ঐ গরিব বালককে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমরা দু জনেই

সমান, তবে কেন আমি উহাকে আমার চেয়ে নীচু ভাব্‌ব ?” একটি ক্ষুদ্র বালকের মুখে এইরূপ সাম্য ও মৈত্রীর অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আত্মীয় অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক জাগতিক বিষয়মদ যাঁহাকে অন্ধ করিতে পারে নাই, যাঁহার নিত্যানিত্যের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই ওরূপ কথা বলিতে পারেন।

নির্ম্মলেন্দুর বয়স যখন আট বৎসর মাত্র, তখন তিনি তাঁহার পিতার সহিত তাঁহাদিগের কর্শিয়াঙ্গস্থ শৈলনিবাসে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রতিবেশী কয়েকটি ইয়ুরোপীয় বালকের সহিত তাঁহার ভাব হইয়াছিল। তিনি তাহাদের সহিত প্রতিদিন খেলা করিতেন। এক দিন তাহাদের মধ্যে এক জন বিনা কারণে তাঁহাকে এমন জোরে পদাঘাত করে যে, তিনি নর্দ্দমায় পড়িয়া গিয়া হাঁপাইতে থাকেন। নির্ম্মলেন্দুর বাটীর এক জন আত্মীয় সেই পথে আসিতে তাঁহাকে এই বিপন্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনেন। ঐ দুর্দ্দান্ত বালকটির ব্যবহারে নির্ম্মলেন্দুর আত্মীয় স্বজন যখন নিতান্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেবল বলিতেছিলেন, “ওকে কিছু বলিও না, ওকে কিছু বলিও না, ও দুঃখ করিবে।” বয়স্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠেন এবং প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হন; কিন্তু বালক ষ্টেফানসের জীবনে এই আশ্চর্য্য মৃদুতা ও ক্ষমা-শীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া, মহানের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করায় দোষী

না হইয়া, আমরা কি বলিতে বাধ্য হই না যে, এই বালক স্বীয় ষ্টেফানস নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন? সে কালে সাক্ষ্যময় ষ্টেফানস আততায়ী য়িহুদীদের দ্বারা নিষ্ঠুররূপে প্রস্তরাঘাতে আহত হইবার সময়ে প্রাণহন্তা শত্রুবর্গের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া যেমন স্বীয় আত্মসংবরণ ও ক্ষমা-শীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আমাদের ষ্টেফানসও যে, এ কালে, বালক-মণ্ডলীর মধ্যে আত্মসংবরণ ও ক্ষমাশীলতার এক মনোহর আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর এক দিনের ঘটনা। নির্ম্মলেন্দু কোন একটি ক্ষুদ্র বালককে বড় ভালবাসিতেন। এই বালকটি প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে আসিত, এবং তিনি তাহাকে ছবি, খেলনা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিতেন। কয়েক দিন এই বালকটি তাঁহাদের বাটীতে না আসায়, তিনি এক দিন তাহাকে স্বীয় প্রকোষ্ঠের বাতায়ন হইতে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "তুমি এ কয়েক দিন আমাদের এখানে এসনি কেন?" ঐ বালকটি তাঁহার প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণের উত্তরে বলিল, "You Bengali dog! I don't like to go to you" কিন্তু ইদৃশ নীচ কটূক্তি শ্রবণ করিয়া বালক নির্ম্মলেন্দু তাহাকে কি বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। তিনি ঐ অর্ব্বাচীন বালকের অভদ্র বচনে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধান্বিত না হইয়া সহাস্য বদনে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কেন কি হয়েছে? তুমি এস, আমি তোমাকে সুন্দর চকোলেট খেতে দেব।" এরূপ সহিষ্ণুতা মানবজীবনে

সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা দেখিতে পাই, অন্যের পক্ষে যাহা অসহ্য, নির্ম্মলেন্দু অনেক সময়ে তাহা অকাতরে গায়ে পাতিয়া লইতেন; ঘৃণা এবং অবমাননাকারীকেও তাঁহার অগাধ উদার প্রেমে পরাজয় করিতেন। নম্রতা-পুষ্পের দ্বারা যেমন ঈশ্বরের পূজা হয়, তেমন অপর কিছুতেই হয় না। উক্ত হইয়াছে :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বাস্তবিক দৈবী সম্পদ্‌গুলির মধ্যে নম্রতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা অবলম্বন করিয়া দেবত্ব মনুষ্যত্বে প্রবিষ্ট হইয়া খৃষ্টকে বিমণ্ডিত করিয়াছিল।

নির্ম্মলেন্দু শৈশবে যখনই কোন ব্যক্তিকে স্বীয় বাটীতে আসিতে দেখিতেন, তখনই তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুতা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি স্বীয় বালসুলভ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিতেন যে, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে খেলনা, খাবার প্রভৃতি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং তাঁহার গৃহে আগন্তুক বন্ধুমাত্রকেই তিনি কিছু না কিছু প্রদান করিতে ব্যস্ত হইতেন।

বাস্তবিক নির্ম্মলেন্দু শৈশব হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সাম্য ও মৈত্রীবাদের উপাসক ছিলেন; তিনি কখনও ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ করিতেন না, বরং দরিদ্রের প্রতিই যে তাঁহার অধিকতর স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল, তাহা সর্ব্বদা দেখা যাইত। বৈদ্যনাথের নিকটে জশিদীতে নির্ম্মলেন্দুর পিতার যে বাটী

আছে. তাহার উদ্যানের সাঁওতাল মালীর পুত্র নির্ম্মলেন্দুর এক বন্ধু ছিল, এবং তিনি তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার পিতা যখনই জশিদীতে যাইতেন, তখনই তিনি তাঁহার হস্তে তাহার জন্য খাদ্য দ্রব্য, তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত নানা প্রকার চিত্র, খেলনা, বস্ত্র প্রভৃতি পাঠাইয়া দিতেন, এবং সর্ব্বদা তাহার তত্ত্ব লইতেন। যে ধনাঢ্য গৃহের বালক একটি অসভ্য অপরিষ্কৃত, অর্দ্ধনগ্ন সাঁওতাল বালককে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে. তাহার হৃদয় যে কত বড়, তাহার প্রেম যে কত অগাধ, তাহা সহজেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা অনেক সময়ে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার দ্বারাই মনুষ্যের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নির্ম্মলেন্দু একাকী কখন কোন উত্তম দ্রব্য ভোজন বা কোন উত্তম বস্তু ভোগ করিতে ভালবাসিতেন না। কি খাদ্য, কি ক্রীড়নক, কি চিত্র ইত্যাদি তিনি যখনই যাহা পাইতেন, তাহারই অংশ অপরকে প্রদান করিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি এক বাটী দুগ্ধ পান করিবার সময়েও যদি তিনি অপর কোন বালককে সম্মুখে দেখিতেন, তখন তাহার অর্দ্ধেক তাহাকে পান করাইয়া নিজে অপরার্দ্ধ পান করিতেন। এক দিন তাঁহার পিতার উদ্যানবাটীতে এক ভোজ হইয়াছিল। এই ভোজে যিনি পরিবেশন করিতেছিলেন, তিনি নির্ম্মলেন্দুর পাতে একটি উত্তম আম্র দিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দু যখন দেখিলেন,

অপরের পাতে সেইরূপ আম্র দেওয়া হয় নাই, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এ আমি খাব না; যদি সকলের পাতে এই রকম আম দাও, তবে আমি এটা খাব, নচেৎ কখনই খাব না।"

এক দিন কোন স্থানে ষ্টেফানস কোন একটি অজ্ঞাত বালককে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তাহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন তুমি কি চকোলেট পাওনি বলে বা বিস্কুট পাওনি বলে?" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার পকেট হইতে চকোলেট বাহির করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পরেও সে কাঁদিলে, তিনি তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবা এখনও বাড়ী আসেন নি বলে কি তুমি কাঁদছ?" ইহাতে তাঁহার পরকাতর হৃদয়ের এবং তাঁহার পিতার সম্বন্ধে প্রগাঢ় স্নেহভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একটি ঘটনা। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে এক দিন তাঁহাদিগের বাটীতে একটি অপরিচিত মহিলা আসিয়া ড্রইং রুমে বসিলে, শিশু ষ্টেফানস গুটি গুটি সেই ঘরে আসিয়া একেবারে সেই মহিলাটির ক্রোড়ে চাপিয়া বসিলেন। ক্ষুদ্র শিশুর এই আশ্চর্য্য ব্যবহারে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। তৎপরে বালক স্বীয় পকেট হইতে একটি চকোলেট বাহির করিয়া আপনার ক্ষুদ্র হস্তে সেই মহিলাটির মুখে ঢুকাইয়া দিলেন। সকলে ইহাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তখন সেই মহিলাটি কি করিবেন? তিনি

বালক ষ্টেফানসকে বলিলেন, "তুমি খাও, আমি খাচ্ছি," এই বলিয়া তিনি সেই চকোলেট একটু ভাঙ্গিয়া নিজে খাইলেন, এবং বাকিটুকু তাঁহাকে দিলেন। তখন ষ্টেফানস অত্যন্ত প্রীতিসহকারে তাহা খাইতে লাগিলেন।

নির্ম্মলেন্দু ধনাঢ্য পরিবারে লালিতপালিত হইলেও তাঁহার মন কখনও ধনাসক্তিতে আকৃষ্ট হয় নাই। শৈশব কাল হইতেই জাগতিক বিষয়নিচয় হইতে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা নিগৃহীত করিতে শিখিয়া তিনি যেন তখনই প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিষয়নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তাহার অন্ত-র্দৃষ্টি যেন কেবল ঈশ্বরেই নিবিষ্ট ছিল। যিনি তাঁহাকে জানিতেন তিনিই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি একটুও তাঁহার পিতার ধনের প্রত্যাশী বা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন না, কিন্তু নিয়ত বলিতেন তাঁহার পিতা সৎ কার্য্যে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে, তিনি সুখী ব্যতীত দুঃখিত হইবেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন "বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া যদি লোকেদের উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমি সুখী হইব, নতুবা আমার পুরুষকার কিছুই নাই। অন্যের উপরে নির্ভর করিতে ঈশ্বর আমাকে জগতে পাঠান নাই। নিজের সামর্থ্যেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ঈশ্বর আমাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমি চাই যে জীবনে তাহারই ব্যবহার করি।" কোন সময়ে তাঁহার পিতা কোন লোককে একটি সম্পত্তি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার একটি আত্মীয় তাঁহাকে পরীক্ষা-চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ষ্টিভি, তোর কি মত? তোর

বাবা অমনি করে সব টাকা ওড়াচ্চেন, আর ঐ সম্পত্তিটা দিয়ে ফেল্‌চেন, তাতে কি তিনি ভাল কচ্চেন ?”. তাহাতে নির্ম্মলেন্দু তাঁহাকে উত্তর করিয়া বলিয়াছিলেন, “কেন ? বাবা ত খুব ভালই কচ্চেন ; ও সম্পত্তিটা যাঁকে তিনি দিচ্চেন, তাঁহার বড় আবশ্যক। আমি এতে খুব সুখী বই দুঃখিত নই।” বাস্তবিক অতুল বিভবে প্রতিপালিত হইলেও বালক নির্ম্মলেন্দু অনাসক্তাত্মায় অনেকের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন।

এ সকল অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বটে, এবং অনেকের নিকটে এ গুলি উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সংযোগে নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র যে কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত ছিল, তাহা উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইতেছে।

এই বালকের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার একান্ত ধর্ম্মপ্রাণতা। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে এত প্রগাঢ় ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা ও অনুরাগ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার যে ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহা তাঁহার কার্য্যে ও কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, “আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সেবক ছিলাম।” হয়ত জন্মান্তরবাদী এই উক্তিটির অর্থ আছে ভাবিবেন। তিনি যখন কোন আহারীয় বা পরিধেয় দ্রব্য বা ক্রীড়নক পাইতেন, অমনি চুপি চুপি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, কক্ষস্থ যীশু খৃষ্টের চিত্রের দিকে কৃতজ্ঞতার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া, নতজানু হইয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রেরণের জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন, “তুমি এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আমাকে

দিয়াছ, এর জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।” এই ভক্ত ধর্ম্ম-পিপাসু বালকের বয়স যখন চারি বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তিনি একবার তাঁহার পিতা ও ভগ্নীগণের সহিত তাঁহাদিগের ষশিদীস্থিত উদ্যান-বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতাকে এক দিনের জন্য বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। বাটীতে নিত্য প্রাতে পারিবারিক প্রার্থনা হইত। সেই দিন পিতা গৃহে নাই, পারিবারিক প্রার্থনা কে করিবে? তাঁহার মধ্যমা ভগ্নী মৃণালিনী বলিলেন, “ষ্টিভি, তুমি প্রার্থনা কর।” শিশু নির্ম্মলেন্দু ভগ্নীর কথায় অপ্রতিভ বা সঙ্কুচিত না হইয়া স্বীয় আধ আধ ভাষায় প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ঊষাননী তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “ষ্টিভি, তুমিত বেশ প্রার্থনা করিলে!” ইহা শুনিয়া নির্ম্মলেন্দু বলিয়াছিলেন, “আমি যখন স্বর্গে ছিলাম; ঈশ্বরের প্রার্থনা করিতাম।” এত অল্প বয়সে ঈশ্বর সম্বন্ধে এত স্নেহাসক্তি হৃদয়ে অনুভব করা, আমাদের নিকটে বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু যিনি জন্ম হইতে ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্যবৎ, শিশু হইলেও, তাঁহার পক্ষে উহা অস্বাভাবিক নহে।

প্রার্থনার সার্থকতা সম্বন্ধে নির্ম্মলেন্দুর যে অগাধ ও নিষ্কপট বিশ্বাস ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাদ্বয় মাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম। এক দিন বাটীস্থ এক মহিলা বাজার হইতে কোন দ্রব্য আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। নির্ম্মলেন্দু তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখিয়া

বলিয়াছিলেন, "আপনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই ঐ দ্রব্য আপনি পাইবেন।" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া পাইব?" বালক নির্ম্মলেন্দু বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেন, আমি যখন যে কোন জিনিষ চাই, আমি ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করি. এবং তিনি বাবাকে পাঠিয়ে দেন, আর বাবা আমাকে দেন।" ঈশ্বরের প্রতি এই ক্ষুদ্র শিশুর অদ্ভুত বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা দর্শন করিয়া মহিলাটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এক দিন অপরাহ্নে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আজ যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে তোমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইব।" কিছু ক্ষণ পরে দেখা গেল, বালক নির্ম্মলেন্দু নির্জ্জনে এক গৃহকোণে নতজানু হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, যেন সেই দিন বৃষ্টি না হয়। সে দিন আর বৃষ্টি হয় নাই। নির্ম্মলেন্দুও মনের আনন্দে পিতার সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, প্রার্থনার সাফল্যে তাঁহার ঈদৃশ অচল বিশ্বাস জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল। তিনি ছাত্রাবস্থায় তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "প্রার্থনার দ্বারা এত কার্য্য সম্পন্ন হয় যে, ইহ জগতের কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে না।" কোন কবি লিখিয়াছেন :

"In vain the wise philosopher
    Points out to me my fabric's flaws,
In vain the scientists aver
    That all things are controlled by laws!

My life has taught me day by day
That it availeth much to pray."

তাঁহার জীবনে দৈনন্দিন প্রার্থনা ছিল, "হে প্রভো! আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন তোমারই গৌরবের জন্য থাকি।" নির্ম্মলেন্দুর আধ্যাত্মিক জীবন যে কত উচ্চ ছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা যে কত গভীর ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের লিখিত "Spiritual Life" নামক একটি ক্ষুদ্র রচনার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

"The Lord has blessed us and called us to everlasting life. We all want that kind of life; but many of us make a mistake. They want to have that life with their old life, so they fail. That life can not be lived with our old life. Our old life must be crucified first. Just as we know, if one takes Holy Communion, and after a few hours, his body is cut to pieces, no bread nor wine will be found in his body, so if we partake of Christ's life, which He promises to give us plentifully, our life must be destroyed by His life, because He is mightier than we. So we must remember that we can not partake of His life with our old life of flesh. Under His cross we must yield up our life of flesh to him."

উপর্য্যুক্ত রচনা হইতে বালক নির্ম্মলেন্দুর ধর্ম্মীয় অন্তর্দৃষ্টি যে কি প্রকার পবিত্র ও গভীর আস্তিকতাময় ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

নির্ম্মলেন্দু দরিদ্র অপরিষ্কৃত বালকগণকে ঘৃণা করিতেন না বটে, কিন্তু নিজে বড় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, অথচ তাঁহার কোন রূপ জাঁকজমক বা ভোগবিলাসিতা ছিল না। কেহ তাহাকে কখন জড়ি বা সাটীনের পরিচ্ছদ পরাইতে পারিত না। তিনি বলিতেন, "উহাতে বড়মানুষী দেখান হয়, আমি কাহারও মনে কষ্ট দিব না, আমি উহা পরিব না।" তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোন বিপণি বা প্রদর্শনীতে লইয়া গিয়া কোন সুন্দর বস্তু তাঁহার জন্য কিনিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাতে উদাসীনতা দেখাইয়া তাহা তাঁহাকে কিনিতে নিবৃত্ত করিতেন; তাঁহার আত্মীয়েরা বিচিত্র ভাবিতেন। দুঃখের বিষয় অনেক বালক বালিকাদিগেতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যায়। তাহারা সচ্ছল অবস্থায় না থাকিয়াও জাকজমকযুক্ত পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া ঘোর বিলাসিতার পরিচয় দেয়; কিন্তু এই চির পরিবর্ত্তনময় জগতে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা ভাবে না, যাহা কাহারও আয়ত্তিতে নাই। সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত বাসপরিহিত নির্ম্মলেন্দুর দ্বারা তাঁহার অন্তরভাব বাহিরে প্রকট হইত। এই রূপে "Let thy garments be always white," তাঁহার দ্বারা পালিত হইয়া, তাঁহার পক্ষে যাহা বাহ্য তাহা আন্তর, এবং যাহা আন্তর তাহা বাহ্য হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকগুলিতে কখন কালি বা পেন্সিলের রেখামাত্র দেখা

যাইত না; ফলে বহু কাল পূর্ব্বে ক্রীত পুস্তকগুলিও নূতনের ন্যায় দেখাইত। তিনি তাঁহার জিনিষ পত্র শৃঙ্খলামত রাখিবার জন্য কখনও ভৃত্যের উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি তাঁহার কাপড়চোপড়, কাগজপত্র, পুস্তকাদি, আলমারি, ডেক্স প্রভৃতি এমনই সুন্দর ও পরিপাটীরূপে গুছাইয়া রাখিতেন যে, তাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইত। বস্তুতঃ তাঁহার যেমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ ছিল, তদ্রূপ তিনি সুন্দরকর্ম্মীও ছিলেন। পারিপাট্যের সহিত মাধুর্য্য মিশ্রিত হইলে যে কি একটি অপূর্ব্ব প্রীতিকর পদার্থ হয়, আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বড়ই অনুরাগী ছিলেন, এবং ঐরূপ কোন সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে পড়িলেই তাহার সহিত তাঁহার হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। এক সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে কতকগুলি সুন্দর পুষ্প উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সন্তান ষ্টেফানস প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ঈশ্বরের মানবের প্রতি স্নেহনিদর্শন পরিলক্ষ্য করিয়া প্রীতিগদগদচিত্তে তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার প্রেরিত সুন্দর পুষ্পগুলি আমার পুষ্পাধার সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে; আর যখনই সে গুলির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িতেছে, তখনই যিনি এমন সুন্দর সৌগন্ধযুক্ত প্রসূনরাজি গাছে ফুটাইয়াছেন, তাঁহাকে আমার মনে পড়িতেছে।"

প্রেম, পবিত্রতা, সারল্য, ক্ষমা, অমায়িকতা, সৌহৃদ্য, ঔদার্য্য, মৃদুতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার একত্র সমাবেশে বালক নির্ম্মলেন্দুর

জীবন যে এক আদর্শ জীবনে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তিনি দয়া ও প্রেম ব্যতীত তাহার অন্য প্রকার প্রতিশোধ লইতে জানিতেন না। তিনি সকলের প্রতি হৃদয়ে যে এক অকৃত্রিম স্নেহভাব পোষণ করিতেন, তাহারই শক্তিতে তিনি তাহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন, এবং তাঁহার স্নেহভাব যে তাঁহার চরিত্রকে এত সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। চরিত্রগঠনে মনুষ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্ত কারণ হইয়া তাহার পরিণাম সাধন করে, এবং তাঁহার এই ধর্ম্মভাব হেতুই তিনি পুষ্যা নক্ষত্রের ন্যায় পবিত্রচরিত্র এবং লোকহিতবিধায়ী হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের বালকেরা কি কখন সান্তরে চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মা কিসের জন্য লালসান্বিত, তাহারা কাহাকে পাইবার জন্য ধাবমান হইতেছে?—ঈশ্বর আমাদের অভীষ্ট না হইলে আমাদের জীবন কখন সুন্দর হইতে পারে না।

কলিকাতার সেণ্ট পল্‌স কলেজের ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় স্যাণ্ডস্ মহোদয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তিনি ঐ কলেজের অধ্যায়ী ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা যে নির্ম্মলেন্দু হল অব লার্নীং সুন্দর পুস্তকাগার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে তোমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অনুরোধ

করি, যাঁহার নামে এই লাইব্রেরীটি অভিহিত, তিনি যেমন জীবনে সেণ্ট ষ্টেফানসের ন্যায় সাধু এবং চরিত্রে নির্ম্মলচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ছিলেন, তোমরাও যেন তোমাদের জীবনে এবং চরিত্রে তাঁহার অনুকারী হও।" বাস্তবিক এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ বালকের জীবন যে যথার্থই পরমসুন্দর ছিল, আমরা তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

অল্প বয়সেই নির্ম্মলেন্দুকে মাতৃবিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য তীব্র শোকের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। দেড় বৎসর মাত্র যখন তাঁহার বয়স, সেই সময়ে তাঁহার স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে অপোগণ্ড শিশুরূপে ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, এবং পিসিমা ও সহোদরাত্রয় তাঁহার জননীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে শিশু ষ্টেফানস মাতৃহীন হইলেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শোক ও বিচ্ছেদ যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার সহোদরা উষানলী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। এই ভগ্নীর বিচ্ছেদজনিত শোক উপশম হইতে না হইতে তাঁহার আর একটী স্নেহময়ী সহোদরা—যাঁহার মধুরতাময় হৃদয় হইতে স্নেহধারা অজস্র শাখায় প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে মাতার অভাব তত বুঝিতে দেয় নাই, এবং যাঁহার পবিত্র ধর্ম্মভাব ও সুশিক্ষায় তাঁহার চরিত্র অমন সুন্দরভাবে গঠিত হইতে পারিয়াছিল—তাঁহার সেই প্রিয়তমা মৃণালিনী দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে দুঃসহ শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া

অমরধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সকল পরমাত্মীয়ের বিয়োগজনিত ব্যথা নির্ম্মলেন্দুর স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ কোমল-হৃদয়ে যে তীব্র শেলাঘাত করিয়াছিল, তাহা পরে কখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। ফলে, গভীর বিষাদের একটা কৃষ্ণচ্ছায়া তাঁহার স্বভাব-প্রফুল্ল চিত্তকে, তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে, কতকটা প্রতিচ্ছন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁহার এক সহপাঠীকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শৈশবাবধি দুঃখের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমার হৃদয় যে কি প্রকার বিষাদময়, তাহা তুমি ধারণা করিতে পারিবে না। আমার এই দুঃখভার আমি নিজে বহন করি—ইহা বহন করিবার আমার অপর কেহ অংশীদার নাই।" কিন্তু সুখের বিষয়, এই শোক বিষাদের ভার তাঁহাকে কখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া অশান্তি ভোগ করিতে শিখায় নাই, বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা তাঁহার জীবনের ধর্ম্মভাবকে আরও দৃঢ় ও গভীর করিয়াছিল।

Not a single element of man's thought or deed is ever forgotten.···There is here absolutely no waste, but every thrill of human emotion, every effort and pang that seemed so fruitless are being brought up by the invisible cosmos chemistry into finished products of measureless value.

J. Brierley.

স্কুলে

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।

ভগবদ্‌গীতা।

Make truth lovely and do not try to arm her; mankind will then be far less inclined to contend with her.

Thrice blest whose lives are faithful prayers,
Whose loves in higher love endure;
What souls possess themselves so pure,
Or is there blessedness like theirs?

Tennyson.

তাই, ভায়ে ভালবেসে, নিঃস্বার্থ হইয়া,
তব স্থলে সেবা তার করিয়া জীবনে,
তব ওই পদচিহ্ন আগ্রহে ধরিয়া,
তব কাছে যেন পাই যেতে কোন দিনে।

Trinapunja.

How it would ennoble and enlarge and stimulate our whole being, to know I am working, I am fighting, that God may be all in all.

Andrew Murray.

The message of the Lord hath been as a consuming fire within my bones and very heart, and I have not been able to endure it, but constrained to speak, for I feel burning and inflamed by the Lord's spirit.

Savonarola.
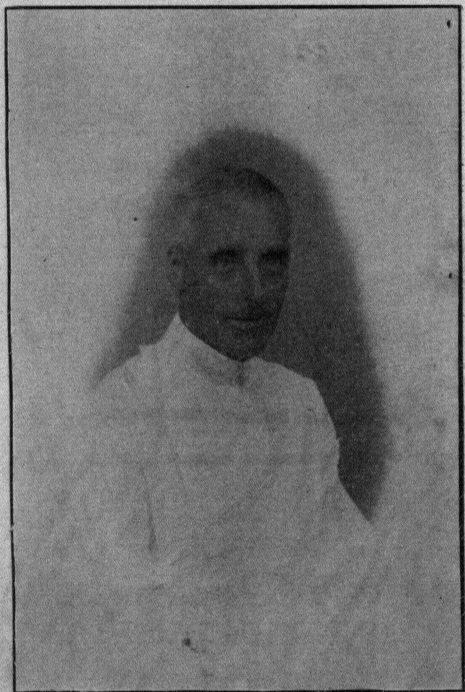
ফাদার ডগ্‌লাস

স্কুলে

দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহে নিৰ্ম্মলেন্দু মিসেস জনসনের শিক্ষাধীন থাকিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহাকে বিদ্যালয়োপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতা বাটিতে শিক্ষার অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহাকে ইংরাজি, গণিত, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি পড়াইতে লাগিলেন; এবং তাঁহারা বালকের অল্প সময়ের মধ্যে জটিল বিষয়গুলি অতি সহজে আয়ত্ত করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার চরিত্রগত সুন্দর গুণগুলির পরিচয় পাইয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিৰ্ম্মলেন্দু শিক্ষকদের শিক্ষাধীন থাকিয়া কেবল বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; অবসর পাইলেই তিনি স্বীয় পিতার পুস্তকাগারে সংগৃহীত বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ সমূহ হইতে আরও নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিতেন। ষ্টেফানসের জ্ঞানস্পৃহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মত বালককে সচরাচর তাহার পাঠ্য বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়, সে অতিরিক্ত কিছু পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হয় না; কিন্তু ষ্টেফানস বিদ্যালয়-

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে সর্ব্বদা প্রীতি অনুভব করিতেন।

এই প্রকারে দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল। নির্ম্মলেন্দুর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর গৃহে শিক্ষা না দিয়া কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া বিহিত মনে করিলেন। সুবিখ্যাত স্কটীশ চর্চ্চেস কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার পিতার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বন্ধু। বিদ্যালয়টিও তাঁহার ভবন হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কলিকাতার খৃষ্টীয় মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এই বিদ্যালয়টিরই নাম ডাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং পিতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পুত্রকে ঐ বিদ্যালয়েই ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যথা সময়ে নির্ম্মলেন্দু বিদ্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে স্কটীশ কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে নানা বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিলেন এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত মনে করিয়াই সেই শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

যে দিন নির্ম্মলেন্দু বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দিন তাঁহার পক্ষে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। তাঁহার সেই দীর্ঘ কমনীয় মূর্ত্তি ও মধুর ভাব কি ছাত্র, কি শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার সহপাঠিবর্গ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিল।

নির্ম্মলেন্দু ইহার পূর্ব্বে স্বগৃহে একাকী শিক্ষালাভ করিয়া-

ছিলেন, এবং গৃহে নিতান্ত আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ ঘটে নাই; সুতরাং সহসা অনেক গুলি সমবয়স্ক বালকের মধ্যে আসিয়া পড়াতে তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন এক নূতন জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য্য, সহৃদয়তা ও উদারতার গুণে সেই অপরিচিত জগৎটাকে, অল্পদিনের মধ্যেই, আপনার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়ভরা প্রীতিদানে সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সহপাঠিগণের মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার প্রকৃত সখ্য শীঘ্রই সংস্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি সৌহার্দ্দ সংস্থাপনের পক্ষে পাছে কোন রূপ বিঘ্ন ঘটে এই মনে করিয়া তিনি প্রথমে যে কোট প্যাণ্ট পরিয়া স্কুলে আসিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ধুতি পরিয়া স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বালক ষ্টেফানসের হৃদয় যে কি উদার ও স্নেহশীল ছিল, এই সামান্য ঘটনা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

কর্ত্তব্য কর্ম্মে নির্ম্মলেন্দুর কোন কালেই ঔদাস্য বা আলস্য ছিল না। তিনি জানিতেন ছাত্রের একটা প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষকের সম্মান করা, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাঠে মনোনিবেশ করা। এ বিষয়ে নির্ম্মলেন্দুর কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি অতিশয় মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ফলে, তিনি অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের এক জন সর্ব্বপ্রিয় ও উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার

সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কয়েকটি বালক বিশেষ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিল, তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা সহজ ছিল না। তাহার উপর কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি একেবারে অভ্যস্ত ছিলেন না। সকলে জানেন, এই সকল পরীক্ষা যে প্রণালীতে গৃহীত হয়, তাহাতে যে পরীক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকগুলি কায়িক পরিশ্রম করিয়া অধিক মুখস্থ করিতে পারে, পরে পরীক্ষায় তাহারই জয়জয়কার হয়। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর শিক্ষা-প্রণালী অন্যরূপ ছিল, তিনি কখনও পাঠ মুখস্থ করিতেন না, স্বীয় স্মরণ শক্তির অপেক্ষা তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির উপরেই তিনি অধিক নির্ভর করিতেন। সেই সময়ে তিনি কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "যদি মুখস্থের আবশ্যকতা হয়, আমি লাইব্রেরীটা মুখস্থ করতে পারি, কিন্তু আমি তা চাহি না, তাহাতে আমার মৌলিকতা যাবে, আমি যা পড়্‌ব, আমি তা হইতে জ্ঞানই সঞ্চয় করতে চাই—আমি জ্ঞানভিক্ষু।" পরন্তু কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের পাঠে সমস্ত সময় অতিবাহিত না করিয়া, জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য তিনি অন্যান্য অনেক পুস্তক পাঠ করিতেন; সুতরাং যে প্রণালীতে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়, তাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার পক্ষে তিনি আদৌ ততটা মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছিল, তিনি সে বৎসরের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রথম স্থান ও অন্যান্য বিষয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বার্ষিক পরীক্ষান্তে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে

নির্ম্মলেন্দু ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এ শ্রেণীতে পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু বৎসরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচনের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর যে Test Examination গৃহীত হয়, তাহার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে, নির্ম্মলেন্দু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার উপযোগী প্রথম স্থান অধিকার হয় নাই, যাহা তিনি এবং অনেকে আশা করিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে এক জন সহপাঠী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "I learn from some friends that you stood first in the Test Examination I congratulate you warmly friend, for this. I wish to see your name top the list of the successful candidates in the ensuing Matriculation."

ইহাতে তাঁহার মনে অণুমাত্র ক্ষোভ হয় নাই; যে বালকটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষের উদ্রেক হয় নাই, বরং তিনি তাহার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেই সময়ে এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন:

"You know that it was given out that I had scored first in the Test. I was enjoying the pleasure of the first position, alas! only for a few days, when, all of a sudden, Babu......informed me that I had stood second and not first!

This was no doubt a most unexpected and cruel news; but only Babu····· can tell how cheerfully I met it. I did not let any sorrow creep into my heart, for a moment, but with joy at once disclosed the news to··· ··There can be no one who congratulated him more heartily than myself But the strange thing about it is, that every one rejoiced in his success, but no one did feel how Stephen would be affected by this alteration of position. Really I did not think much about it myself, but had I been any other man, it would have cost me a good deal of pain to reconcile myself from the first to the second position."

এই রূপ স্নেহপূর্ণ উদার ভাব, অপরিণতবয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বী বালকগণের হৃদয়ে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নির্ম্মলেন্দু বয়সে বালক হইলেও, এই রূপ এক একটি অসামান্য গুণের জন্য, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মনে সমাদর ভাবেরই সমুদয় হয়। সতাই ভবভূতি বলিয়াছেন, "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ," বা গুণীদের পূজাস্থান গুণ, বয়স কিংবা লিঙ্গ নহে।

নির্ম্মলেন্দু যখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়িতেন, তখন তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অপর বালকদিগকে শিক্ষা সম্বন্ধে

সাহায্য করিতে হইত। তিনি কেবল যে নিজে ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার আবার এমন ক্ষমতা ছিল যে, অনেক দুরূহ বিষয় তিনি অপরকে ভাল করিয়া শিখাইতে পারিতেন। এই কারণে তাঁহার সহাধ্যায়ী ও অপর বালকেরাও সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে তাহাদের কঠিন শিক্ষণীয় বিষয়ে সাহায্য লইত, এবং তাহারা তাঁহার অধ্যাপনায় যাহা শিখিত, তাহা তাহাদের মনে গাঁথিয়া যাইত। পরে তাহারা পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়া, অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্তির দ্বারা, তাঁহার অধ্যাপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহার মৃত্যুর পরে আই এস সি পরীক্ষায় অত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিল :

"How happy dear Stephen, my loving মাষ্টার মহাশয়, would have been if he were living now! I can not tell you, in words, no I can not, how bitterly I feel his absence to-day—O, had he lived now!"

নির্ম্মলেন্দুর ব্যুৎপত্তির আধিক্য হেতু স্কুলের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন দিতে এবং উত্তর পত্র পরীক্ষা করিতে দিতেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের স্কুলের Test Examination এ তিনি যে সকল প্রশ্ন দিয়া উত্তর পত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পরে, সেই সকল প্রশ্নের সহিত, সেই বৎসরের

Universityর Matriculation প্রশ্নের তুলনা করিয়া একটি ছাত্র তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

"The rest was easy, you must admit, though they might not be intelligent questions like those set in our Half yearly Examination by Master S. N. Ghosh. A dull boy like me could not answar those difficult questions set by you in the second paper. I entreat you, my dear friend, store up such difficult questions for boys like you."

নির্ম্মলেন্দুর সহপাঠিবর্গের প্রতি কিরূপ নিষ্কপট স্নেহ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্র হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে বহু সহপাঠীর সাহচর্য্য হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন, ভবিষ্যতে হয়ত তাহাদের অনেককে আর দেখিতে পাইবেন না, এই ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন :

"One thing ails me--it is, that I shall not be able to see many a familiar face in future. How many friends would be separated now! I may see only a few friends at College, if I pass, but the least chance there is in meeting you any day, but I hope our friendship will not end here.

Though distance may divide
Yet friendship will abide.'.

"Not to speak of any cessation in our friendship. I trust it will be the closer, for 'absence makes the heart grow fonder.' When the warm friendship of youth has ripened itself into sweet memories of the past, then you will learn to cherish that remembrance, though painful, yet is blended with loving thoughts ; and then yon will call separation not a curse, but a blessing that leads to a fondness of the heart and a love for the sacred memory of the past. Every one on earth has to be subject to the caprice of Fate, but yet at the end, we find 'It is all for good."

নির্ম্মলেন্দুর উপর্যুক্ত পত্রের দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্ম্মলেন্দুর আন্তরিক নিরহঙ্কারতা ও বিদ্যার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমরা এখানে উল্লেখ যোগ্য মনে করি। এক দিন তাঁহার বাটীতে আগত কয়েকটি সহাধ্যায়ীর সহিত তাঁহার এই কথোপকথন হইতেছিল। একটি বালক তাঁহাকে বলিয়াছিল, "তোমার ভাবনা কি ? তুমি বড় লোক, বাপের এক ছেলে। আমাদের পাশ না

হলেই মুস্কিল। তোমার বাপের অনেক টাকা আছে, তোমাকেত আমাদের মত পাশ করে রোজকার করতে হবে না।" ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "অমন কথা বলছ কেন ভাই! টাকা থাকলেই কি কেউ বড় লোক হয়? যার বিদ্যা নাই, ধর্ম্ম নাই, সে ত পশুর সমান। তুমি কি কথা বলছ? ধন প্রিয় হতে পারে, কিন্তু ত শ্রেয়ঃ নয়। আমি যদি বিদ্যা শিখে ধন উপার্জ্জন করে, পরের উপকার না করতে পারি, দুঃখ দূর না করতে পারি, আমার মনুষ্যত্ব কি?" ইহা শুনিয়া বালকটি আর কোন কথা কহে নাই।

টেষ্ট পরীক্ষার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে এবং তাহাতে আরও সন্তোষজনক ফল লাভ করিবার জন্য নির্ম্মলেন্দু আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সহসা অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়ে এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া যে কিরূপ নৈরাশ্যজনক তাহা পরীক্ষার্থী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বলিতে কি, এই পীড়া হওয়াতে নির্ম্মলেন্দুর দেহের এবং মনের যাতনা উভয়ই সমান হইয়াছিল। যাহা হউক তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহাদিগের যশিদীস্থ উদ্যান-বাটীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে গিয়া তাঁহার

শরীরের, যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল, এবং তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যশিদী হইতে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক ভাব প্রকাশ পায়। তাহাদের একটি হইতে কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"It is very pleasant here. and I like this place much for its rural scenery. I love to see the trees, the flowers, the beautiful azure sky decked with some silvery clouds here and there, and all that is of Nature. I think I shall be able to regain my lost strength and vigour here. The natural charm of this place has a most invigourating influence. The western horizon is bounded by a long range of hills. Thin clouds touched with a light golden hue in the fading rays of the sun encircle their lofty heads. In the east green meadows, stretching on and on towards the horizon, have merged into the infinite sky. In a word all is charming here.

"As to my studies, you know that I have not touched a single School book during my illness, and I do not hope to begin studies before

a week. You can well guess how miserable my result is to be in the Matric. I shall go to Calcutta with only three or four weeks to prepare for the Exam. while others have employed the whole time in preparing, and by close study turned every precious moment into account.

"I am glad you are reading with......Hope you would be benefitted.

"I am never worthy of being your Mechanics teacher. on the other hand I should feel proud to call myself a fellow student of......Well, old chap, you will be suprised to hear that I have read 203 pages of "The Channings." I can not help liking Mrs. Henry Wood's style of writing. It is a delightful book, I must admit and full of morals."

কিন্তু এই বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া দুর্ভাগ্যক্রমে এক মহাগোল বাধিয়াছিল। মার্চ্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হইবার কথা, এবং পরীক্ষাও রীতিমত সেই মাসে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষে প্রকাশ পাইল যে, পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রশ্নপত্রগুলি কেহ চুরি করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এই নিমিত্ত পরীক্ষা গৃহীত হইয়াও বাতিল হইয়া গেল। এই পরীক্ষাবিভ্রাটে বঙ্গদেশে এই বৎসরে সহস্র সহস্র

নিরপরাধ পরীক্ষার্থীর যে কি ভয়ানক কষ্ট ও দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ঘোষণা করিলেন, দুই মাস পরে পুনরায় পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার পরীক্ষা আরম্ভ হইতেই দেখা গেল যে, আবার সেই ব্যাপার ঘটিয়াছে; আবার প্রশ্নপত্রগুলি অপহৃত হইয়াছে। পুনরায় পরীক্ষা বাতিল হইয়া গেল, এবং পরীক্ষার্থি-বর্গকে তৃতীয় বার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু এপ্রেল মাসে নির্ম্মলেন্দু আবার কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহার আর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু সুখের বিষয় যে, পরীক্ষার সময় পিছাইয়া গিয়া আগষ্ট মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইবার দিন ধার্য্য হইল। নির্ম্মলেন্দু ভগবৎকৃপায় মে মাসের শেষাশেষি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহার পিতার সহিত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুনর্ব্বার যশিদী গমন করিলেন, এবং জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করিয়া শরীরে কতকটা বল প্রাপ্ত হইলেন, এবং জুলাই মাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরীক্ষার জন্য পাঠে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি এই বার যশিদীতে অবস্থান কালে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাবিভ্রাট এবং তাঁহার পীড়ার জন্য দুঃখিত হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে মনোভাব প্রকাশ করিয়া যে পত্রসকল লিখিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি হইতে আমরা নিম্নে কতক অংশ প্রদান করিলাম।

To * * *

"I trust the dread of Examination is upon you all. But how strange that I am quite indifferent to it, and I am quite comfortable, as if there had been no Exam ! I am surprised to see how neglectful I have become to my studies since late. That is because I am shut out from the outer world I am staying here like Alexander Selkirk However I am glad that there is no one here to trouble me by drumming into my ear—'The Examination is at hand !'"

To * * *

"I owe you a thousand apologies for not having written to you ere this Your letter was like a warning bell to me and your words—'The Examination is near—nay at the very door !' awoke me up, I must say, from my sleep. Never had I thought before how near was the Examination till your letter arrived. So I must be up and doing preparing for the Examination, but I fear my preparation would be the worst in comparison with others. The best preparation I can guess is that of......I know

my result in the Matric will not be quite up to expectation. I know I shall have to suffer great humiliation. I hope you would take up my cause and tell them what loss I have suffered through my illness.

"You say that you are minus progressing, I think, in Mathematics But I am glad to see you are improving in English ; your letter tells me so. Your style is getting better though there are a few defects. You must not use 'at the least' in the sentence, 'I am not offended at the least.' 'At the least' means to count the least value ; and it can be used in such sentences as, 'He earns 5 Rupees at the least.' But as you meant 'একটুও,' it should be 'in the least.' 'At the least' stands for 'অন্ততঃ' ।

"Now I must bid you goodbye." I have written enough. I hope to be back to Calcutta by the 23rd of this month. Hope to meet you after that."

To * * *

"What an extraordinary affair about the Matriculation Examination ! What a curse is

upon us! The authorities know only how to cancel the Examinations; but they do not know what a great loss of energy it means. If I now have to appear in any Examination, I would simply die. I care a fig for scholarship. For any sake let this nonsense stop; I am awfully exhausted. To speak the truth, last evening I went to bed at 8-30 P. M. and woke at 7 A. M. If there is another (re)[2] Examination I fear the questions will be more difficult. How would you like me to appear with you in 1918? Would it not be funny? Then I think we would not be at all surprised to be beaten down by masters ..... Such is the irony of Fate!

"The Matriculation Examination is no doubt a farce! But what a great farce that needs two rehearsals and whose stage-costs are over fifty thousands! You need not request me to read the Paper, as I have read every edition of it, that contains something sweet for the University. The Editor is too bad."

যাহা হউক আগষ্ট মাসে নির্দ্দিষ্টকালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এবার আর কোন

বিভ্রাট ঘটিল না। পরীক্ষার পরে পরীক্ষার্থিগণ ফলের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দুই মাস কাল বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে নির্ম্মলেন্দুর মনে যে কিরূপ উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই; পরীক্ষার্থী মাত্রেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। অবশেষে ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আশানুরূপ অতি উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। এ দিকে তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠীদিগের মধ্যে কাহারও ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল। তাঁহার আশানুযায়ী অতি উচ্চ স্থান অধিকৃত না হওয়ায়, একটি সহপাঠী তাঁহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "Your merit is not rewarded, that's very true, but my friend, rest assured that true merit is sure to be rewarded in the long run." অপর একটি সহপাঠী তাঁহার ন্যায় সহানুভূতি পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "It is true......beat you down at the Matric, but it is also true that you beat him down in the Test and in many other Examinations. You should try to beat him down in future again. It depends on luck. Examination is nothing but chance."

পূর্ব্বে যে সকল ছাত্রের সহিত তিনি সমকক্ষভাবে প্রতিযোগিতা করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং অনেক সময়ে যাহাদিগকে পরীক্ষায় পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং যাহারা প্রায়ই

নানা বিষয়ে তাঁহার নিকটে শিক্ষায় সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহাদের নিম্নে স্বীয় আসন দেখিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাধু বালক জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দর্শন করিতে শিখিয়াছিলেন; সুতরাং কোন দুর্ঘটনায় তাঁহার মনের চাঞ্চল্য অত্যধিক বা স্থায়ী হইত না, এবারেও হইল না। "ঈশ্বর যাহা করেন তাহা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য," এই শাস্ত্রীয় বচন তিনি ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনায়াসে আপন মনকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে এমন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে নির্ম্মলেন্দুর মনের ক্ষোভ অনেকটা বিদূরিত হইয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যাহারা বৃত্তি পাইয়াছিল, তাহাদিগের তালিকার মধ্যে প্রথমে তাঁহার নাম ছিল না; কিন্তু এই তালিকা বাহির হইবার কিছু কাল পরে প্রকাশ পাইল যে, তিনি একটি বৃত্তির যোগ্য হইয়াছেন, মাত্র ভ্রমক্রমে তাঁহার নাম তালিকায় সন্নিবেশিত হয় নাই। এই অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যে কতকটা আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই আনন্দ তাঁহার নিজের যতটা না হউক, তাহার অপেক্ষা তাঁহার স্নেহময় পিতার অধিক হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশেষ আশা করিয়াছিলেন, যে তিনি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। তিনি

বৃত্তি পাওয়াতে তাঁহাদিগের সেই আশা কতকটা সফল হইয়াছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল প্রথম প্রকাশিত হইলে, নির্ম্মলেন্দু' মর্ম্মাহত হইলেও, তিনি কেমন ঈশ্বরের বিধান ভক্তিসহ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঐ সময়ে তাঁহার নিম্নলিখিত একটি পত্রে উত্তমরূপে ব্যক্ত হইতেছে .

"You no doubt brought a most unpleasant news ; but what you have done is in no way reprovable. It is not for you to be blamed, but my own unfortunate lot. Some days and after I would have come to know the sad truth ; your disclosure making only a difference of a few days. You have certainly not taken away my peace of mind. I was at first a bit upset with the news ; but now I have overcome the shock and am master of myself. I must be contented with what God has given me. Do not think that God has overlooked this slaughter. If, even in spite of His knowledge of this matter, He has allowed this to happen, then it should be known that this is His divine will to which I must reverently bow my head. He has given

me neither more nor less than what I deserved on this occasion It is sheer folly to rebel against the dictates of Fate. So do not think much about my misery—I have been used to such."

এখানে নির্ম্মলেন্দু যাহা তাঁহার একটি ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠকেরা অবগত হইবেন, তিনি কি উচ্চ উপাদানে নির্ম্মিত ছিলেন। "My opinion of success is the self-complacency that follows the consciousness of having performed one's work faithfully." কি সাধু ভাব! শান্তাত্মার শান্তির কারণ তাঁহার অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে। এক কবি লিখিয়াছেন .

"আত্মিক হৃদয়—শান্তি-
নিকেতন, সুখময়। তাই যদি, ওরে,
হৃদয়-কক্ষেতে তব না ভেট শান্তিরে,
বাহিরে কোথাও নাহি ভেটিবে তাহারে।"

Ruskin সত্য বলিয়াছেন,—'We treat God with irreverence by banishing Him from our thoughts, by not referring to His will on our slight occasions.''

স্কুলে অপূর্ব্ব চিত্র

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান্ হেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥

বাঞ্ছিত তোমার দয়া ?—হও দয়াবান্ ;
তুমি কি যাচিছ শান্তি ?—হও শান্তিমান্ ।
আপনা হইতে তুমি যাহা কর দান,
তাহা ফিরে পাও—বিশ্ব তব প্রতিমান।

Trinapunja.

Die when I may, I want it said of me, by those who knew me best, that I always plucked a thistle and planted a flower when I thought a flower would grow.

Abraham Lincoln.

Life is a mission ; any other definition life is false. Religion, Science, Philosophy though still at variance upon many points, all agree in this, that every existence is an aim.

Mazzini.

Who seeks for heaven alone to save his soul,
May keep the path, but will not reach the goal ;
While he who walks in love may wander far,
Yet God will bring him where the blessed are.

H. Van Dyke.

নির্ম্মলেন্দুর পিতামহের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

স্কুলে অপূর্ব্ব চিত্র

স্কুলে অধ্যয়নকালে নির্ম্মলেন্দু কেবল তাঁহার প্রতিভা ও সদ্‌গুণরাজির জন্য একটি আদর্শ বালক ছিলেন, তাহা বলিলেই তাঁহার যথোপযুক্ত পরিচয় প্রদান করা হয় না। যদিও তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবান্ বালকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, তথাপি তাঁহার অসাধারণ সাধু চরিত্র দর্শন করিয়াই অনেকে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহার রচিত পত্র-প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অল্প বয়সেই তিনি সাহিত্য ও গণিতাদিতে সমধিক জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয় যে, তাঁহার মেধাবিতা অপেক্ষা হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যেই তিনি অধিকতর সুশোভন ছিলেন। শৈশব বয়সে আমরা তাঁহার যে অপূর্ব্ব সাধু হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে আরও সমুচ্চে স্থাপন করিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, একটি বালকের মধ্যেও যে কতটা মাহাত্ম্যময় হৃদয় লুক্কায়িত থাকিতে পারে, যেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই বিধাতা তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার অভ্যন্তরস্থ অপূর্ব্ব প্রেম, সহানুভূতি, ধৈর্য্য ক্ষমাশীলতা, উদারতা, স্বার্থশূন্যতা ইত্যাদির উৎস জীবনের শেষ পর্য্যন্ত

সমভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং, তাহায় প্রভাবিত হইয়া তাঁহার সহপাঠিবর্গের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে উন্নত ও উপকৃত মনে করিয়াছিল। আমরা নিম্নে তাঁহার স্কুলজীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

নির্ম্মলেন্দু খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহার সহপাঠিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রথমাবধি অবারিত ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত। আবার যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানা বিষয়ে পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদিগের এই ধর্ম্মবিদ্বেষ আবার ঘোর অসূয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি তাহাদিগের ব্যবহার এত কঠোর ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছিল যে, এক দিন কতকগুলি হিংসাপরবশ বালক সঙ্কল্প করিয়াছিল, নির্ম্মলেন্দু যেমন স্কুল হইতে বাহির হইবেন, অমনি তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিবে। শান্তদান্তস্বভাব নির্ম্মলেন্দু এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইহাতে বিন্দুমাত্রও ভীত হন নাই। সেই দিন স্কুলের ছুটী হইবার পরে তিনি ঐ মন্দমতি বালকবর্গের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত, অথচ অতি দীনভাবে, বলিয়াছিলেন, "আমার ভাইয়েরা, তোমরা আমাকে মারিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ; তোমরা অনেক আমি একা, তোমরা বলবান্ আমি দুর্ব্বল, তোমরা আমাকে মারিতে পার; কিন্তু জানিও আমি তোমাদের হস্তে প্রহৃত হইলে আমার প্রভুরই

গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ হইবে।” বালক নির্ম্মলেন্দুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা বজ্রাহতের ন্যায় হইয়াছিল; তাহাদিগের অন্তরাত্মা যেন একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তাহাদিগের রোষকষায়িত লোচন স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিবে বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহাদিগের সেই সঙ্কল্প তাঁহার স্নেহ-কোমল ব্যবহারে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া ধীরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, সেই দিবসাবধি নির্ম্মলেন্দুর ঐ সহপাঠিবর্গ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহার প্রতি নিষ্কপট স্নেহ ও সৌহৃদ্যের পরিচয় প্রদান করিত।

আমরা অনেক স্থলে পাঠ করিয়াছি এবং শুনিয়াছি, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বিপদে পড়িয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাস্যের জন্য হত বা আহত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন। ঈদৃশ ঘটনা মানবের ইতিহাসে নূতন নহে। কিন্তু আমাদিগের পাঠকবর্গ বালক নির্ম্মলেন্দুর আক্রমণেচ্ছু সহপাঠিবর্গের প্রতি উক্ত বচনগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনি চরিত্রের কি অপূর্ব্ব উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, তিনি একথা বলেন নাই যে, তাহারা যদি তাঁহাকে মারে, তাহা হইলে, তিনি খ্রীষ্টের দাস বলিয়া,

আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে মারে, তাহা হইলে তাঁহার প্রভুরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে। তাঁহার এই উক্তির দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, তিনি আপনাকে এমন শূন্য করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টের সহিত এমন অনন্যত্বজ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জন্য অন্যায়রূপে প্রহৃত হইলে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রিয়তম প্রভুরই গৌরব প্রকাশিত হইবে, মনে করিবেন। সরল ভক্ত বালক নির্ম্মলেন্দুর ঈদৃশ আত্মহীনতার দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই অসাধারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

জনৈক ধর্ম্মাচার্য্য যিনি নির্ম্মলেন্দুকে উত্তমরূপে জানিতেন, তিনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে, তিনি মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতেন, অপরাহ্ণে বিদ্যালয়ের অবকাশের পরে, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের এক কোণে, বড় রাস্তার ধারে নির্ম্মলেন্দু মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কতিপয় বালক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নির্ম্মলেন্দুকে বেষ্টনকারী বালক বন্ধুদিগের ভাব দেখিয়া মনে হইত, তাহারা যেন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। নির্ম্মলেন্দুর বাটী কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার হইতে কিছু দূরে দক্ষিণে, সীমলা ষ্ট্রীটে, এবং তাঁহার বিদ্যালয়টি উক্ত স্কোয়ার হইতে কিছু দূরে উত্তরে। তাঁহার চরিত্রে আসক্ত সহপাঠিবর্গের গৃহ তাহাদিগের স্কুল হইতে দূরে উত্তরে হইলেও তাহারা দক্ষিণে বিপরীত দিকে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্কোয়ারের শেষ পর্য্যন্ত

আসিত এবং অনেকক্ষণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিত এবং তাঁহাকে যেন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। কিছু দিন পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে প্রহার ও অপমান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, আজ তাহারা তাঁহার প্রেমমধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহে না, ইহা কি অত্যন্ত বিচিত্র নহে? আমরা শুনিয়াছি যে, নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যুর পরে স্মৃতিসভায় ইহারা তাঁহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোকবিহ্বল হইয়াছিল। ইহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নির্ম্মলেন্দু সদাচারের দ্বারা দুরাচারকে পরাজয় করিয়া স্বীয় জীবনে খৃষ্টীয় বচনের সফলতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহাপেক্ষা তাঁহার বিজয়ী প্রেমের আর কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

যাঁহারা খৃষ্টের অমৃত উপদেশমধ্যে "মন্দের প্রতিরোধ করিও না" উক্তির যৌক্তিকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলেন যে, কার্য্যকারী জীবনে ইহা হীনমূল্য ও অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং তাহা অপালনীয়; তাঁহারা বালক নির্ম্মলেন্দুর জীবনের, প্রেমের দ্বারা মন্দের উপরে বিজয় লাভ করিবার, এই ঘটনাটি বিবেচনা করিলে তাহার যৌক্তিকতায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারিবেন, অনুমিত হয়। প্রকৃতই সাধু লোকের চতুষ্পার্শ্বে সাধু ব্যক্তিবর্গ থাকিলে তাঁহার সাধুতা যেমন সমাদৃত হয়, তদ্রূপ এই ঘটনা দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, সাধুতা তাহার চতুষ্পার্শ্বের অসাধুদিগকেও সাধুতে পরিণত করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি যে, আমাদিগকে আর একটি সত্যের অভিজ্ঞান প্রদান করে, তাহা এই,—সাধু আত্মা মানবজীবনে ঈশ্বরোদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। ইহা যে কেবল স্বয়ং সৎকার্য্য সম্পাদন করে, তাহা নহে, ইহা অপরেও উত্তমতার উদ্ভাবয়িতা হয়। ইহা দুষ্টের অন্তরে উত্তম ভাবের উদ্রেক করিয়া মন্দ সমস্যার সমাধান করে। জগতে এমন কেহই নাই যে উত্তমের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই জগতের কর্ত্তা একটি নৈতিক পুরুষ, তাঁহার বিধানে সাধুতা কখন বৈফল্যে পর্য্যবসিত হয় না; সত্তা কখন স্মৃতি হইতে একেবারে উৎপাটিত হয় না, হৃদয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে না, উত্তম ফলোৎপাদন করে, শীঘ্র বা বিলম্বে।

আমরা কতকগুলি বালককে নির্ম্মলেন্দুর প্রতি প্রথমে অসদ্ব্যবহার করিতে, এবং তাহার পরে তাহাদিগকেই তাঁহাকে স্নেহাদরে সম্বর্দ্ধন, করিতে দেখিলাম। ইহাতে প্রশ্ন হইতেছে, যিনি সৎ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র সমাদৃত হন না কেন? আমাদের ইহা অনুভূয়মান হয় যে, কেবল বাচনিক সত্য, যাহা সকলেই শুনিয়া থাকে ও মানে, তাহা কাহারও জীবনকে উৎকর্ষে উত্থাপিত করিতে পারে না। ক্ষমা, ত্যাগ, মৃদুতা পবিত্রতাদি গুণ সকলেই উত্তম বলিয়া শুনিয়াছে, কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ আমাদের দ্বারা কোন জীবিত ব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি সম্ভবপর হয় না। কোন মনঃকল্পিত বা abstract সত্য আমাদের অপূর্ণতা প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু কোন ধার্ম্মিকের জীবনে তাহা

আধৃত দেখিয়াই আমরা তাহা অধিগম করিতে আকাঙ্ক্ষী হই। সত্যের উপলব্ধির জন্য জীবদৃষ্টান্তের ন্যায় অন্য কিছু শক্তিমান্ নাই বলিয়াই খৃষ্টের মানবত্ব পরিগ্রহ আবশ্যক হইয়াছিল। গুণ এবং গুণীর পার্থক্য ঠিক যেমন শরীর এবং প্রাণের। মনুষ্য কেবল স্বীয় অভিজ্ঞতাতেই কোন কিছুর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে, এবং তাহা ব্যতীত সরলাভিসন্ধ হইলেও তাহার মন পরিবর্ত্তিত হয় না। মানব-প্রকৃতিতে এমন একটি স্বভাবজ আত্মসংজ্ঞা বা intuitive sense আছে যে, তাহা নানা বিরোধি সত্ত্বেও আত্মিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া থাকে। নির্ম্মলেন্দুর অপ্রত্যাশিত সদ্ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় আসিয়াই প্রতিকূল ভাবাশ্রিত বালকেরা পরে তাঁহাকে স্নেহাদর করিতে বাধিত হইয়াছিল। এই ঘটনার আলোচনায় আমাদের যে আর একটি জ্ঞান জন্মে তাহা এই, বিশ্ববস্তুদের আন্তর প্রকৃতি ও গতি মন্দের বিরুদ্ধ; জগৎ মন্দের বিজয়ভূমিরূপে সৃষ্ট হয় নাই; তাই সেখানে যাহা মন্দ, যাহা সত্য ও নৈতিকতার প্রতিকূল তাহা শেষে উচ্ছিন্ন হইবে।

তাই এই হিংসা ও কাপট্যপ্রভাবিত জগতেও যে, এক দিন সদ্‌গুণের সমাদর অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয়। যেমন স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের বিকাশ কেহ অবরোধ করিতে পারে না, তদ্রূপ ষ্টেফানসের চরিত্রসৌন্দর্য্য কেহই কখন ম্লান করিতে পারে নাই, বরং তাহার গৌরব ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরে আমরা দেখিতে

পাই, একটি হিন্দু বালক তাঁহার অপূর্ব্ব গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিল, "নির্ম্মল, তুমি সত্যই নির্ম্মল। আমার বড় সাধ যে তোমার সংস্পর্শে আমার কালিমা ধৌত হয়ে যায়, সত্যের পুণ্য জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠে।" বাস্তবিক এই তাদাত্ম্যময় বালকের দ্বারা খ্রীষ্ট তাঁহার মহাগৌরব হিন্দু বালকমণ্ডলীতে প্রকাশ হইতে দিয়াছিলেন। কোন খ্রীষ্টিয়ান বালকের ইহার অপেক্ষা আর কিছু অধিক গৌরবের হইতে পারে না। কোন কবি লিখিয়াছেন .

"In the long run all love is paid by love,
 Though undervalued by the hosts of earth ;
The great eternal Government above
 Keeps strict account and will redeem its worth.
Give thy love freely, do not count the cost ;
 So beautiful a thing was never lost
 In the long run."

নির্ম্মলেন্দুর আন্তর প্রেম ও সহিষ্ণুতা অসাধারণ ছিল বলিয়া তিনি অত্যাচারীর প্রতিশোধ লইতে জানিতেন না। তাঁহার অন্যধর্ম্মী সহপাঠীদিগের মধ্যে যখন কেহ কেহ তাঁহার ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া তাঁহার সরল ও কোমল হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করিত, তখন স্বীয় উপাস্য দেবতার নিন্দা শ্রবণ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণ বালকের প্রাণ একেবারে কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, তিনি তথাপি কখনও তাঁহার ধর্ম্মনিন্দক-দিগের প্রতি ক্রোধভাব পোষণ করিতেন না—তিনি কেবল

নির্জ্জনে তাঁহার অসহ্য বেদনা বহন করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে শক্তি প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার কটুবাচী, নির্ম্মম-হৃদয় সহপাঠীদিগের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়া শান্তি অনুভব করিতেন।

তাঁহার ষ্টেফানস পুণ্য নাম ধারণ করা যে সার্থক হইয়াছিল, আমরা তাহার জ্বলৎ প্রমাণ তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্র হইতে প্রাপ্ত হই। আমরা নিম্নে সেই পত্রটির কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

To * * *

"Now to come to the most important part of my letter. You have written to me requesting not to stop writing or take offence at your words. There can be nothing at all, about religion which will make me stop writing to you or to take offence at your words. You may say anything you like,—what am I? I am no one—but I have only come into this world to do the duty imposed on me by my God. I shall only fulfil the mission, with which I am sent here—I have no right to be enraged at any one for anything said about my religion,—What you have written is nothing in comparison with what once ····told me. I can not tell you what

blasphemous words he had uttered concerning my religion and my Lord. Still you see, I am not angry with him; for I know anger can be of no avail, where love can only win the soul. Anger will ruin my cause. I have suffered great persecution at class for being a Christian, but I am not the least sorry for it. It is the highest glory for me to suffer for my Lord. So you see I can not be angry with you,—nor can I force you to admit that you are defeated, nor can I invite you to attend our Church. It is not my aim to 'take the citadel by storm.' If I can ever succeed in winning any one's faith, it shall be by love—love for God and for man. It is no use admitting to be defeated, nor consenting to attend Church. But Christ asks you for your soul—Are you ready to give it to Him? He is knocking at the door of your heart—Are you willing to let Him enter?

"You have asked me—'Do you not like the pictures and statues of Jesus?'—Let me say, I do not like them; they can not at all represent Him fully. Even if I had liked them, I would

not have worshipped them. You have said, 'If these earthen or wooden idols can not represent God, how can Christ made of the same elements represent Him?' Let me explain to you that there was more in Christ than the elements that formed His body. There was the spirit. If His had been a destructible body only, He could not have risen from the dead on the third day, not in material body, but in spirit; and He could not have departed on the fortieth day to heaven, in sight of His disciples, in a form luminous and burning like the sun—in a form more divine than human. Moreover, I admit, that God can assume any form He likes, but spirit must be there. The question is whether God had taken the form of the table or the chair etc. The absurdity is that how can God embody Himself in a mass of lifeless matter, shaped according to our own fancy and from which you can not draw a drop of mercy, even if you dash your head againt its feet.

"You have written, 'We love to worship the image of the incarnation of Gcd in different

ages' Yes, we have incarnations without number in India undoubtedly. But it is just their numbers that is the difficulty, and it is this which prevents them, however beautiful they may be, from being of true religious value. It is a noble thought that God incarnates Himself over and over again and whenever iniquity abounds and oppression triumphs. But it is not a thought which gives the highest value to the historical. If we are to give religious value to the historical, we must be able to find purpose in history. Surely God had some purpose in incarnating Himself. God we know is all powerful and can do any thing He likes ; but how then can such a person repeat the same thing over and over again ? This is only the characteristic of children at play building and breaking, who have no seriousness at all. But God, who is really serious about the importance of life, can not surely play such child's pranks with us. Krishna, in his Gita, says, 'Whenever there is a decay of the law and an ascendency of lawlessness

I cıeate myself, for the protection of the good and the destruction of evildoers and for the establshment of law I am born age after age.' This no doubt seems very sweet at first sight, but let us consider the soundness of this law. If a second incarnation be required after the first, it shows that the first incarnation of God had been imperfect, so that a more perfect incarnation was required. It is quite ridiculous to think that God could be imperfect in His ways and play such pranks in his method of redemption or salvation of men.

"Now as you have admitted Christ to be, 'a great man,' you will have to admit more. Let me show you something unique in Him. Now any mere teacher would not have prepared his disciples' mind for the calamity of his death, but would have told them that this was of no consequence. so long as his teaching remained. Thus they would not have been disheartened and utterly at a loss when the calamity came upon them. They would have stiffled their natural sorrow by the thought, at least, they possessed

the teaching of the master and could make that teaching more widely known. But what do you find here? Christ never gave His disciples any warning of this kind. Throughout His life He taught them to look upon Himself, and not upon His teaching as the centre of their faith. 'I am the way, the truth and the life.' 'He that hath seen me hath seen the Father,' 'Come unto me' etc., these are all directed towards His own personality. Again when little by little, and as they were able to bear it, He revealed to them the sad prospect of His approaching death. He did not comfort them in the way I have indicated above, rather He told them and showed in historical manifestation that His personality would be forever eternal, central, that He would be with them even unto the end of the world. 'I am with you always, even unto the end of the world,' this, and the saying of God in the old Testament, 'I am the Lord, I change not' are identical and declare Christ to be God, and so He commanded the people to come to Him and not to His religion or doctrines.'

নির্ম্মলেন্দু কেমন মনোহারিণী সরলতা অথচ শক্তিময়ী যুক্তির সহিত তাঁহার হিন্দুসহপাঠিবর্গের নিকটে খৃষ্টধর্ম্মের গূঢ় তথ্য ও ভক্তের মধুর আশা উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহার অন্যতম নিদর্শন আমরা তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র হইতে প্রাপ্ত হই।

To * * *

"What you say is so far right that children are we all of the one Omnipotent Father. As long as you keep the sense 'God' in the word, you may say, ঈশ্বর, আল্লা, Abba, Jehovah, Jove, Jeus, Deus or Gott etc. But you must not call Him by the name of a mere personage in a myth nor represent Him by a limited, created, destruct-tible lump of flesh. I do not like to argue with you, but in my own opinion if there be no Christ there can be no God. We may all believe in one Almighty God; there is no harm in it. But, in my humble opinion, I can never approach God without the medium of Christ. If I did not believe in Christ as God, how could I, a sinner, expect salvation from a Holy, Unknown and Unapproachable God? How could my unpardonable sins be forgiven,

unless I looked up to the sinner's dying Friend, hanging on the cross, for mercy ? Christ is the only perfect Incarnation of God, if there be any at all. Imagine the Son of God, dying in agony on the cross, the life blood flowing down His sides—all these for whom ? For a sinner—a sinner like me ! Could the hardest of sinners once look up to the dying Saviour and listen to Him, saying. 'Son I love thee, I die for thee,' without his heart being broken?—No, his heart would break to see his loving Saviour on the cross. If I am to believe in any thing, I should believe this one and the most important thing, that Christ loves a sinner like me and forgives my sins. No, without this hopeful thought, I could never live, never believe in any God nor believe in any of His virtues—love, mercy or justice. Could you refuse to accept the salvation given gratis by the loving Saviour, who has suffered for you, bled for you—nay died for you, on a cross ? And my friend, what would, happen to me, if I refused it ? Oh, if ever I refused the salvation given free to me, what

would happen to me—a sinner? Nay, if I did disbelieve in such a hopeful thought, there would be nothing left for me in this world but dreariness and despair!

"No, I can not conceive God without first worshipping the One who has revealed God to me, Who is truly worthy of the name, 'The Incarnation of God', if any must be called so. I would better die than adore a gorgeous but mute, heartless idol of earth.

"I have written to you all this in an emotion—প্রাণের আবেগে। Excuse me, if you find anything wrong in it You do not know how I love you; I can do nothing for you—I can only pray to God, that He may bring you to the light of Truth."

কি খ্রীষ্টভাবতা! কি অব্যভিচারিণী ভক্তি! বালক ষ্টেফানসের উপর্য্যুক্ত পত্রটি পাঠ করিয়া আমাদের মনে একটি প্রসিদ্ধ লেখকের উক্তি মনে পড়ে:

"With all truth's frankness I would be so tender,
Since highest honour is the end of scorn,
That hearts I seek to help may sense the fragrance

Before they feel the thorn.
With all love's fondness I would be so loyal,
Since purest passion is the end of fear,
That friends I win may learn from lips that love them
Hard truths they have to hear."

এক সময়ে নির্ম্মলেন্দুর এক জন বন্ধু তাঁহার নির্ম্মলেন্দু নামের প্রশংসা ও ষ্টেফানস নামের নিন্দাচ্ছলে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তরে স্বীয় ষ্টেফানস নামের পক্ষে যে সুন্দর পত্রটি লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্রের দ্বারা খৃষ্ট ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রাণের যে কি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা উজ্জলরূপে প্রতীয়মান হয়।

To * * *

"I call you by the name as you have requested me to do so, and let me also ask you to call me Stephen or Stephanos in future, as I have some reasons for being called so. I have observed that in your previous letters you have written thus,—'But no one can blame our Nirmal, every one speaks evil of Stephanos, but our Nirmal is beyond all this,' or something of this sort. I have marked

that whenever you say something good about me, you say 'Our Nirmal has such qualities etc,' but you safely omit Stephanos, and use this name, only when you say something evil about me or which has been said by any of my enemies. You are, however, quite sure that I do not possess two identities, but I am one man. Therefore I see you put all the blame on Stephanos and all the praise on Nirmal. I do not like to see my Christian name suffer thus. I, as Christian, am not afraid to introduce myself as 'Stephanos,' whatever faults you might have the kindness to place on 'Stephanos.'—So I ask you henceforth to call me by this name."

নির্ম্মলেন্দুর জীবনালেখ্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পরিলক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে কখন কখন বিস্মিত হইতে হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ক তর্কে তাঁহার প্রতি রূক্ষ ব্যবহার করিয়া তাঁহার মর্ম্মে ব্যথা দিত, তাহা হইলে ইহা আমাদের আশা করা স্বাভাবিক যে, সেই ব্যক্তিই পরে তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হইবে। কিন্তু নির্ম্মলেন্দু সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে, পরে তিনিই, যেন আপনাকে দোষী ভাবিয়া, তাহার নিকটে কেমন সরলান্তঃ-

করণের স্নেহে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। আবার আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সকলকেই যুক্তি তর্কের দ্বারা ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নহে, কারণ মানবহৃদয়ের পরিবর্ত্তন অনুতাপ ও প্রার্থনা ব্যতীত অন্য উপায়ে সম্ভবপর নহে। ইহার নিদর্শনে আমরা এখানে তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিত একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। এই পত্র হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহার ঈদৃশ বন্ধুর জন্য কেমন ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন।

To * * *

"As to your indifference of behaviour, let me ask you the cause of it. Have I committed any offence on account of which you have become so callous towards me? You do not seem to take the same interest in me, as you used to do before. What is the cause that has brought about this uneasiness between us? Have I offended you in any way by the discussions on religion? If it be so, tell me. Think not that it was my aim to condemn your religion and hurt your feeling. I know quite well that little can be done by talks and discussions; but one way there is—the most potent and silent way—that is prayer. Let me tell you my dear friend.

that I have always prayed for you to God, and will continue to do so for ever, because more things 'are wrought by prayer than human power can gain.' Laugh at me you may, but you will not be able to destroy in any way the fervency of my love for you. If I have prayed to God for you, I have done so in my love for you. If you find any cause for laughing in this, you may laugh as much as you like.' I am quite inexperienced in the complicacies of the would. I can not hide my feelings. I have given out my feelings to you. If I have done any rudeness, forgive me."

মহাত্মা Drummond সত্য বলিয়াছেন, "The test of religion, the final test of religion, is not righteousness but love. Not what I have done, not what I have believed, not what I have achieved, but how I have I discharged the common charities of life."

পাপ ক্ষমা সম্বন্ধে নির্ম্মলেন্দুর কেমন সূক্ষ্ম বোধ ছিল, তাঁহার জনৈক বন্ধু স্বীয় জীবনের পাপ ও দুর্ব্বলতার কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি তাঁহাকে কেমন তাঁহার পুনঃ পুনঃ স্নেহ-প্রবোধ-বচনে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পাপমার্জ্জনার

প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা এখানে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেও তাঁহার বান্ধব্য যে কি পবিত্র ও মধুর ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

To * * *

"My friend, there is none in this world who is not a sinner. Every one has taken some false steps, sometimes, in his life. But the question is, whether there has been repentance. I think you have read the 'Parable of the Prodigal son' in the Bible. Do you not believe it? Dear, have faith in God. If only you believe and believe firmly, that God in His mercy forgives sins, and He has forgiven you, know that from that time you are free from the anguish; you are again in the arms of the Merciful Father. You say that you are determined to do penance for your sins. My dear, it is an impertinence towards God to enter into such a task. For human beings like us how is it possible to do penance for all our sins? Determination to do penance is nothing but self-pride and obstinacy.

"Well, friend, there should be no place for pride in us, while dealing with God. It is an evil determination to think that 'I will not rest until I have done penance for all my sins'. It is nothing but a feeling of pride in a weak human being, to resolve not to partake of any happiness, until he has done penance, প্রায়শ্চিত্ত, for all his sins. Such a resolution is a great sin in the sight of God. Is it not a vain pride on the part of man to hold that he must reject all blessings from Cod until he has shown Him the fulfilment of his resolution? Any one who being mere man, harbours such a daring thought in his heart can never attain perfection, সিদ্ধি, the fulfilment of his wishes But my dear friend, if we humbly lay ourselves down at His feet and remain there, He will surely wipe away all our sins. There is no other resolve which is more fruitful of good than this. What power does a weak human being possess that he should determine to make penance for all his sins? It is ridiculous for him to make such an attempt.

My brother, you should desist from such a resolve."

"Next, to come to the point of friendship. How dare a sinner hate a fellow-brother like him? I think no man has the right to do so, when God, than whom there can be no higher, has promised to be the friend of a sinner. I can never cast you away—no never."

পণ্ডিত Emerson বলিয়াছেন,—"The sweetest voice is not in the orchestra, but in the human voice, when it speaks from its instant life-tones of tenderness, truth and courage." বাস্তবিক ষ্টেফানসের কথায় কি স্বর্গের পরম মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে!

নির্ম্মলেন্দু ঘটনাচক্রে ধনীর সন্তান, তাহার উপরে তিনি আবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, এই নিমিত্ত তাঁহার হিন্দু সহপাঠিবর্গ তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমে সন্দিগ্ধচিত্ত। তাহাদের যে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তিনি তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া এই সাধু বালকের চরিত্রের প্রাণভরে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

To * * *

"I am not cutting off any communication

with you. Just remember your last letter to me. What was the cause, you said, of .....'s indifference to me? Did not you say, that you and he being 'poor', do not like to be friends with a 'rich' man—and moreover I am a Christian? This letter of yours was as cruel as possible, and has hurt me to the vital parts of my being. Is it my fault that I am born in a well-to-do family? And is it on this reason only that I am to be severed from all friendship? If I am born in a well-to-do family, I am a human being also, I have the same feelings as you. If you, a human being, have friendship, I have also. Do not think that a person of a 'rich' family is not a human creature—is not possessed with the tender feelings of man. If you can love your friends, can I not love mine? Friendship has no connection whatever with circumstances. It is the union of heart and heart and not position to position If there be any gulf between you and me, can it not be bridged over by affection? As to our religious it has never struck me that I

should be unfriendly to a person on account of his Hinduism. He who was thought out this is the man who is of such opinion. A Christian should never behave unkindly with a Hindu or any man, if he must be faithful to his religion. Let me with sorrow declare to you rather, that it is the Hindu who perhaps is found to hate the Christian and not the Christian. It is he in whose mind such a thought has arisen, that Christians can not be friendly with Hindus, that hates the Christian. Pardon me if you find any rudeness in my letter. Well, after receiving such a letter I felt very bad."

কোন সময়ে ষ্টেফানসের একটি বন্ধু, তিনি ধনী বলিয়া, তাঁহার বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহার অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে তাঁহার চির-অটল স্নেহ বেদিত করিতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। "In course of our talk yesterday about the 'rich' retaining their friendship with the 'poor', in after life, you said to me 'কালেতেই পরীক্ষা হবে'। May Heaven hasten the day when you shall know whether I was a true friend or not." বাস্তবিক প্রকৃত ধনী হইয়াও

নির্ম্মলেন্দু যে তাঁহার অলৌকিক সরল প্রেম ও নম্রান্তঃকরণের জন্য বালককুলে ধন্য হইয়া, মনুষ্য ও দেবপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সরলমতি নির্ম্মলেন্দু তাঁহার বন্ধুদিগকে কেমন নিষ্কপট স্নেহে ভাল বাসিতেন, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয়। কোন একটি বন্ধু যে পূর্ব্বে তাঁহাকে পত্রে "Yours affectionately" বলিয়া লিখিত, সে অনবধানতা বশতঃ এক দিন তাঁহাকে "Yours sincerely" বলিয়া লেখাতে তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে, সে তাঁহাকে কৈফিয়তে লিখিয়াছিল: "So you were thinking that I was offended! It is just an instance of the affection you bear towards me! Well, old fellow, let me explain my conduct. I was awfully busy...... I could only dash those few lines to you in a hurry. This was the reason, friend, for my seemingly indifferent letters. Can I ever get indifferent to you? My book-shelf abounds in books presented by you. Whenever I unlock my drawer, the sight reminds me of you. Forever I shall try to be a true friend to you."

আদান প্রদানেই প্রেমের মাহাত্ম্য। আমরা দেখিতে পাই ইহার জন্যই মনুষ্যের নিকটে ঈশ্বর এক ভাবে

ভিখারী। ইসায়াহ ভাববাদীর দ্বারা ঈশ্বরের এই শোচনীয় দশাটি বেশ করুণ রসে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকেও, জগৎকে প্রাণাপেক্ষা প্রেম করিয়া তাহা হইতে প্রতিপ্রেম না পাইয়া, আমরা ক্ষোভ করিতে দেখিতে পাই। তাই নির্ম্মলেন্দুর এস্থলে ব্যথিত হওয়া অনৈসর্গিক হয় নাই। সারল্য ও অনুরাগ মানবচরিত্রের সুন্দর উপাদান। নির্ম্মলেন্দু ইহার জন্য অনেকের প্রিয় হইয়াছিলেন।

আমাদের আন্তরিক অনুরাগের দ্বারাই আমরা আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের প্রত্যেক মনোভাবের সহিত আত্মিক শক্তি জড়িত থাকে বলিয়া তদ্দ্বারা আমাদের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পন্ন হয়। আসক্ত আত্মা যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করে, পরে সে তাহাতে অধিগত হয়। কোন ব্যক্তি ইহজীবনে ধনের আকাঙ্ক্ষী ও চেষ্টান্বিত হইয়া ধন না লাভ করিয়া মরিতে পারে, কিন্তু সে যখন মরে, তাহার আত্মা ধনাসক্ত থাকিয়া যায়—আত্মার অপকর্ষ হয়। তাই আমরা সারল্য, স্নেহভাব, সত্তা, স্বত্বশূন্যতাদির অনুশীলন করিয়া ইহজীবনে বিফলকাম বা অনাদৃত হইলেও আমরা আমাদের ভাবী উৎকর্ষ সাধন করি।

বান্ধব্য সম্বন্ধে উচ্চলক্ষ্য নির্ম্মলেন্দু অতি পবিত্র স্বর্গীয় ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। বন্ধুদিগকে হৃদয়ের সরলতার সহিত অত্যন্ত স্নেহ করা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। তাঁহার বন্ধুত্বে কোন প্রকার ছলনা বা কপটতা ছিল না। ইহা এ জগতে যেমন সচরাচর

পরিদৃষ্ট হয় না, তেমনি মহামূল্য। বান্ধব্য সম্বন্ধে তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত ইংরাজি কবিতাটি তাঁহার পবিত্র বান্ধবের প্রকৃত চিত্র কেমন সুন্দররূপে অবভাসিত করিতেছে।

Sweet Friendship !—balm to woeful life,
That heals the wounds of earthly strife,
Dividing grief all hearts consoles,
Sharing with joy 'mongst friendly souls,
Thou in the time of help and need
Soothe drooping souls by act or deed.
Into the broken-hearted's ear
Breathe sentiments of hope and cheer.
Soul to soul thy vibrating chord
Speaks to man the wi h of the Lord,
"Love thy neighbour as thy own self,
With holy love, as I myself."
'Midst pain and woe, thou love divine,
The brightest rays will e'er outshine
Of purest, costliest earthly gem.
Let all say, "Friendship is a name,"
But I thy praises e'er shall sing
And my poor verse shall always cling
Like wreaths of laurels on thy brow,
To sing to men thy praises now.

In days to come thy fragrance sweet
Will float like off'rings to His feet,
Who sent thee, sweet, on earth to men
To suffer one for others' pain.

নির্ম্মলেন্দু জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে বালক বয়সেই কেমন গভীর জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জনৈক বন্ধুর পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে আর একটি বন্ধুকে তাঁহার লিখিত একটি সমবেদনাময় পত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি।

"A messenger of sad news is indeed your letter. You have given a most faithful description. I am really very sorry for poor ····· who is so unfortunate as to lose his father. It is a great calamity upon them, and we pray that God would help them in their distress. You as a friend should console him as best as you can. It is a dreadful loss to lose one's father—a dear and affectionate father. I have my heartfelt sympathy for the afflicted family. Just see how uncertain is this life of ours! A bubble risen on the ocean of life to return to it again! Indeed, you have observed a matter of the deepest importance to us in life. All the vainglories of life, the vanity

of man end there—there in a handful of dust! All the mysteries of life, all the essence of religion lies there in one spot, one scene—the greatest scene in the drama of life! The most inhuman of men once bends his head in reverence in the awe-inspiring presence of Death. Once for a moment he turns his thoughts towards the unsubstantiality of the world, to see the once vainglorious man mingle with the dust. There in the grim presence of Death we learn the first and the last lesson of the world—"Hollow, hollow, hollow all delight."

উপর্যুক্ত পত্রে কি মহাঘোরসত্য, এই বালকের মুখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে! হায়, তিনি যেন জাগত জীবনের অপদার্থতা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াই তথা হইতে দ্রুত পদে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলেন্দু কখন কাহারও সম্বন্ধে নিন্দা বা কটূক্তি শুনিতে ভাল বাসিতেন না; এমন কি যে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিত না বা তাঁহাকে মনস্তাপ দিত, আমরা তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিত একটি পত্র হইতে অবগত হই যে, তিনি তাহারও সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কঠিন কথা বা তাচ্ছিল্যকরণের প্রশ্রয় দিতেন না। আমরা যখন তাঁহার চরিত্রের এই গুণটি ভাবি, এবং তাহার সহিত দেখিতে পাই,

কত লোকে অপরের নিন্দায় বা খর্ব্বীকরণে আনন্দোপভোগ করেন, তখন আমরা তাঁহাকে অনেকের হইতে বিশেষিত করিতে বাধিত হই, এবং ভাবি এরূপ লোকেরা জানেন না তাঁহারা তাঁহাদের কত আত্মিক ক্ষতি করেন, যে' হেতু ওরূপ চিন্তা বা কথা চরিত্রের নির্ম্মাতা নহে, কিন্তু উপঘাতক।

যদি কেহ নির্ম্মলেন্দুর স্নেহের পরিবর্ত্তে নিম্মমতা প্রদর্শন করিত, তাঁহাকে ঘৃণা, হিংসা, অপমান বা আঘাতও করিত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তাহার জন্যও কখন কাহারও নিকটে অনুযোগ বা রোষ প্রকাশ করিতেন না বা প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি বলিতেন, "আমার যা' করা কর্ত্তব্য তা আমি করিব।" যদি কেহ বলিত, সে স্থলে তাঁহার কর্ত্তব্য অন্য প্রকারের ছিল, তাহা হইলে, তিনি উত্তর করিতেন, "ওতে খারাপ হবে, আমি বরং আরও ভাল ব্যবহার করিব, আমার উদ্দেশ্য লাভ হবে, সে ভাল হবে; প্রেমের উপরে আমার খুব বিশ্বাস—অন্ততঃ আমি দেখ্‌তে চাই।" ইহা বলিয়া তিনি দূষয়িতার মুখ বন্ধ করিতেন। প্রেমের এরূপ সনির্ব্বন্ধ ওকালতি কোথাও দেখা যায় নাই।

নির্ম্মলেন্দু কেবল যে দুর্ব্যবহারীর প্রতিশোধ লইতেন না ও তাঁহার নিকটে কেহ তাহাকে দোষ দিতে পারিত না তাহা নহে, তাঁহার প্রতি কাহার দুর্ব্যবহারের কথা কেহ না জানিতে পারিলেই তিনি সুখী হইতেন। যদি কোন সূত্রে কখন তাহা বাহির হইয়া পরিত, তাঁহার দ্বারা তাহা

লঘুকৃত হইত, যেন গ্রাহ্য করিবারই নহে। এই রূপে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার আন্তর মনুষ্যকে তিনি এত উচ্চগ্রামে সমুত্থিত করিয়াছিলেন যে, কোন কারণেই তিনি তাঁহার মাধুর্য্য হারাইতেন না বা স্নেহে বিচলিত হইতেন না।

নির্ম্মলেন্দুর অপরের দোষ সম্বন্ধে কি উদার ও মহীয়ান্ সিদ্ধান্ত ছিল, তাহা তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিত পত্রাংশ হইতে জানা যায়।

To * * *

"It is true that we should be alive to the faults of a person, and at the same time appreciate the good qualities he possesses. The very mention of a person's faults should not however bias our minds against him, but we should be careful lest we fall a victim to his faults. The spirit that finds pleasure in running others down is bad, in time it comes to look others down or hate them." সকলের সম্বন্ধে কি উত্তম অথচ সাবধান পরামর্শ!

বালক নির্ম্মলেন্দু যে চরিত্রের নানামুখ উৎকর্ষে বালক-মণ্ডলীতে যথার্থ আদর্শ ছিলেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লিখিত পূর্ব্বোক্ত কতিপয় পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশ আমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছে। আবার অপরদেরও দৃষ্টিতে যে তিনি তাহা ছিলেন, তাহার প্রমাণার্থে আমরা তাহাদের লিখিত কেবল দুইটি

পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। একটি বালক এক সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিল, "নির্ম্মল, তুমি সত্যই নির্ম্মল। আমার বড় সাধ যে, তোমার সংস্পর্শে আমার কালিমা ধৌত হয়ে যায়, সত্যের পুণ্য জ্যোতিতে আমার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে।" এই পত্রাংশ আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। আর একটি পত্র হইতে আমরা এখানে যাহা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে পাওয়া গিয়াছিল। পত্রলেখক লিখিতেছেন, "ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি নিজে খৃষ্টান হইলেও তাঁহার বন্ধুরা সবই হিন্দু। ষ্টেফেনের ভিতরে এমন কিছু অসামান্য জিনিষ ছিল, যাহা সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিয়া সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিত। তিনি এ পৃথিবীর জিনিষ ছিলেন না, কিছু দিনের জন্য একটা আদর্শের আবশ্যক হইয়াছিল। সে কার্য্য শেষ হইয়াছে; ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় সন্তানকে ধরণী হইতে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়াছেন।"

বাস্তবিক নির্ম্মলেন্দুর অন্তরাত্মার মধ্যে যে কি মধুর, কি সুন্দর প্রেমাদি গুণের উৎস নীরবে প্রবাহিত হইত, তাঁহার কতিপয় পত্র হইতে আমরা কতকটা অনুভব করিতে পারি। তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার পত্র গুলির পরে এই রূপ ব্যবহার হইবে।

নির্ম্মলেন্দু ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য পিতৃভক্ত বালক

পিতার অমৃত উপদেশ বাল্য হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া গিয়াছিলেন।

মাংসেতে সন্তান মোর, ঈশ্বরেতে ভাই,
সতীরথ সহযোগী, স্নেহের আধার,
আগু পিছু চলি যদি, পরীক্ষা সমান,
পথে অভিজ্ঞতা বেশি, শুন কথা মোর।

উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল,
জীবনে তোমার যেন নিয়তই হয়;
নিজ প্রতি সত্য হতে কি ভয় তোমার?—
যিনি অন্তর্য্যামী, তিনি জেন দয়াময়।

প্রার্থনায় যেন থাকে সমাহিত মতি—
দুরবল মানুষের অমিত সম্বল;
যে জানু পেতেছে তার প্রত্যবায় নাই,
প্রচ্ছন্ন দৈবত শক্তি করিবে মঙ্গল।

সৎপথ বিনা অন্য বিপদ-সঙ্কুল,
মঙ্গলের তরে তাই ধরে থাক তাহা;
যদিও দুর্গম হবে, চলিতে নির্জ্জন,
তবু শেষে সুখাবহ সৎপথ যাহা।

চরিত্র তোমার ধরে থাক উচ্চ করে—
তুমি ও চরিত্র জেন অভিন্ন জীবনে;

যত কিছু আছে কিম্বা হতে পারে তব
সর্ব্বোপরি বহুমূল্য জানিও সে ধনে।

চরিত্রের মহত্ত্ব যা অন্য কিছু নহে—
অবিচল উত্তমেতে আসক্তি থাকায়,
আর তথা মন্দ প্রতি ঘৃণা অবস্থানে,
সদা ন্যায্য সম্পাদনে—যা'হোক তাহায়।

সাফল্য জীবনে কারো আসে না দৈবাৎ—
যদিও দৈবত তাহা জানিও নিশ্চয় ;
সিদ্ধি শুধু সুকঠোর সাধনার ফল,
যে সাধে তাহারি হন দেবতা সহায়।

মনে রেখ এ জীবন বীজ-স্থলী এক,
উপ্ত হেথা অন্য স্থানে হেতু রোপিবার—
সে স্থানের তরে হ'ও প্রস্তুত এখন,
আজিকার ন্যায্য কার্য্যে যোগ্য হও তার।

ঈশ্বরের ভয়ে থাক নিয়ত জীবনে,
যাঁর জ্ঞাত তোমার ঐ গুপ্ত চিন্তা যত,
যিনি দ্রষ্টা তোমার ঐ কার্য্য সমুদয়,
যাঁর বিধি উল্লঙ্ঘনে বিপদ নিশ্চিত।

প্রেমের মহত্ত্ব যেন নিয়ত হৃদয়ে
সর্ব্বোপরি জাগরূক থাকে তব প্রাণে,

কভু হীন হলে তাহা জগতের পথে
তখনি স্মরিও, প্রিয়, খ্রীষ্টের জীবনে।

হিংসা বিষধরে হৃদি দি'ওনা পশিতে,
তার সম নাহি কোন জ্বালা নিদারুণ;
হিংসিলেও হিংসিও না, ভুলে যেও পরে;
জগতের পথে কর সতর্কে গমন।

জেন এ জগতে আছে দরিদ্র বিপন্ন;
ভোগে নহে, ত্যাগে ভোগ করিও জীবন।
পিতার আশ্রয় লয়ে বেঁচে যাবে বলে
আশ্রিত পালন করে করিও প্রস্থান।

Yea thro' life, death, through sorrow and thro'
sinning
He shall suffice me, for He hath sufficed :
Christ is the end, for Christ was the beginning,
Christ the beginning, for the end is Christ.

F. W. H. Myers.

কলেজে

The soul has no pillow so sweet or so soft on which to repose as a good conscience.

S. Gregory, The Great.

For the first requirement of religion is reality. Words that are not backed by deeds are not only of little value they are positively harmful.

H. T. Hodgkin

"জীবনের মূল্য নহে, কত আছে কা'র ?—
　　বরঞ্চ তাহার মূল্য কিবা তাহা হয় ;
সুখ লব্ধ নহে, হতে কত কার আছে—
　　বরঞ্চ অর্জ্জিত বস্তু কিবা তাহা হয় ।
মহাকার্য্য সম্পাদিতে ভাগ্যেতে সবার
　　শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ত করিতে
পারে সকলেই যাহা সুন্দর উত্তম—
　　প্রয়াস করহ তুমি তাহা সম্পাদিতে ।"

It is obvious that our first need is of light that we may be shown both what we are and what we ought to be. But that this revelation of what we ought to be may be perfectly convincing, it must come through a living person Abstract truth, valuable as it is, has never saved any one.

W. F. Halliday.
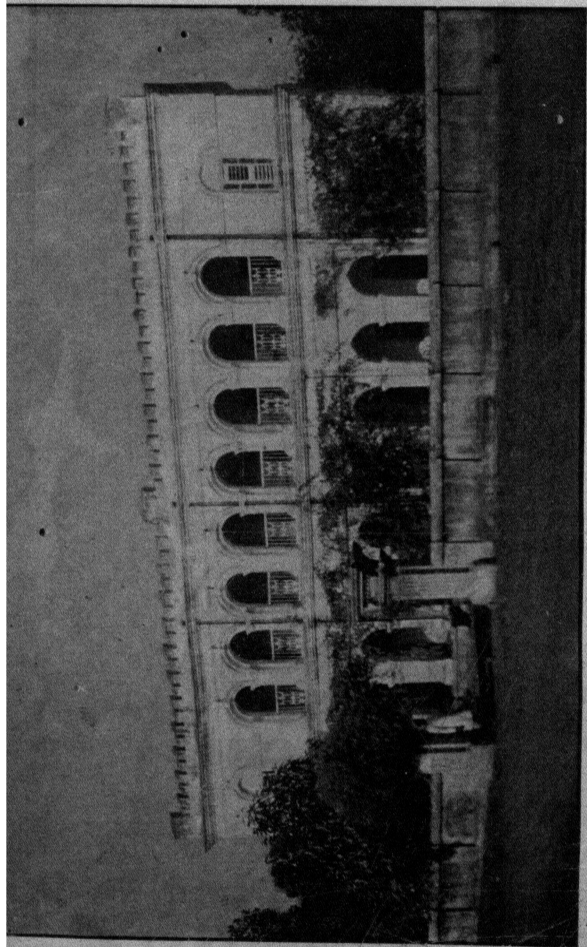
যশিদী উদ্যান-বাটী

কলেজে

ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পরে নির্ম্মলেন্দু কলেজে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজকাল ম্যাট্রিকিউলেশন প্রভৃতি পরীক্ষায় এত অধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হয় যে, বর্ত্তমান কলেজগুলিতে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলন হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ যে সকল কলেজের নাম ডাক অধিক, তথায় প্রবেশার্থীর এত ভিড় হয় যে, বিশেষ ভাগ্য ও সুপারিষের জোর না থাকিলে তথায় প্রবেশ করা সহজ হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্ম্মলেন্দু স্বীয় স্মরণশক্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতেই অধিক ভাল বাসিতেন। সেই জন্য ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি অপেক্ষা বিজ্ঞান চর্চ্চাই তাঁহার অধিকতর প্রিয় বিষয় ছিল। ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় তিনি ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত্তে অঙ্কশাস্ত্র ও Machanics পাঠ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানচর্চ্চার দিকে নির্ম্মলেন্দুর এক স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় যে বিষয়গুলিতে মস্তিষ্কের পরিচালনার প্রয়োজন সেই গুলি মনোনীত করিয়াছিলেন। সুতরাং ম্যাট্রিকিউলেশনের পরে তিনি ইন্টার-

মিডিয়েট পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে অর্থাৎ আই 'এসসি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার সংকল্প করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ সুবিধা হইবে ভাবিয়া তথায় প্রবেশ লাভের জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আবেদন করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ লাভার্থে আবেদন-কারিবর্গের পক্ষে ৮ই জুন শেষ দিন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ঘোষণার কথা অনেকেই অবগত ছিলেন না। নির্ম্মলেন্দু পরে তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে এই বিষয় অবগত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কলেজে ভর্ত্তি হইবার আবেদনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা তাঁহার আবেদন দুই সপ্তাহ পরে হইয়াছে। সুতরাং অক্টোবর মাসে যখন কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই সংবাদে নির্ম্মলেন্দু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আশাহীন হন নাই বরং যাহাতে কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলেজে তাঁহার ভর্ত্তি হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং নির্ম্মলেন্দু যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে ভর্ত্তি হইবার পক্ষে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ম্মলেন্দু বিশেষ উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি কলেজের অনেক পাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি দেখিলেন, যদ্যপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপ্রণালী অনু-সারে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত হইতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্ব্বল শরীরেই তিনি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা প্রদান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও তিনি মনে অদম্য উৎসাহ ও হৃদয়ে বিপুল আশা পোষণ করিয়া শারীরিক দুর্ব্বলতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও উদ্যমের সহিত অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে নিরত হইলেন এবং প্রথম বর্ষের শেষে কলেজের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মলেন্দু যেন স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের কেন্দ্রস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; কারণ যে বিষয়গুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, সেই বিষয়গুলি তিনি তখন মনের সুখে আলোচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

নির্ম্মলেন্দুর সমবয়স্ক যুবকদিগের গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে সাধারণতঃ যেরূপ জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার তদপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ছাত্রবর্গের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে উচ্চ গণিতের প্রায় ৫০০০ অঙ্ক কষিয়া এক খানি

উপাদেয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে তাহা সাধারণের প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি স্কুলে অধ্যয়নকালে যন্ত্রবিজ্ঞান বা Mechanics সম্বন্ধে এক খানি নূতন ধরণের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি এত দক্ষতার সহিত রচিত হইয়াছিল যে, অধ্যাপকগণের মধ্যে যিনিই তাহা দেখিয়াছিলেন, তিনিই তাহার সাতিশয় প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দু আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে তাহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যু হইবার কিছু দিন পরে তাঁহার পিতা সেই পুস্তকখানি প্রকাশার্থ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আর কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ছাত্রজগতে একটি নূতন ধরণের বস্তু হইত, অনেক বিজ্ঞানাধ্যাপক বলিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দু স্বাভাবিক প্রতিভার বলে চিত্রবিদ্যায় যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কলেজে অধ্যয়ন কালে বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। তাঁহার সহপাঠিবর্গের মধ্যে যাঁহারা শারীর-বিজ্ঞান বা Physiology অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই জটিল শারীরিক যন্ত্রগুলির চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন এবং তিনিও আনন্দসহকারে তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতেন। তাঁহার অঙ্কিত এই চিত্রগুলি এত সূক্ষ্ম ও

সুন্দর হইত যে, সেগুলি হস্তাঙ্কিত বা মুদ্রিত তাহা সহজে ধরা যাইত না। কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুদিগের অনুরোধে যে চিত্রগুলি অঙ্কিত করিতেন, তৎসম্বন্ধে এই বিচিত্রতা ছিল যে, তন্মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট হইত, তিনি সেই গুলি তাঁহার বন্ধু-দিগকে প্রদান করিতেন এবং নিকৃষ্টটি নিজের জন্য রাখিতেন।

নির্ম্মলেন্দু যে এক জন মেধাবী ছাত্র এবং নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন এই সংবাদ ছাত্রবর্গের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কয়েকটি বালক তাঁহার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আসিত এবং তিনি হৃষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নিকট কেহ কখন কোন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে কখন বিফলমনোরথ করিতেন না। দুরূহ প্রশ্নের সমাধান, পুস্তকাদি প্রদান এবং ছাত্রদের কোনরূপ অভাব মোচনের দ্বারা তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এই নিমিত্ত কোন কোন বালক তাঁহাকে সম্মান করিয়া “মাষ্টার মহাশয়” বলিয়া ডাকিত। বাস্তবিক তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী এত সুন্দর ছিল যে, অনেক প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়কেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যাহারা তাঁহার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিত, তিনি তাহা-দিগের ভুল ও দোষগুলি এমন দৃঢ় অথচ হৃদয়গ্রাহিভাবে দেখাইয়া দিতেন, এবং ভবিষ্যতে তাহারা কি প্রকারে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে তিনি

এমন কুশল উপদেশ প্রদান করিতেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি হইত। এই শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সময় লাগিত ও তিনি দুর্ব্বল শরীরে আরও ক্লান্ত হইতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আনন্দ ব্যতীত বিরক্তি হইত না। তাঁহার একটি ছাত্রকে তিনি কয়েকবার পত্রে লিখিয়াছিলেন·

To * * *

"Well, how are you getting on with your studies? Your Test is fast approaching and you must be prepared to meet it. You never bring your exercises to me! This time when you come you must bring your exercises. On no excuse will I tolerate such negligence on your part. Don't you know I am your 'মাষ্টার মশায়'?

"One thing I can ask you. If you have any sum to be done, or any thing to be corrected, please send it to me. Don't feel any reserve in asking of me anything you like to be done It will be my greatest pleasure to do an obligation for you.

"Well, I hope you will do well in your exercise this time. Read my notes carefully

and you would not need anything more You must excuse me for this self-consciousness of mine ! If you follow my principle of reading Mechanics I can assure you a very good result.

"Are you writing essays and doing Substance-writing regularly ? These two are the things most needed in English. As to Mathematics you must not forget to write out theorems only to keep up practice. What are you doing as regards Mechanics ? Write out four Book-articles each day and leave them to be corrected by me when we meet. If you make an Exercise-book for writing out Book-articles and bring it to me each time you come, and take it back corrected the next time, I think it will do you good.

"As to your request, about making you quite up-to-date in Mechanics, I have already told you, I shall do everything that lies within the range of my capabilities. Make an Exercise-book, begin to write every Book-article in it from the beginning of the Book, of course important ones ; and I can also send every possible ques-

tion on Book-articles of any chapter. Make another Exercise-book and copy down every improtant sum and its solution in it. Thus you will acquire the habit of working sums in a clear and explanatory way. Then show me the two books at intervals for correction. This is the method in which I learnt Mechanics and I hope it will prove profitable to you. I am herewith sending you the questions I set on Newton's laws, Weight and Mass, and articles 98 and 104 of your Book, which though included in your Book in Atwood's Machine chapter is truly part of Newton's Laws I am afraid the questions are a little stiff this time; but never mind, you must be accustomed to questions of all kinds. Don't be despondent that you have made a bad beginning in $\frac{8}{50}$. Strive to get more this time."

অন্য এক খানি পত্র হইতে উদ্ধৃত :

"I hope you are not foolishly preparing the whole of the course in Sanskrit at once and then finishing Bengali and then English and so on. In fact I wonder how you could tell me, "I will finish off Sanskrit within January," as if Sanskrit were

a limited subject and when once stuffed into your brain, it can not again get out, but will remain in your brain till the 3rd of March ! This is a foolish idea and try to give it up. Do every thing regularly, bit by bit of every subject."

"I do not advise you to write to me these days. Let the Test pass away and then we shall have regular correspondence. I wish you a bright luck in your Examination. I shall be very glad to see you come out most successfully from the Test. Whenever you sit in an Examination, be cool and composed. Don't get excited if you see an easy question. After much consideration, decide to answer the questions you know best. Don't try to answer any question you are not prepared for, though it may seem very easy. In the Half-yearly Examination, all of you described the experiment of calculating the value of "g", when you were only required to prove that the acceleration of gravity was constant. Don't make such mistakes this time. Just remember the Half-yearly Examination and you will do alright."

"Well, I do not wish to waste much of your time which is now very precious. When you find time, do let me know how you have fared in the Examination."

এখানে পাঠককে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, নির্ম্মলেন্দুর অত্যধিক ব্যুৎপত্তি হেতু তাঁহাকে তাঁহার স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের অনুরোধে তাঁহার নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে এবং এমন কি, তাঁহার ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে, ম্যাট্রিকিউলেশন-শ্রেণীর Test Examinationএ প্রশ্ন দেওয়ার ও উত্তর দেখার কার্য্য করিতে হইত।

ছাত্রদের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামী নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বদা স্নেহ-ব্যাকুলতায় পূর্ণ থাকিতেন। কেহ তাহাদের মধ্যে ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইলে তিনি যেমন আনন্দ অনুভব করিতেন, তেমনি আবার কেহ আশানুরূপ ফল লাভ করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলে, তিনি তাহাকে প্রবোধবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার কোন বন্ধু ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় আশানুরূপ ভাল পাশ করিতে না পারায় তিনি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"My best congratulations to you on your success in the Matriculation Examination Of course, I expected that you would do better than this, but something is better than nothing. If you had got a single mark more, you would

have been in the second grade. However, don't be sorry for it ; you have done your best. You will do certainly better this time, I am sure about it. Don't pay attention to public opinion. Try to know yourself, but do not try to know yourself through public opinion."

লোকদের মতামত যে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু স্বীয় বিবেকে নিজের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান থাকাই যে আবশ্যক ও হিতকর, তৎসম্বন্ধে বালক নির্ম্মলেন্দুর প্রাজ্ঞ উক্তি শুনিয়া বয়োবৃদ্ধদেরও উপকার হয়। অপরের জন্য তিনি যে কত চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার হৃদয় যে কত সহানুভূতিময় ছিল, উপর্য্যুক্ত পত্র-গুলি তাহার পরিচয় দেয়।

নির্ম্মলেন্দুর সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের উদ্যম তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিত। এমন কি সুকুমার বয়স হইতেই তিনি ধর্ম্মনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা পুস্তক ও Magazine পাঠে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি যাহাই পাঠ করিতেন, তাহাই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কোন বিষয় উপরে উপরে পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। তিনি বলিতেন, "যদি আমি উপরে উপরে পাঠ করি, তাহা হইলে আমার পিতার পুস্তকাগারে যে সহস্র সহস্র পুস্তক আছে, তাহা অল্প কালের মধ্যে শেষ করিতে পারি বটে,

কিন্তু যদি তাহাদের বিষয়গুলি আয়ত্ত করা না যায়, তবে পড়িয়া কি লাভ ?" তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে তিনি যে কত শত পুস্তক পাঠ শেষ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে, তাঁহার লিখিত একটি পত্রে সামান্য এক সপ্তাহ কালের মধ্যে তিনি কতগুলি পুস্তক শেষ করেন, তাহা জানিয়া আমরা অনেকটা ধারণা করিয়া লইতে পারি :

"How are you getting on with your 'Rowland Yorke'? I hope you would like it better than your 'Channings', for there are sensations in it. Well, let me give you a list of the books I have read this week · 'The Lost World' (Scientific) by A. Conan Doyle, 'The Poison Belt' (Scientific) by do, the 'Stark Munro Letters' (Moral) by do, 'The house of Whispers' (Thrilling) by Don Lequex, 'In White Raiments' (Sensational) by do, 'The Devil's Motor' (Fantasy) by Marie Corelli. It is a fine list, no doubt and all the books are very good; once begun, you would never leave them."

জগতের নানা বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়ন ও তীক্ষ্ণ ধীর জ্ঞান দর্শন করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেন। খৃষ্টধর্ম্মের গভীর তত্ত্বগুলি তিনি এমনি সরল ও নূতনভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেন যে. ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁহার ভূয়সী

প্রশংসা করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিষ্কপট অন্তঃকরণে খৃষ্টকে তাঁহার অনন্ত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অপার আনন্দ ও সুখ অনুভব করিতেন, এবং প্রত্যহ অনুরাগ ও ভক্তির সহিত নিয়মিতরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত প্রার্থনা ছিল—"যদি আমি জীবিত থাকি, হে প্রভু, তাহা হইলে যেন কেবল তোমার গৌরবের জন্যই জীবিত থাকি"। খৃষ্ট-ধর্ম্মের নিন্দা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণ ছিল না; তাঁহার মনের ঔদার্য্যে ও প্রেমে তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও আন্তরিক সহানুভূতি ও স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন; এবং সর্ব্বত্রই উত্তমের গুণগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি নিজে খৃষ্টান হইয়াও স্বীয় উদারতার গুণে বহু হিন্দু-ছাত্রদের বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ অতি প্রবল ছিল। স্বদেশী শিল্পের অবনতি দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় অর্থ, উদ্যম ও অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন। স্বদেশীয় লোকদের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার যাহাতে উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কোন সময়ে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত একটি মিশন ভাল চলিতেছে না শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বড় হইয়া দেখিবেন যাহাতে ঐ মিশনটি ভাল করিয়া চলে।

বালক ষ্টেফানসের যে অল্প বয়সে জীবন সম্বন্ধে কিরূপ গভীর প্রাজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিত নিম্নস্থ পত্র হইতে অনুমান করা যায়। তিনি তাঁহাকে লিখিতেছেন :

"But I think Mrs Wood is unnatural. After suffering the bitterness of sorrow to the full, happiness comes or rather overwhelms the man. Mrs Wood makes her heroes drain the chalice of sorrow to the last dregs, and then she causes to bring about the greatest of happiness, and that also in too rapid a succession. Nay, my friend, such is not the case with human life. If only it were so, then to suffer would be quite pleasant, because suffering brings nothing but joy in future. Then there would not be so many millions who are groaning and groaning the painfulness of 'deferred hope' until their very heart seems to break—to break for what? From waiting and waiting to see the day break through the darkness of night. But to judge from the sentimental point of view, no doubt, the book is nice. But a book too sentimental spoils the realistic side of life. But do not

think I disbelieve in future happiness I do believe that happiness will surely come;—not in this world—but in the next. And it is that hope which makes us look forward eagerly through our stormy atmosphere towards the 'bright blue' that is opening up in the heavens." এ কি বালকের কথা ? অনিত্য জাগতিক জীবনের কি অভ্রান্ত জ্ঞান ! বিষাদসাগরের মধ্য দিয়া পরভবিক জীবনের মহানন্দের প্রোজ্জ্বল আভাসে আত্মা কি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে !

বালক নির্ম্মলেন্দুর হৃদয় যে সর্ব্বদা কেবল অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকৃতজ্ঞতাময় হইয়া থাকিত তাহা নহে, তাহা আবার কেমন সহমানবের প্রেমে সদা সিক্ত থাকিত, তাহা আমরা তাঁহার লিখিত এক খানি পত্র হইতে দেখিতে পাই। সম্বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বরে তাঁহার আর একটি নূতন জন্মদিন দেখিতে পাইয়া কেমন কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিগদগদচিত্তে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিতে গিয়া কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন :

"You do not know that yesterday was my birthday. The first thought that came over me on the occasion was—'How to be grateful to my God for allowing me to set foot on a new year of my life ?' The next thought that arose was—'How to behave more properly with my

fellow beings ?' And this thought caused me to pray to Him that I may love you more and more and be worthier of the name, 'Your ever true friend' in the coming year. May He grant my prayer !

"Another year God has preserved me in His mercy ! The serious question that arises in my mind is—'How much of your past year have you devoted to God ?' Alas, my friend, I am ashamed to say, that very few hours have I spent in His service, and spent all the rest in worldliness. My second thought is—'Have you fulfilled your duty to man ?' Alas, have I given a kindly thought to those who hate and envy me ? Have I requited the affection of those who love me ?—I offer up my thanks to God for giving me friends. I also pray to Him that I may return their affection in proper measure." সাধু নির্ম্মলেন্দু ! বাস্তবিক, সাধুদের ন্যায় নিরপরাধ যেমন কেহ নাই, তাঁহাদের ন্যায় আপনার দোষ ও দুর্ব্বলতার জন্য অধিকতর অনুতাপ ও ক্রন্দন অপর কেহই করে না।

কখন কোন প্রকার দুঃখকষ্টে মন অবসন্ন হইলে নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বদাই পাঠের দ্বারা তাহা বিস্মৃত হইতে ও প্রসন্নতা লাভ

করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিতেছেন: "Whenever I am depressed in mind, I would not fail to apply successfully the stimulant called 'Reading'." কেবল নিজে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে অপরের হিতার্থে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল; তাঁহার ভাষা ও ভাবের জন্য অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

তিনি কলিকাতার "Temperance Society"র সভাপতির নিকট 'সুরাপানের অপকারিতা' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। স্কুল পরিত্যাগের শেষ দিনে তিনি স্কুলে বসিয়া "A day in my life at School" শীর্ষক এমন একটি সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন যে, স্কুলের শিক্ষকবর্গ তাহা একটি আদর্শ প্রবন্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, স্কুলের ভবিষ্যৎ বালকদিগের উৎসাহের জন্য তাহা আদর্শ স্বরূপ যত্ন করিয়া রক্ষিত হইবে। দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ এখন পাওয়া যাইতেছে না; পুস্তকের শেষ ভাগে কয়েকটি মাত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে।

নির্ম্মলেন্দু স্বীয় মনের অদম্য উৎসাহ ও হৃদয়ের জ্ঞানার্জ্জনা-

কাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যয়নে নিরত হইলেও তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছিল; কিন্তু তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। ফলে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর আর অধিক দিন ঐরূপ অত্যধিক মানসিক শ্রমজনিত অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইল না; কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার জ্বর দেখা দিল। জ্বর প্রত্যহই হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিয়মিতরূপে কলেজে যাইতে লাগিলেন। কলেজের বিজ্ঞানাগারে তিনি যে সহপাঠী বন্ধুর সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই বন্ধুর ক্ষতি হইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তাই তিনি প্রত্যহ জ্বরে দগ্ধ হইয়াও এক দিনও কলেজে যাওয়া বন্ধ করেন নাই। কিন্তু এরূপ করিয়া আর কত দিন চলিতে পারে? এত দিন তিনি জ্বর গোপন করিয়াছিলেন, অবশেষে এক দিন তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক তাঁহার জ্বর ধরা পড়িল। সেই দিন হইতে পিতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে কলেজে গমন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইহাতে তাঁহার মনে যে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বন্ধুবান্ধবদিগকে দীর্ঘ পত্র লিখিবার তাঁহার আর সামর্থ্য ছিল না। শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি তাঁহার এক সহধ্যায়ী বন্ধুকে পেন্সিলে যে একখানা ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম.

"No. I have not forgotten you, but think often of you. I am withdrawing my name from

the College Roll.—I am sorry to have to leave you fellow-students."

কবি Christina Rossetti মনুষ্য জীবনের কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :—

"Man's life is but a working day,
Whose tasks are set aright ;
A time to work, a time to pray,
And then a quiet night.

And then, please God, a quiet night,
Where palms are green and robes are white,
A long-drawn breath, a balm for sorrow—
And all things lovely on the morrow !"

নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের বিশেষত্ব পরিচায়ক অন্য তিনটি ঘটনা যাহা তাঁহার কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার কালীন ঘটে, তাহাদের উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায় উপসংহার করিব।

তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতে এক জন ভৃত্যের জ্বর হইয়াছিল। সে তিন চারি দিন ভুগিয়া অন্ন পথ্য পাইবার পরে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, দুই এক দিনের মধ্যে সে আপনার কার্য্যে লাগিবে। তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, একটি প্রকোষ্ঠে ঝাঁট দেওয়া ও ঝাড়া, জুতা বুরুষ করা ও ধুতি কুঁচান। দেখা গেল যে, সে কার্য্যে লাগে নাই, অথচ তাহার

সমস্ত কার্য্য পরিপাটীরূপে হইয়া গিয়াছে। কিরূপে ইহা হইল, অনুসন্ধানে জানা গেল যে, নির্ম্মলেন্দু তাহাকে "তুমি আজও বড় দুর্ব্বল রয়েছো, আজ কাজে লেগো না"—বলিয়া তাহার সমস্ত কার্য্য নিজে গোপনে সারিয়া রাখিয়াছিলেন! তিনি ভৃত্যটিকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি নিজে তখন জ্বরে ভুগিতেছিলেন, তবুও তাহা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আবার ভাবিয়া দেখুন, বিপুল ধনশালী পিতার একমাত্র দুলাল হইয়াও তিনি ঐ ভৃত্যটির নীচ কার্য্য করিতে আপনাকে কিঞ্চিন্মাত্র অবনমিত মনে করেন নাই।

আর একটি ঘটনা। নির্ম্মলেন্দু জ্বর হইতে কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিবার পরে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যখন তিনি তাঁহাদের যশিদীস্থ বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা তখন হয়। এক দিন তাঁহাদের বাটীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরের কোন বাটী হইতে একটি চারি বৎসরের ক্ষুদ্র বালক তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিল; এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই বালকটি বাড়ী যাইবার জন্য বায়না জুড়িয়া দেয়। তখন তিনি একটি ছাতা লইয়া সেই প্রবল বৃষ্টিতে তাহাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিলে সেখানকার লোকেরা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বালকটি বৃষ্টিতে ভিজে নাই, কিন্তু নির্ম্মলেন্দু আপাদমস্তক ভিজিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ, তিনি ছাতাটি কেবল সেই বালকটির উপরে ধরিয়া নিজে সমস্ত পথ ভিজিতে ভিজিতে গিয়াছিলেন।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, দুষ্করস্থলে লোকে প্রথমে নিজেকে বাঁচাইয়া, সম্ভব হইলে, পরে অপরকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা এখানে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। প্রথমটি তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না; দ্বিতীয়টি করিলে, সেই বালকটি কিছু ভিজিত, তাহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। উপর হইতে এক অদৃশ্য ঈশ্বরই তাঁহার এই গুপ্ত আত্মবিস্মৃতি ও ত্যাগ দেখিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভিতরে অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল; তিনি শেষ শয্যাশায়ী হইলে, অনুসন্ধানে ইহা জানা যায়।

এই রূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্য করা ষ্টেফানসের জীবনের ধারা ছিল।

"Unflinching thus he played his roll
Whilst Time unwound life's tear-strained scroll,
Till one day, o'er his patient soul
Burst the bright vision of the whole."

ইহার পরে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। নির্ম্মলেন্দু যখন প্রথমে স্কুলে ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার পিতা বাটী হইতে গাড়ীতে স্কুলে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু কয়েক দিবস পরেই তিনি এক দিন তাঁহার পিতাকে সবিনয়ে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার ক্লাসের অনেক ছাত্রই গাড়ীতে যাতায়াত করে না, কারণ তাহাদের গাড়ী নাই; তাই গাড়ীতে যাতায়াত করিতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট হয়, সুতরাং তিনি আর গাড়ীতে

যাইবেন না, হাঁটিয়া যাইবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"তোমার রোদ্দুর লাগাতে ও বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে অসুখ হবে, তাই গাড়ী পাঠাই"। ইহাতে তিনি অতি-বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন—"অন্যের জন্যে রদ্দুর লাগাতে ও বিষ্টিতে ভিজ্‌লে অসুখ হয় না।" পিতা তাঁহার এই অন্তরের মহত্ত্বের পরিচায়ক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শুনিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তাহাতে বালক নির্ম্মলেন্দুর হৃদয় আনন্দে উথলিয়া পড়িল। সেই পর্য্যন্ত স্কুলে এবং পরে কলেজে তিনি হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন। যখন তিনি কলেজে পড়েন, তখন আবহমান তাঁহার ভিতরে ভিতরে জ্বর হইতেছিল; কিন্তু তিনি তাহা কাহাকেও জানান নাই, পাছে তাঁহার পিতা উদ্বিগ্ন হন এবং পাছে তাঁহার অনুপস্থিতে বিজ্ঞানাগারে তাঁহার co-workerএর অসুবিধা হয়—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সময়ে যখন তিনি কলেজ হইতে বাটীতে ফিরিতেন, তাঁহার সহিত দুই তিনটি সহাধ্যায়ী আসিত। তখন রাস্তার পশ্চিম ধারের ফুটপাতে একটুমাত্র ছায়া পড়িত, আর তিনি তাঁহার সহধ্যায়ীদের সহিত পাশাপাশি হইয়া চলিতেন; আসিবার সময় তাহারাই তাঁহার বামে ছায়াতে চলিতে পাইত, তিনিই কেবল রৌদ্রে চলিতেন। এক দিন তাঁহার কোন আত্মীয় ইহা দেখিয়া, তিনি কেন ছায়ায় চলেন না, জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল;—"ঐ অল্প ছায়াতে সকলেরই চলা হয় না, আমি যদি ছায়াতে চলি, তারা রোদে চোল্‌বে।" "কেন,

তুমি একটু পিছনে বা সাম্‌নে চল্‌লেই ত ছায়া পাও।” “কিন্তু তাতে আমার ভাল ব্যবহার হবে না।” “কেন?” “তাদের সঙ্গে না চোল্লে তারা কি মনে কোর্ব্বে?” “তবে কি তুমিই ঐ রোদের দিকে চল্‌বে?” “যখন তাদের কিম্বা আমার কষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তখন আমিই কেন তাহা ভোগ কোর্ব্ব না?” ইহার পরে এক দিন তিনি কলেজ হইতে বাটীতে আসিলে, তাঁহার পিতা দেখিলেন যে, তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং ইহার পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহাকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল লক্ষ্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিয়া দেখিলেন, তাহা খুবই গরম। তিনি তখন তাঁহার temperatuıe লইয়া দেখিলেন, তাঁহার ১০৪ ডিগ্রির উপরে জ্বর হইয়াছে! তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাহার পরে তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, ইহার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রত্যহ জ্বর হইতেছিল। সেই দিন হইতেই নির্ম্মলেন্দুর কলেজে যাওয়া শেষ হইল এবং তাঁহাকে যে শয্যাশায়ী হইতে হইল, তাহা হইতে আর তাঁহাকে উঠিতে হয় নাই।

সত্য বটে এ সকল অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহারা ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় জীবনের বায়ু কোন দিকে বহিতেছিল, তাহা নির্দ্দেশ করে। আর তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহাদের অন্তরালে যে ক্ষুদ্র বীজটি বা principal নিহিত ছিল, তাহা বিরাট মনোভাবে পূর্ণ। স্বত্বশূন্যতা একটি খৃষ্টীয় গুণ, ইহা দ্বারা মনুষ্যের আত্মা যতই প্রভাবিত হয়, ততই তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখরতর হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতমটিরও

অপালনে আত্মতিরস্কার তীক্ষ্ণ অনুভব হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যাঁহার মনে এই রূপ আত্ম-তিরস্কার যত অধিক উৎপন্ন হয়, তিনি তত অধিক ঐশ প্রেমের সমীপবর্ত্তী। যদি আত্মবলিদানে অপরকে সুখী করাই প্রেমের সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে নির্ম্মলেন্দুর জীবন সিদ্ধির দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যে তাঁহার জন্য জীবন হারাইবে, সে তাহা রক্ষা করিবে।" বাস্তবিক ইহা যদি সত্য হয় যে, ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্বে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল খৃষ্টের ন্যায় আত্মত্যাগী জীবনেই তাঁহার ছায়ার প্রকাশ সম্ভব। এই রূপ আত্মত্যাগ ও স্বত্ববিস্মৃতি শৈশব হইতেই নির্ম্মলেন্দুর জীবনের সমস্ত চিন্তাকে এবং চিন্তা হইতে সমস্ত কার্য্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

St. Francis De Sales বলিয়াছেন, "But we should not judge the greatness or littleness of a virtue by that which it appears to the outward eye, for a virtue that is very small in appearance may be practised with great love in God,' while one that is more shinning may go along with very little love; yet that is the measure of their true virtue before God."

অন্তিমশয্যা ও মৃত্যু

"Oh ! let me like the meteor rise
To the zenith of my humble skies,
Then sudden vanish in the air
Like the glorious autumn star."

Sunset and evening star,
    And one clear call for me,
And may there be no moaning at the bar
    When I put out to sea !

Tennyson.

So be my passing !
My task accomplished and the long day done
My wages taken, and in my heart
Some late lark singing.
Let me be gathered to the quiet west
The sundown splendid and serene
Death.

W. E. Henley.

Now finale to the shore,
Now land and life finale and farewell !

Walt. Whitman.
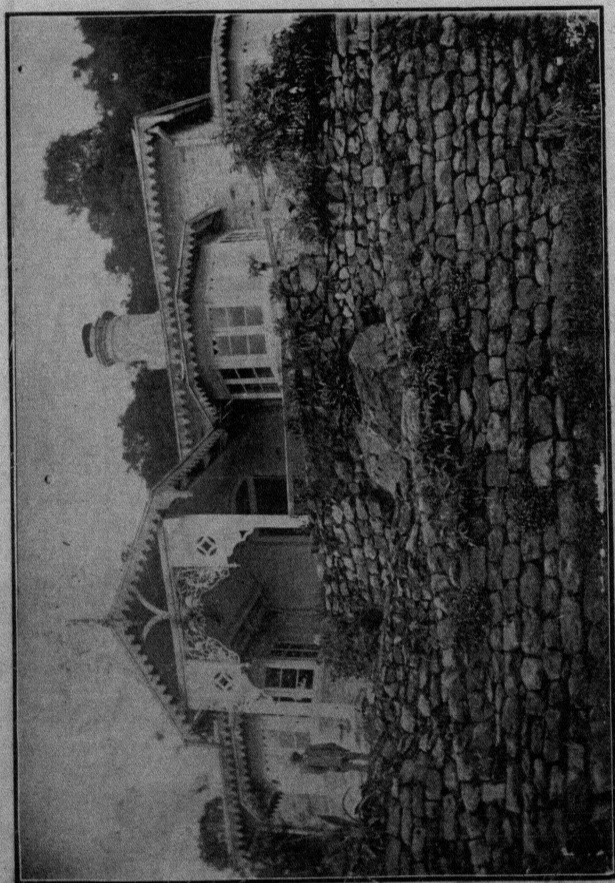
কাশিয়াঙ্গ্ শৈল-নিবাস

অন্তিমশয্যা ও মৃত্যু

মানুষ গড়ে, ঈশ্বর ভাঙ্গেন। নির্ম্মলেন্দু যে ভাবে সংসার-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাঁহার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে হৃদয়ে নানা উচ্চাশা পোষণ করিতেছিলেন। তিনি যে, উত্তরকালে ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে যশ ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই উচ্চাশার সফলতার জন্য যে উপাদান নিচয়ের প্রয়োজন, নির্ম্মলেন্দুর সে সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিপুল ঐশ্বর্য্য, কমনীয় কান্তি, সরল ধর্ম্মপ্রাণতা, উদার হৃদয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়, অসামান্য প্রতিভা—নির্ম্মলেন্দুর না ছিল কি? পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল, এবং অতি শৈশবে এক বার ভিন্ন আর তাঁহার কখনও কোন কঠিন পীড়া হয় নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কাশিমবাজারস্থ, কখনও বা মশিদীস্থ উদ্যান ভবনে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার শরীরের যথেষ্ট উপকার হইত। তাঁহাকে দেখিলে বেশ সুস্থ ও সবল বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং সকলেই আশা করিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া অনেকের সুখ সংবর্দ্ধনের হেতু হইবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল—তিনি, যৌবনের ঊষাকালে, কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারদেশে সগৌরবে উপস্থিত হইতে না

হইতে, ঈশ্বর তাঁহাকে ভূমানন্দময় দেশের কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি সহসা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ পীড়া হইতে তিনি কিছু দিন পরে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এপ্রেল মাসে তিনি পুনরায় রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন ও যশিদীতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেই বৎসর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অপহৃত হওয়াতে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার দিন পিছাইয়া, অবশেষে আগষ্ট মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। তখন নির্ম্মলেন্দুর পীড়া অনেকটা আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। শরীরের এই প্রকার অবস্থা সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অবশ্য এরূপ স্থলে তাঁহার পরীক্ষার ফল অপরের পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষজনক ও প্রশংসার যোগ্য হইলেও, তাহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল। তাহার উপর বারংবার পরীক্ষাবিভ্রাটজনিত ক্লেশ ও উদ্বেগ এবং তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল।

কলেজে পাঠকালে তাঁহার শরীরের অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল, তিনি নিজে তাহা বেশ অনুভব

করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লিখিত তাঁহার তিন খানি পত্র হইতে আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত শারীরিক অবসাদ সম্বন্ধে অবগত হই :

"After College hours I feel very tired. I do not know why; and then after taking a few lessons, I go to bed very early."

"After returning from college, I felt so exhausted that I inclined to nothing but sleep. I am getting weaker and weaker day by day . I am quite exhausted to death"

"Yes, I know that a change has come over me—a great change! I am not at all the same enthusiastic fellow, but have grown indifferent. I know it, I feel it—but I cannot help it—an unaccountable languishness has come over me."

অনেক দিন হইতে নির্ম্মলেন্দুর জ্বর হইতেছিল, কিন্তু তাহা তিনি আত্মীয়স্বজনের নিকটে প্রকাশ করিতেন না। তাহার পরে কিছু দিন তিনি কতকটা সুস্থ ছিলেন, কিন্তু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার উপরে মার্চ্চ মাসে উদরাময় রোগে তাঁহাকে বড়ই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছিল। এপ্রেল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইলে, কলেজ

গ্রীষ্মাবকাশোপলক্ষে বন্ধ হইল।' এই সময়ে তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন :

"I have been very busy during my Annual Examination which closed only on the 4th instant. Our college also closed on the 9th instant. I have become so lethargic in this scorching heat that I only sleep and drink water all the day long. If you come one day, you will be able to see that there is no life in me."

যাহা হউক, পরীক্ষার পরে গ্রীষ্মাবকাশে যশিদীতে অবস্থানের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের কতকটা উন্নতি হইল এবং কলেজ খুলিলে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার শরীরে আর অধিক দিন তাহা সহ্য হইল না। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পুনরায় তাঁহার জ্বর বেশি হইয়া দেখা দিল। কিন্তু তিনি তখনও তাহা উপেক্ষা করিয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কলেজে যেমন যাইতেছিলেন, তেমনই যাইতে লাগিলেন। ফলে কিছু দিনের মধ্যে এই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, এবং ঘটনাক্রমে ধরা পড়িয়া, অবশেষে তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, ইহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার পুনরায় রোগের সংবাদ পাইয়া জনৈক বন্ধু তাঁহাকে স্নেহে লিখিয়াছিলেন, "তোমার কাছ থেকে জগৎ অনেক আশা করে, তোমার অনেক কাজ

কর্ত্তার আছে, তা না করিয়ে নিয়ে জগৎ তোমায় ছেড়ে দিচ্ছে না।”

নির্ম্মলেন্দুর পীড়া ক্রমশঃ ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করিল। কয়েক সপ্তাহ রীতিমত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার উপশম হইল না। অবশেষে জানা গেল, নির্ম্মলেন্দু দুশ্চিকিৎস্য প্লুরিসি (Pleurisy) রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; তাঁহার বক্ষের গহ্বরে অনেকটা জল জমিয়াছে। এক জন প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক সেই জল বাহির করিয়া দিলেন এবং কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রোগ দমনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভাল লক্ষণ দেখা দিলেও রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। তীব্র জ্বর ও পাকস্থলীর পীড়া তখন তাঁহার রোগের প্রধান উপসর্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পাকস্থলী ক্ষয়াক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহময় পিতা পুত্রের রোগ উপশমের জন্য মনুষ্যের যত দূর সাধ্য, তাহা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কলিকাতার প্রধান ও বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ প্রাণপণ যত্নে রোগীর জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদিক—কোন প্রকার চিকিৎসারই ত্রুটি হইল না। রোগীর সেবাশুশ্রূষা যত দূর হইবার সম্ভব তাহা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু রোগের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও নির্ম্মলেন্দু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা কখনও হারান নাই:

তিনি অকাতর হৃদয়ে ও অম্লান বদনে নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহার কথাবার্ত্তায় বা আচরণে, ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও লক্ষ্য করেন নাই। পাছে তাঁহার রোগের জন্য তাঁহার স্নেহময় পিতা কাতর হইয়া পড়েন, ইহা তাঁহার তখন চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রতি চিরদিনই তাঁহার অপ্রমেয় বিশ্বাস ছিল; তাঁহার হস্তে তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অভাবনীয় প্রফুল্লভাব দর্শন করিয়া মনে হইত, তাঁহার দুঃখকষ্ট সকল যেন তাঁহার ইষ্ট দেবতার প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং তিনি তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা লইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর লোকেরা যখন তাঁহার ভয়ানক কষ্ট দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহারা তাঁহার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও চিত্তপ্রসাদ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। এমন কি তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসকগণ বলিতেন যে দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও নির্ম্মলেন্দুর যে মধুর ভাব ও প্রফুল্লতা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে অন্য কোথাও দেখেন নাই। তখন তাঁহার প্রশান্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকল চিকিৎসকই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক জন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় চিকিৎসক তাঁহাকে আদর করিয়া "Sonny" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। ঈদৃশ অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও শান্ত সমাহিত ভাব দেখিয়া আমাদের মনে সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি

স্বতঃই উদিত হয়: "স সোঢ়োঽয়ং বরং দণ্ডস্ততো নান্যত্র মে বরম্"—তিনিই সর্ব্বসহিষ্ণু, তাঁহার নিকট হইতে বরং কষ্টই গ্রহণ করিব, আমার অন্য কোথাও তাহা অপেক্ষা মঙ্গল নাই। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই মনে হইত, যেন তিনি তাঁহার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার বোঝা লইয়া তাঁহার প্রভুর প্রেমে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করিতেছেন।

কঠোর রোগযন্ত্রণা নির্ম্মলেন্দুকে অবিরত দগ্ধ করিলেও যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহার মুখে অমনি হাসি ফুটিয়া উঠিত, এবং তিনি তাঁহার ক্ষীণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিতেন। তিনি কেমন আছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন, "ভাল আছি"। তাঁহার মুখে কখনও ক্ষোভ বা বচসার কোন কথা শ্রুত হয় নাই। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পুরোহিতবর্গ যখন অবনত-জানু হইয়া প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি অতীব ভক্তির সহিত করজোড়ে সে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ভাল বাসিতেন এবং অপরের নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ আগ্রহ সহকারে শুনিতেন।

এই মহাঘোর জীবনমরণ পরীক্ষার কালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব পিতৃবাধ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আমরা এখানে উল্লেখ করিব। তাঁহার পিতা এক দিন দেখিলেন, তিনি মুহুর্মুহু কাশিয়া হাঁপাইয়া পড়িতেছেন এবং

তাহাতে তাঁহার জ্বরের প্রকোপ বাড়ীয়া যাইতেছে। তাই তিনি তাঁহাকে কাশিতে বারণ করিয়া সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন। পিতার আদেশমত নির্ম্মলেন্দু দুর্দ্দম্য কাশ রোধ করিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে, মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া তিনি যেন আসন্নমৃত্যু হইয়াছেন। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ষ্টিভি, তুই কাশ, কাশি কি বন্ধ করা যায় ?" তিনি বলিলেন, "বাবা বলিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী, তাঁহার ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি আসিয়া যেন তাঁহাকে কাশিতে বলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, নির্ম্মলেন্দুর ওষ্ঠাগত প্রাণ। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কাশিতে বলিলেন। তখন তিনি কাশিলেন ; ক্রমেঁ তাঁহার ভয়াবহ অবস্থা তিরোহিত হইল।

অত্যধিক জ্বরের সময়ে নির্ম্মলেন্দুর মুখ হইতে নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য নির্গত হইত। কিন্তু সকলেই জানেন, রোগী যখন প্রলাপ বকে, তখন তাহার আত্মগোপন করিবার ক্ষমতা থাকে না--তাহার হৃদয়ের লুক্কায়িত সকল দুর্ব্বলতাই সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নির্ম্মলেন্দুর প্রলাপ বাক্যে কেবল তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব ও নির্ম্মল হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন চিত্ররেখাই অনাবৃত হইত। এক বারও তাঁহার মুখ হইতে কোন গর্হিত বচন বাহির হইতে শুনা যায়

নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে কখনও কোন কুচিন্তার ছায়াপাত হয় নাই। মৃত্যুর চারি দিন পূর্ব্বে প্রলাপ অবস্থায় তিনি সহসা প্রফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেখ, দেখ, ওরা বল্ছে ষ্টেফানস রাজা হবে!" যিনি তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কই, আমি ত কিছু দেখ্তে পাচ্ছিনি?" তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্তে পাচ্ছ না? ঐ যে!" স্বর্গলোক ধার্ম্মিক ও সাধুরই রাজ্য; কে বলিতে পারে, তখন সেই রাজ্যের উজ্জ্বল পূর্ব্বাভাস তাঁহার মনশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হয় নাই? আর এক দিন তাঁহার পিতা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, নীচে এক জন এসেছে, তাহার সাহায্য দরকার, তাহাকে কিছু দিন।" তাঁহার পিতা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, কেহই আইসে নাই। তবে এ কি প্রলাপ? এ যে গভীর উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি! পিতার মন আতঙ্কিত হইল। তিনি বুঝিলেন, ইহা প্রাণান্তসূচক প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই প্রলাপের ভিতরেও তাঁহার মুমূর্ষু পুত্রের হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্তিতে তাঁহার অন্তরে নিঃশব্দে এক সান্ত্বনাকর আনন্দস্রোত বহিয়া গেল। এখানে বলা আবশ্যক যে, নির্ম্মলেন্দু প্রায়ই বাটীতে তাঁহার আত্মীয়দিগকে বলিতেন, "এত টাকা থাকা কিছু নয়, গরিবদের দিয়ে ফেলাই ভাল।" এমন কি, রোগশয্যাতেও তাঁহাকে এই কথা বলিতে শুনা যাইত।

ক্রমে আশা ভরসা সকলই ফুরাইল। সকলেই বুঝিলেন, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। আত্মীয়স্বজন বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই নিদারুণ দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই শোকাবহ দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রোগের ভীষণ প্রকোপও ততই বাড়িতে লাগিল! অবশেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দুর নির্ম্মল আত্মা তাঁহার ক্ষুদ্র মাংসপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিল!

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব ঘটনা সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল। নির্ম্মলেন্দু একান্ত অবসন্ন দেহে শয্যায় তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট পিতার দিকে চাহিয়া আছেন, তিনিও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সহসা তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন—যে দিকে চাহিয়া তিনি চারি দিন পূর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেখ, দেখ, ওরা বল্‌ছে, ষ্টেফানস রাজা হবে!" যুগপৎ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় এক অমিতোজ্জ্বল জ্যোতিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তাঁহার বদনমণ্ডল এক অনির্ব্বচনীয় দীপ্তিতে মণ্ডিত হইয়া মধুর হাস্যময় হইল। বোধ হইল, যেন তিনি তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষিত আনন্দময়ের দর্শন পাইয়াছেন; অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। গৃহে প্রদীপ ছিল না, পার্শ্বের গৃহ হইতে যে ক্ষীণালোক আসিতেছিল, তাহাতে গৃহস্থিত সকলেই এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। স্বর্গীয় ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতে এই দেবপ্রিয় বালক বাস্তব দেহ পরিত্যাগ করিল—স্বর্গের বস্তু স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

জন্মমৃত্যু রহস্য ভেদ করা ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে প্রহেলিকা-সদৃশ, কারণ তাহা মানবজ্ঞানের অতীত। কিন্তু মানুষ কেন আসে, কেন যায়, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও ইহা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, এবং তাহার জীবনে তিনি যখন যা বিধান করেন, তাহা তাহার মঙ্গলের জন্যই—আর তাহার পক্ষে ইহা বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। নির্ম্মলেন্দু এত অল্প বয়সে জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন কেন?—ফুলটি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িল কেন? তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও ইহা স্থির নিশ্চিত যে, তিনি যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যেই সাধন করিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যুর পরে তাঁহার এক জন বন্ধু তাঁহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেও আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়। "বাস্তবিক, সে আমাদের বড় আপনার ক'রে নিয়েছিল, তার মধুর উদার চরিত্রগুণে আমাদের হৃদয়ের উপরে অনেকখানি স্নেহের আধিপত্য বিস্তার ক'রেছিল। কত ছেলেদের সঙ্গে ত স্কুলে পরিচয় হ'য়েছে, কই, তাদের কথা ত এত ক'রে মনে আস্‌ছে না? আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে নিজে খৃষ্টান হ'লেও তার বন্ধুরা প্রায় সবই হিন্দু—আমি যত দূর জানি, অন্ততঃ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু ছিল। ষ্টিফেনের ভিতরে এমন একটি অসামান্য জিনিষ ছিল যা সাম্প্রদায়িক ভাব দূর ক'রে সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ ক'রত। সে এই পৃথিবীর জিনিষ ছিল না—যেখানকার জিনিষ সেখানেই চ'লে গ্যাছে। বুঝি এই

কয়দিনের জন্য ঐ রকম একটা উজ্জ্বল আদর্শের দরকার হ'য়েছিল; সে কাজ শেষ হ'য়ে গ্যাছে, তাই ঈশ্বর তাঁর প্রিয়তম সন্তানকে ধরণীর পাপস্পর্শ হ'তে নিজের পবিত্র কোলে তুলে নিয়েছেন। সে এখন যে চিরশান্তিতে আছে, সেখানে রোগের যন্ত্রণা নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই—এমনি দেশ। এই ভেবেই আমাদের সান্ত্বনা পাওয়া উচিত।"

প্রবাদ আছে, "দেবতারা যাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, তাঁহাদের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।" দেবপ্রিয় কাহাকেও বলিতে হইলে নির্ম্মলেন্দুর মত দেবভাবাপন্ন বালককেই বলিতে হয়। ঈদৃশ বালকের জন্য, চরিত্রের জন্য ও আদর্শের জন্য আমরা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিব।

নির্ম্মলেন্দু যে সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক লোকদের হৃদয়ে কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত জনসমাগম হইতে উপলব্ধি করিতে পারি। এক জন বালকের মৃত্যুতে সমাধিক্ষেত্রে এত অধিক লোক সমাগত হইতে আমরা আর কখনও দেখি নাই। কেবল দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সমাজের সকল অবস্থার ব্যক্তিরাই যে এই অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অনেক ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান ও কয়েকজন ইউরোপীয়ও ইহাতে যোগদান করিয়া ঐ সাধু বালকের প্রতি তাঁহাদের শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর অপরাহ্ণে ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের নশ্বর দেহ ২নং সিমলা ষ্ট্রীট বাটী হইতে বহন

করিয়া Christ Church এ উপাসনানন্তর অপার সার্কুলার রোডস্থিত সমাধিক্ষেত্রে ঘোষ পরিবারের পারিবারিক সমাধি-প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, এবং তথায় উপাসনার পরে তাহা সমাহিত করা হয়।

নির্ম্মলেন্দুর শ্বেত মর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধিপীঠের উপরে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পদটি লিখিত হইয়াছে :

"EVEN SO, FATHER."

এই পদটি খৃষ্টের ঈশ্বর-বাধ্যতার উচ্ছ্বাসোক্তি। নির্ম্মলেন্দুর সমস্ত জীবন এই মহাবাক্যের জীবৎ উদাহরণ ছিল।

"All which I took from thee I did but take,
Not for thy harms,
But just that thou might'st seek it in my arms.
All which thy child's mistake
Fancies as lost, I have stored for thee at home:
Rise, clasp my hand, and come."

Francis Thompson.

চরিত্র সমালোচন

তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥

Kalidasa

"So he died for his faith ; that is fine,
More than the most of us do.
But stay, can you add to that line
That he lived for it too ?

"It's easy to die. Men have died
For a wish or a whim—
From bravado or passion or pride.
Was it hard for him ?

"But to live : every day to live out
All the truth that he dreamt,
While his friends met his conduct
And the world with contempt.

"Was it thus that he plodded ahead,
Never turning aside ?
Then we'll talk of the life that he led
Even more than the death that he died."
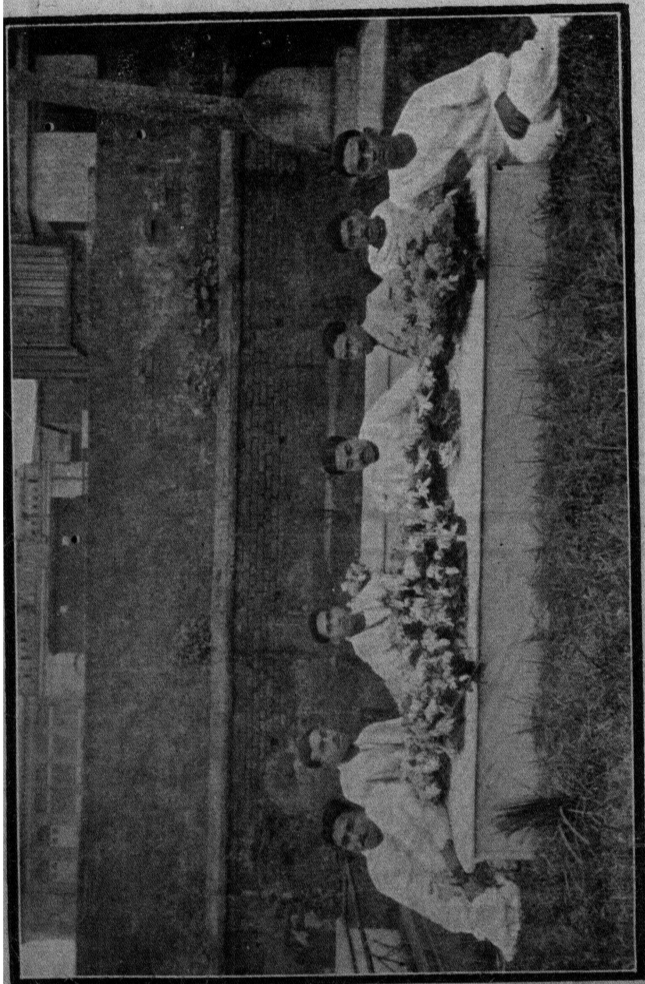
নির্ম্মলেন্দুর সমাধি পীঠে ছাত্রদের পুষ্প প্রদান

চরিত্র সমালোচন

এই দেশে কত বালক বৎসরে বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? কিন্তু এই আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত বালকটি যে আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। মনুষ্যের বিশেষত্ব চরিত্রে, চরিত্রের বিশেষত্ব হৃদয়ে, হৃদয়ের পরীক্ষা প্রতিকূল ঘটনায়। ইচ্ছা ও সঙ্কল্পে মনুষ্য কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হয়; ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আমাদের মনোবৃত্তিজনিত। আমাদের মনোবৃত্তি, যাহা আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ, আমাদের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। নির্ম্মলেন্দুর প্রকৃতির জন্য তাঁহার স্মৃতি অনেকের হৃদয়ে একটি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিদ্যমান থাকিবে।

এই বালকের জীবনে এমন কতকগুলি গুণের সমন্বয় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল যে, তদ্দারা অনেকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এ জগৎ হইতে আকালিক উৎসর্পণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও আশাহত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাতে বঙ্গীয় বালকমণ্ডলী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এরূপ আক্ষেপোক্তি আমরা খৃষ্টীয়ান ব্যতীত অনেক হিন্দুদেরও নিকটে শুনিয়াছি, যাঁহাদের বারংবার অনুরোধে এই জীবনালেখ্য রচিত হইয়াছে।

প্রাজ্ঞেরা বলেন, বিগতের অনুশোচনায় ফল নাই।

আমরাও ইহা স্বীকার করি। তাই আমরা যখন জানি, যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহা বিধাতা মঙ্গলের জন্যই ঘটিতে দেন, তখন আমরা অনুশোচনারহিত হইয়া এই অতীত জীবনের দ্বারা ঈশ্বরের কি মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণে আমাদের শ্রেয়ঃ ভাবিব। আমরা দেখিতে পাই যে, নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র হইতে আমাদের শিখিবার বিষয় অনেক আছে।

আমরা দেখিয়াছি, নির্ম্মলেন্দুর কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ তাঁহার অতি শৈশব হইতেই প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে অনেকের হইতে বিশেষিত করিয়া তুলিয়াছিল, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মীয়দের দৃষ্টি প্রথমে আকৃষ্ট হয়। তাহার পরে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সেগুলি, তাঁহার সাধনায়, আরও পরিস্ফুট হইয়া অপর লোকদিগকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিল। যেমন ভূমির অভ্যন্তরে জীবৎ বীজ না থাকিলে, তাহা পরে বৃক্ষে পরিণত হয় না, তদ্রূপ তাঁহার শৈশবে, গৃহে, উত্তমতার উদয় হইয়া, পরে, তাহা বাহিরে লোকমধ্যে সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল। রাজপথে কিংবা সভায় লোকপ্রীত্যর্থে কেহ চেষ্টা করিয়া আপনাকে সাধু, স্বত্বশূন্যরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু গোপনে লোকের অসাক্ষাতে তাহা করিতে পারা সামান্যজনলক্ষণ নহে। নির্ম্মলেন্দুর সদ্‌গুণ-রাজি যে অন্তর্জাত ও অকৃত্রিম ছিল, এবং তাঁহার ঈশ্বর নিষ্ঠা-দ্বারা তাহা যে পরে আরও প্রকর্ষগত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এই পুস্তকের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে পাঠকমাত্রেরই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হইবে।

নির্ম্মলেন্দুর সংক্ষিপ্ত জীবনের সামান্য সামান্য নিত্যনৈমিত্তিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির পরিচিন্তনে আমাদের মনে হয়, জীবনকে যেন তাঁহার একটি যজ্ঞ বলিয়া ধারণা ছিল; এবং তিনি তথায় প্রেমাহুতি প্রদান করিয়া যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন, তেমন আর কিছুতেই হইত না। আমরা এ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, খৃষ্টই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। শৈশব হইতে তাঁহার ভজিত প্রেম, আত্মপরভেদবুদ্ধিনির্ব্বাপক হইয়া, তাঁহার চরিত্রকে পরম সুশোভন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার প্রেমভাব হেতু, প্রতিকূল শত কারণ সত্ত্বেও, তাঁহার চরিত্রে কখনও স্বার্থপরতা, বিদ্বেষাদির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।

তাঁহার প্রেমময় চরিত্রের দ্বারাই আকৃষ্যমান হইয়া তাঁহার স্কুলের হিন্দুবালকেরা তাঁহাকে স্নেহ সম্মান করিতে শিখিয়াছিল। তাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এক জন খৃষ্টভক্ত কিরূপ উদার হইতে পারে তাহার প্রকৃত অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার উপাস্য দেবতা কিরূপ হইবেন, তাহাও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রেম যে শেষে বিজয়ী হইবে, তিনি স্বীয় চরিত্রে তাহার প্রমাণ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বকার খৃষ্ট ও খৃষ্টীয়ানদ্বেষ ক্ষীণীকৃত হইয়া তাহাদের মধ্যে খৃষ্টভক্তি সুগমীকৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি যখন স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলেজে আসেন, যাহারা প্রথমে তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারা যেন তাহাদের কত অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এমন ভাব দেখাইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা বহু কাল

ধরিয়া, বহু আড়ম্বর সত্ত্বেও, যতোধিক অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই—খৃষ্টভক্তি ও খৃষ্টীয়ানপ্রীতি—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, বালক নিম্মলেন্দুর দ্বারা অল্প কালের মধ্যে, তাঁহার স্কুলে, তাহা সংসাধিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার সমসাময়িক বালকদিগকে খ্রীষ্টদ্বেষবিরহিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পরস্পরের অহঙ্কার ও বিদ্বেষে হিন্দু খ্রীষ্টীয়ানের অপেক্ষা উত্তম বা খ্রীষ্টীয়ান হিন্দুর অপেক্ষা উত্তম ভাবায় যে, একতরেরও আত্মার কল্যাণ সম্ভাব্য হয় না, কিন্তু পরস্পরের উদারতাজনিত গুণগ্রাহিতায় যে তাহা হয়, এবং প্রেমে পরস্পর কর্ত্তব্য পালনেই যে, মনুষ্যমাত্রেরই জীবন উত্তম হইতে পারে, তাহা নিম্মলেন্দুর চরিত্রের দ্বারা উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরের বাক্য কালের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না। তাঁহার ইচ্ছা যে, মনুষ্যমাত্রেই জীবনের উৎকর্ষে ক্রমোন্নত হইয়া তাঁহায় সমাগত হয়, যাঁহাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহারা উদারনেত্রে সকল যুগেই তাঁহার অল্পাধিক সত্যের উপ্তি এবং সকল ধর্ম্মেই তাঁহার উত্তমতার বিকাশ পরিদর্শন করেন; যেমন উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে, "ঈশ্বরনিষ্ঠ হও এবং মনুষ্যদিগকে প্রেম কর," "ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইলে অমৃতত্ব উপলব্ধি হয়," ইত্যাদি খৃষ্টধর্ম্মে যেমন, হিন্দুধর্ম্মেও তদ্রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিদের বিচারে ফরিশীয়দের প্রতি প্রবীণ গেমালীয়েলের পরামর্শ, "দেখিও, খৃষ্টভক্তদিগকে তাড়না করিতে গিয়া তোমরা যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উত্থিত না হও," মূল্যবান্ বোধে তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে খুব সন্তর্পণে পাদবিক্ষেপ করেন।

তাই বালক নির্ম্মলেন্দুর এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া আমরা প্রীতি লাভ করি।

অহঙ্কারদ্বেষাদি জঙ্গলময় হৃদয়ে ঔদার্য্যবৃক্ষ কুসুমিত হয় না। হৃদয় হইতে ইহাদিগকে উৎপাটিত করিবার একটিমাত্র উপায় আছে—প্রেম। ইহাদ্বারা হৃদয় ধন-উপ্ত হইলে অহঙ্কার-দ্বেষাদি যে প্রেমোদার্য্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার সত্যতা আমরা নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র হইতে প্রত্যক্ষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে তাঁহাকে মর্ম্ম-স্থানে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিল। তিনি ইহার পরে তাঁহার একটি বন্ধুকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকের অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার কিয়দংশ এই :

"I shall fulfil the mission with which I am sent here. I have no right to be enraged at any one for anything said about my religion.. I am not angry with him, for I know anger can be of no avail where love can win the soul Anger will ruin my cause" নির্ম্মলেন্দুর সনির্ব্বন্ধ প্রেম যে, সকল অবস্থাতেই তাঁহার চরিত্রকে মাধুর্য্যময় করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা এখানে প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হই।

উপর্য্যুক্ত পত্রাংশ হইতে আমরা তাঁহার জীবনের আর একটি রহস্যের অভিজ্ঞান পাই: তাঁহার জীবন যে, একটি উদ্দেশ্যহেতুক ছিল, তাহা তাঁহার অন্তর্ম্মনুষ্যের সংজ্ঞায় উদ্ভিন্ন হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্য কি এবং তাহা সম্পাদন করিবার

উপায় কি, যাহার জন্য তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক এ জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন?—মানবাত্মার উদ্ধার এবং প্রেমের দ্বারা। ইহা জানিয়া কে না ভাবিবে, ধন্য সেই জীবন যাহা এরূপ মহাপবিত্র সংজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

প্রেম যেমন সকল গুণের শ্রেষ্ঠ, আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার প্রেমের কর্ত্তব্যের ধারণা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার নিদর্শনে নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। তাঁহার স্মৃতিসভায় একটি বন্ধুর সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা অবগত হই। তিনি একটি সুচরিত্র এবং প্রতিভাবান্ সহাধ্যায়ীকে খুব ভালবাসিতেন; তিনি কিন্তু তাঁহাকে তত স্নেহ দেখাইতেন না। এই অসদৃশ ব্যবহারে তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহার স্নেহাদির উপযুক্ত পাত্রে পড়ে নাই ভাবিয়া তাঁহার নিকটে আক্ষেপ প্রকাশ করিলে তিনি একটি বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন: "True it is we seldom find any reciprocation of friendship in this world. But when we begin to love a friend, we should not expect our love to be reciprocated. We should do our duty; we should love our friends, even though they do not bear the best friendly feelings towards us." প্রেমের কর্ত্তব্যের কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। ইহা দেখিয়া কে না ভাবিবে, পুণ্য সেই হৃদয় যাহাতে প্রেম এমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমরা যদি স্বর্গের সম্বন্ধে কিছু জানি তাহা এই . স্বর্গের বিধি প্রেম; তাহা তাহার সত্তার সার। তাই, যে কেহ তাহার সামঞ্জস্যে জীবনযাপন করিবে, সে মনুষ্য হইয়াও স্বর্গে বাস করিবে; কিন্তু যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে অবস্থান করিবে, সে মনুষ্য হইয়াও আরও অধঃপতিত হইবে। যিনি পিতা ঈশ্বরের বক্ষোবাসী ছিলেন, তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা যেন প্রেমে পরস্পর আবদ্ধ হয়; পিতা ঈশ্বর যেমন তাঁহাতে, এবং তিনি তাঁহাতে প্রেমে বাস করেন, তাহারাও যেন তদ্রূপ পরস্পর প্রেমে বাস করিয়া তাঁহাদিগেতে বাস করে। তিনি জানিতেন, মনুষ্যদের জীবন যত উৎকৃষ্ট হউক না, তাহা স্বর্গবাসীদের সদৃশ হইতে পারিবে না, যদি না তাহারা পরস্পর প্রেমে বাস করে।

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা rule যাহা গ্রীক হইতে kingdom of God বলিয়া ভুল অনূদিত হইয়াছে এবং যাহা এ জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে বেদিত হইয়াছে, তাহা কোন কালে দৃশ্য-ভাবে আকাশ হইতে উল্কার ন্যায় ভূপতিত হইবে না; কিন্তু যখন তাহা মহাদীপ্তিরূপে মনুষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আত্মাকে অভিভূত করিবে, তখন তাহারা আত্ম-প্রেমপরিহীন হইয়া, সর্ব্বমানবীয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া, দিব্যপুরুষের ন্যায় সেখানে বাস করিবে।

বালক নির্ম্মলেন্দুর প্রাণভরা প্রেম ও স্নেহশীলতা ভাবিয়া আমাদের মনে হয়, তিনি যে তাঁহার প্রভুর গৌরবের জন্য যেন জীবিত থাকেন প্রার্থনা করিতেন, তাহা সিদ্ধ ও পূর্ণ

হইয়াছিল। উক্ত হইয়াছে, ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতাই পুরস্কার। তাই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনে নানা অশান্তি ও বিক্ষোভের কারণ থাকিলেও, যাহাতে যে কোন জাগতিক লোকের শান্তি অপহৃত হইয়া থাকে, তাঁহার মন কখন অন্তঃশান্তিশূন্য হইত না; বরং ঠিক যেমন, যখন সাগরের উপরে যত অধিক ঝড় বহিয়া যায়, তখন মীন, তাহার উত্তাল তরঙ্গের নীচে, আরও অধিক গভীর জলে, প্রবিষ্ট হইয়া আরও অধিক আনন্দে বিচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অশান্তি উপদ্রবে ভগবৎপ্রেমের আরও গাঢ় সংস্পর্শে তাঁহার মানসিক অবস্থা ধৈর্য্যগত হইত। তাই তাঁহার জীবনের সম্বন্ধে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাহা খ্রীষ্টে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই শান্তি ও আনন্দময়ে এমন সংস্থিত হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রেমপুষ্পের পাপড়ি কখন ঝরিয়া পড়ে নাই।

প্রেমের পরে নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব মৃদুতা। তিনি প্রেমের ভগ্নীপ্রতিম এই মধুর খৃষ্টীয় গুণে কি গৃহে, কি বাহিরে, সকলেরই উপরে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, কি সহাধ্যায়ী বা অন্য বালকেরা তাঁহার এই অনন্যসাধারণ গুণে মোহিত হইয়া সহজেই তাঁহায় আকৃষ্ট হইতেন। মনুষ্যদের আসল অভিপ্রায় ও প্রকৃতি অল্পকালেই পরিজ্ঞাত হইয়া পড়ে। শত্রু কাহার সহিত বিবাদে নিযুক্ত, অবগত হইয়া, পরে, তদুপযোগী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঘাতপ্রতিঘাতে যেমন বৈশ্ব বস্তু-সমূহের অবস্থান্তর সংঘটিত হইতেছে, তদ্রূপ তাহাদের সর্ব্ববিধ

উৎকর্ষে পরিণতি হইতেছে। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। তাই নির্ম্মলেন্দুর স্নিগ্ধ হৃদয়হারী মৃদুতায় তাঁহার নির্ম্মম শত্রুও পরে ন্যস্তশস্ত্র হইয়া তাঁহার বান্ধব্যের প্রয়াসী হইত। প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও আমরা তাঁহার চরিত্রের সমধিক মৃদুতা ও সহিষ্ণুতার প্রচুর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে উচ্চস্থান প্রদান করিতে বাধিত হই। Ruskin সত্যই বলিয়াছেন, "The first test of a truly great man is his humility."

খৃষ্টের মঙ্গল বার্ত্তা যে কাঠোর্য্যময় নির্ম্মলেন্দু তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা চায় ক্রোধ-দ্বেষাদি ত্যাগ, প্রতিহিংসা ত্যাগ বিষণ্ণ-হৃদয়ে নহে—মৃদুতায়, প্রফুল্লচিত্তে; এবং ইহা হইলে খ্রীষ্ট যে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার যোয়ালি সুসহ এবং ভার লঘু", তাহা মনুষ্যদের অনুভব হইতে পারে।

যাঁহারা বীর্যশৌর্য্যের উপাসক, তাঁহাদের নিকটে মৃদুশীলের সমাদর না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের খুব বিশ্বাস তিনি খৃষ্টের প্রিয়। যে সকল খ্রীষ্টীয়ানেরা বলেন, খ্রীষ্টের উপদেশ "মন্দের প্রতিরোধ করিও না" আধুনিক দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্বাশ্রিত সমাজে আক্ষরিকভাবে পালন করা মূঢ়তা মাত্র, আমরা একটি পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। পায়স সুস্বাদু কি না, তাহার মীমাংসা কেবল তাহা পানেই জানা যায়। তাই যদি তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া কেবল প্রকৃত ফলই কোন প্রশ্নের সিদ্ধান্তক হয়, তাহা হইলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, যদি নির্ম্মলেন্দু মৃদুব্রত না হইয়া তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারীদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে রক্তপাত না হয়ত

আরও কিছু অধিক অবাঞ্ছনীয় ফল উদ্ভূত হইত; অন্ততঃ বিদ্বেষ-ভাব আরও বহুলী ও স্থায়ীকৃত হইত। ঈদৃশ মতাবলম্বীরা ভাবেন না যে, যদি কোন উৎকৃষ্ট উপদেশ বা শিক্ষা আক্ষরিক-ভাবে পালনীয় না ভাবিয়া কেবল আত্মিক ভাবেই গ্রহণীয় হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা আক্ষরিক এবং আত্মিক উভয় ভাবেই অকিঞ্চন হইয়া শূন্যে পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা বলেন, আধুনিক ভাবাশ্রিত সমাজে ওরূপ ধর্ম্মদেশন কখনই পালন করা চলে না, তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, যদি কখন এই জগতে সমাজের উৎকৃষ্ট অবস্থা আসে, তাহা হইলে ত তখন আর কাহারও অপরের প্রতি, শান্ত, দান্ত সংযত হওয়া আবশ্যক বা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে না।

জগতের শান্তি যে বলপ্রয়োগে হইবে না, কিন্তু নিবৃত্তিতে হইবে, তাহা লোকেরা এখন বুঝিতে পারে না। এখন যদি কেহ পরিবারমধ্যে ব্যবহারে কঠিন হয়, তাহাকে ওজস্বী বলা হয়; যদি কেহ অধীন লোকদিগকে নির্দ্দয় আচরণ করে, তাহাকে দক্ষ বলা হয়; যদি কোন দেশাধ্যক্ষ লোকদিগকে তীব্রভাবে শাসন করে, তাহাকে সামর্থ্যবান্ বলা হয়; কিন্তু কাহারও শকটের অশ্ব দুরন্ত হইলে, তাহাকে বধযোগ্য ভাবা হয়। বাস্তবিক এখন অনেকে দুরাত্মতা ও চরিত্রবত্তার পার্থক্য বুঝিতে পারে না।

কোন দুর্ব্ব্যবহারীকে কেহ শারীর বলে পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্ব্যবহার যদি মন্দাত্মা বা মন্দশক্তিজনিত কার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে মন্দাত্মা বা মন্দশক্তি উচ্ছিন্ন হয় না;

মন্দাভিপ্রায় থাকিবার কারণে আবার দুর্ব্যবহার বাহির হয়। ঠিক যেমন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকারের বিলোপ হইতে পারে না, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব আলোকের দ্বারাই হইতে পারে, তদ্রূপ উত্তমাত্মা বা উত্তম শক্তিই কেবল মন্দশক্তিকে অকর্ম্মণ্য বা মন্দাত্মাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। ইহা অস্বীকার করিলে বিশ্বে উত্তম শক্তির কোনই কার্য্য থাকে না, তাহার বিদ্যমানতার কোন আবশ্যকতা থাকে না।

আত্মরক্ষণ নিম্নপ্রাণীদের অথবা যাহারা আধ্যাত্ম উৎকর্ষে বেশি উন্নত হয় নাই, তাহাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখন দেবত্বে অভ্যুত্থায়ী মনুষ্যের উপায় নহে। আত্মরক্ষণ বা প্রতিরোধ একই পদার্থ, এবং ইহা বিদ্বেষ, ঘৃণা ও জিঘাংসার উদ্ভাবক। আত্মরক্ষণেচ্ছু যে বিদ্বেষী, ঘৃণী ও জিঘাংসুতে পরিণত হয়, তাহা আমরা একটি আত্মরক্ষণেচ্ছু কুকুরের অপর একটি কুকুরের প্রতি দন্তপংক্তি প্রদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞাত হই। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই, খ্রীষ্টের অমৃতোপদেশে প্রতিরোধকরণ নানা অনর্থের মূল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ষ্টেফানসের চরিত্রকে প্রতিরোধকরণ বিধি কখন কলুষিত করে নাই, বরং আমরা দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার মর্ম্মন্তুদ শত্রুর জন্যও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন।

প্রতিরোধবাদীরা ভুলিয়া যান যে খৃষ্ট তাঁহার এই অনুজ্ঞাটি তাঁহার উচ্চশিক্ষালব্ধ শিষ্যদিগেরই বিশেষতঃ পালনীয় বলিয়া ছিলেন। তাই ইহা খ্রীষ্টিয়ানদেরই সর্ব্বাপেক্ষা পালনীয় হইবে। যদি ইহা তাহাদের দ্বারা পালনীয় না হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয়

মণ্ডলীতে শমদমাদি ধর্ম্মের কোন মূল্য নাই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পবিত্র আত্মার দানগুলি অলীক কথামাত্রে পরিণত হয়। বাস্তবিক নিরোধবিধি, বাহ্য দৃশ্যে অকিঞ্চন দেখাইলেও, ফলে মহীয়ান্। ইহার সাক্ষ্যে আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্টের মৃদুতাদি-বিশিষ্ট ব্যবহারেই সেই গেড়াসেনের দুষ্ট ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, স্বৈরিণী নারী ও ক্রুশস্থ দস্যুর, কোন দণ্ডদাতা বিচারকের দ্বারা যত না উত্তমে পরিবর্ত্তন হইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা কত অধিক হইয়াছিল।

কেহ যেন না ভুলিয়া যান যে একটি খ্রীষ্টীয় লোকের জীবন এ জগতে সর্ব্বদা পাপমাত্রেরই প্রতিবন্ধকরূপে অবস্থান করে। তাই যিনি সকল সময়ে প্রকৃতরূপে আত্ম ও পররক্ষণে নিরত, তাঁহার আবার কখন অন্য প্রকার আত্ম ও পররক্ষণের আবশ্যকতা কি? যাহা তিনি সারা জীবনে নৈতিকভাবে করিতে নিযুক্ত, তাহা আবার তাঁহার শরীরশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সম্পাদন করিবার কি আবশ্যকতা আছে?

মন্দকে মাত্র একটি সমস্যা ভাবিয়া তাকে নিযুক্ত থাকিলে হইবে না; বরং কার্য্যের দ্বারা মন্দব্যক্তির উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার উৎপাটন সম্ভবপর হইবে, কেন না কোন নিরবলম্ব সত্য উন্নায়ক হয় না; কিন্তু তাহা কোন মনুষ্যে পরিদৃষ্ট হইলেই হয়। যখন খ্রীষ্টের প্রণালী আমাদের দ্বারা অবলম্বিত হইবে, তখন তাঁহার উপদেশের মাহাত্ম্য আমাদিগেতে বাস্তবতায় পরিণত হইবে। সারা জগতে কেবল খৃষ্টের উপদেশই মন্দকে ঘৃণা বা

তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করে না; কেননা তিনি জানিতেন যে, প্রেমই একমাত্র উপায় যদ্দ্বারা জগৎ সর্ব্বসামঞ্জস্যের উত্তমতায় তৎস্রষ্টায় প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। এই জন্যই তাঁহার উপদেশ দেবভাষিত বলিয়া প্রতীতি হয়।

প্রতিরোধকরণ বা প্রতিশোধ গ্রহণ চিরকাল সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু মন্দের অপ্রতিরোধ-বিধির জন্যই নাশরথীয় যীশুর শিক্ষা অপরদের হইতে বিশেষিত। যীশুই তাঁহার উপদেশে ক্ষমা ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া বেদিত করিয়া তাহা শ্রেয়স্কামী মনুষ্যদেরও ভজনীয় বলিয়াছেন। আবার যখন খৃষ্টধর্ম্মে পাপজগতের পরিত্রাণ ঐশ্বরিক দণ্ডের উপরে নহে, কিন্তু ক্ষমার উপরে স্থাপন করা হইয়াছে—যে পরিত্রাণ-ব্যাপারে মৃদুব্রত এবং মন্দের অনবরোধক যীশুকে উপায়ীভূত করা হইয়াছে—তখন কি বলিয়া খ্রীষ্টীয়ানেরা কাহারও প্রতিরোধে বা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইতে পারে? যদি কেবল উত্তম উপদেশের উপরে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অবস্থান করে, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রেও যে, "ক্ষমাবতামিদং জগৎ," উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম কিসে মহত্তর হইতে পারে? বাস্তবিক ঈশ্বরের ক্ষমা পাইলেই কি কেহ সিদ্ধ হইতে পারে, যদি না সে ক্ষমাবান্ হয়, যদি না তাহার আত্মিক পরিবর্ত্তন হয়? ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পদ্ধতি বা plan of salvation মনুষ্যদের ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে মহত্তর।

খৃষ্ট যে ভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হয় নাই—তাঁহার নীতি আজও কার্য্যে পরীক্ষিত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু কার্য্য-

ক্ষেত্রে অপালনীয় বলিলে, তিনি বালির উপরে গাঁথিয়াছিলেন, বলা হয়। ঈদৃশ সমস্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার একটি উপায় আছে—তিনি যে এ জগতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা the Kingdom of Godএর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা ভ্রান্ত কি না সেখানেই পরীক্ষিত হইতে পারে, মনুষ্যদের কর্তৃত্বে বা the kingdom of manএ হইতে পারে না। খৃষ্টের অভীপ্সিত the Kingdom of God কেবল মনুষ্যদের ঈশ্বর-বাধ্যতাময় জীবনে, তাহাদের পরস্পর প্রেমময় ব্যবহারেই প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে।

খৃষ্ট যে, বালির উপরে নির্ম্মাণ করেন নাই, বরং মনুষ্যেরাই যে, তাঁহার শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া, তাহা করিয়াছে, তাহা বিগত ঊনবিংশশত বৎসরের ইতিহাস প্রদর্শন করে। মনুষ্যদের জাতিগত বা ব্যক্তিগত নিরাপদতা নাই; সামান্য সামান্য কারণে, মধ্যে মধ্যে, মনুষ্যসমাজ ভিত্তি পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইতেছে। খৃষ্টীয় জাতিরা জগতের স্থায়ী শান্তির জন্য—in the avowed interest of a 'lasting peace'—উপায়ন্তর হইয়া, পরস্পর বধ করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়াছে!

এখানে আমাদের মথির খৃষ্টচরিত্রের একটি ঘটনা মনে পড়ে। খৃষ্ট যখন তাঁহার শত্রু ফরিষীয়দের অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অপবাদার্থে বলিয়াছিল, তিনি ভূতরাজ বেলসবুবের সাহায্যে ভূত ছাড়ান। এরূপ যুক্তি ন্যায়শাস্ত্র বা Logicএর একটি অপকৃষ্ট ভ্রান্ত তর্ক বা Paralogism. এরূপ বিপ্রলাপ বা

self contradictionএ উৎপথগামী যে চরম স্থানে গিয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হয়। খৃষ্ট কিন্তু তাঁহার শত্রুদিগকে নির্ব্বাক্ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি ভাবিতে পার যে, বেলসুবব নিজেরই বিরুদ্ধে যুযুধান হইয়াছে? তোমরা বলিতে পার, হয় সে উত্তম আত্মা উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে, না হয় সে মন্দ আত্মা মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু তোমরা তাহাকে মন্দ আত্মা বলিয়া উত্তম কার্য্যে বা ভূত ছাড়াইতে নিযুক্ত কথন বলিতে পার না।" মনুষ্যের বিরুদ্ধভাবে জগতে কথন শান্তি স্থাপিত হইবে না।

আমরা নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র হইতে বুঝিতে পারি—যাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—কাহারও শত্রুশূন্য হইবার এক উপায় আছে, তাহার শত্রুর বন্ধু হওয়া; যখন কেহ বিবাদ করিতে রাজি হইবে না, তখনই সদ্ভাব বা good will অবশ্যম্ভাবী হইবে।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে কেহ যেন না মনে করেন, আমরা বলিতে চাই, জগৎ হইতে মন্দের উচ্ছেদ আবশ্যক নহে; প্রত্যুত তাহা আবশ্যক, কিন্তু প্রতিরোধে তাহার প্রতীকার অবস্থান করে না; যেহেতু প্রতিরোধ বাহিরে কার্য্য করে, কিন্তু অপ্রতিরোধ ভিতরে। মনুষ্যেরা ভিতর হইতে পরিবর্ত্তিত হয়, বাহির হইতে হয় না। প্রতিরোধ মনুষ্যদের অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত মন্দকে বলবত্তর করে; অপ্রতিরোধে তাহাদের সুপ্ত উত্তমতা জাগরিত হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির, ব্যষ্টিভাবে, মন্দের অপ্রতিরোধে মানবকুলের, সমষ্টিভাবে, কল্যাণ সম্ভবপর

হইবে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সমগ্র মানবকুলের উদ্ধারের জন্য দায়ী।

প্রত্যুত মন্দের বিদ্যমানতা জগতের একটি প্রতিকূল অবস্থা হইলেও ইহার সংস্পর্শেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। যত কিছু মহৎ বস্তুর উদ্ভব আত্যন্তিক মন্দ, দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেই হইয়াছে। কিন্তু মন্দ, দুঃখ ও কষ্ট এই রূপ মধুর ফলবাহী হইলেও আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য। আমাদের জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে অপর কিছুর অভাব আছে—তাহা শক্তি। আমরা যেন ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় আকাশের দিকে চাই, কিন্তু উঠিতে পারি না। তাই আমাদের এমন কোন শক্তিমান্ অথচ দয়ালু পুরুষের আবশ্যকতা, যিনি আমাদিগকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিতে পারেন। আমাদের এই অভাব খ্রীষ্টেরই দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। নির্ম্মলেন্দুর খ্রীষ্টপ্রাণতা হেতু এই অভাব পূর্ণ হইয়াছিল।

ধনৈশ্বর্য্যশালীদের পক্ষে দীনান্তঃকরণ হওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু আমরা নির্ম্মলেন্দুকে ধনৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও যেমন দীনান্তঃকরণ হইতে দেখিয়াছি, তেমন অল্প লোককে দেখিয়াছি; এবং আমরা যেমন ইহা দেখিয়া সন্তোষ পাইয়াছি, তদ্রূপ আবার অনেক সঙ্গতিহীন বালককে গর্ব্বিত-হৃদয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, দীনান্তঃকরণ হওয়া বড়ই কঠিন। তাই দরিদ্রের যদি স্বত্ব-ত্যাগী হইতে ইচ্ছা, সঙ্কল্প ও প্রার্থনা চাই, ধনীরও তাহাই চাই, বরং আরও বেশি। তাই নির্ম্মলেন্দুর এই গুণটি তাঁহার বহু

সাধনার ফল ছিল মনে হয়। তাঁহার মোহন ও মহনীয় চরিত্রসম্বন্ধে সাহিত্য দর্পণোক্ত বিভাবনা বিশেষোক্তি, অলঙ্কার-দ্বয়ের উদাহরণশ্লোকটি এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা :—

"ধনিনোঽপি নিরুন্মত্তা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে, মহামহিমশালিনঃ॥"

কোন স্বভাবজ গুণ মনুষ্য যেমন হারাইতে পারে, তদ্রূপ বাড়াইতেও পারে। তাই যে গুণটি জন্মগত নহে, কিন্তু সাধনায় লব্ধ, তাহাকেই আমরা অধিকতর মূল্যবান্ মনে করি, এবং চরিত্রের মহত্ত্ব সেখানেই। বালক নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রে ইহা আমাদের পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার স্মৃতি আমাদের এত বরণীয়। বাস্তবিক মানবচরিত্রের মহত্ত্ব মৃদুতায় অবস্থিত বলিয়াই খ্রীষ্ট জগতের বরেণ্য হইয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক "আমার প্রিয় পুত্র" বলিয়া স্নেহাভিবাদিত হইয়াছিলেন।

একটি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থ বীজে যেমন বিশাল বৃক্ষ নিহিত থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যের মৃদুতায় ঈশ্বরত্ব নিহিত থাকে। মৃদুতা দৈবত বলিয়াই খৃষ্ট বলিয়াছেন, "মৃদুশীলেরা ধন্য, তাহারা জগতের অধিকারী হইবে।" আমরা দেখিতে পাই, এখন সেই মৃদুশীল খৃষ্টের ধর্ম্ম ক্রমে জগদ্বাসী মাত্রের সেবনীয় হইয়া তাঁহার বাক্যের সার্থকতা বিঘোষিত করিতেছে।

নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের তৃতীয় গুণ ধর্ম্মপ্রাণতা। ধর্ম্মমাত্রেরই ভিত্তি কোন অদৃশ্য শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সংজ্ঞায় অবস্থিত, এবং যাহাতে মনুষ্যেরা তাঁহার সদৃশ হইতে পারে, সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য। তাই যাহারা তাঁহার সংজ্ঞায় আসিয়া ধর্ম্মের

উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে, তাহাদিগেতে তাহা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কোন কোন সামান্য জীবনে সেই শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সংজ্ঞার প্রভাবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও পরিরক্ষিত হয়। যখন ধর্ম্মপ্রচারকেরা বলেন, ধর্ম্মীয় বিষয়সকল আপ্তবস্তু, প্রামাণিক নহে, অথবা যখন বৈজ্ঞানিকেরা পণ করিয়া বসেন, চাক্ষুষ পরীক্ষা ব্যতীত তাঁহারা কোন ধর্ম্মীয় বিষয় গ্রাহ্য করিবেন না, "nullius in verba," তখন সেই সকল সামান্য জীবন সংসূচিত করে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অন্তরাভিজ্ঞানে, ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিতে। এই রূপে খৃষ্টের মহাবাক্য, "পবিত্রান্তঃকরণেরা ঈশ্বরের সন্দর্শন পাইবে," চির কাল ধার্ম্মিকদের জীবনে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম মনুষ্যজীবনের একটি অতিরিক্ত বাহ্য বস্তু নহে, কিন্তু তাহার নৈসর্গিক উপাদান। জীবনের বিদ্যমানতা বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই নিরূপণ করিয়া দেয়। বিজ্ঞানের দ্বারা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব, কিন্তু ধর্ম্মেরই দ্বারা তাহাদের মূল্য অবধারিত হয়। বিজ্ঞান আকাশমণ্ডল তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া জ্যোতিষ্কদিগকে আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মই তাহাদের স্রষ্টাকে খুঁজিয়া দেয়। কেবল ধর্ম্মই মিথ্যা হইতে সত্য, অনিত্য হইতে নিত্য, অল্প হইতে ভূমা, অশ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ঃ পৃথক করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালন করিতে সমর্থ।

এই দৃশ্য বিশ্বের পশ্চাতে যে একটি জীবন্তী শক্তি অধিষ্ঠান করে, তাহা প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হয়।

ইহাকে ব্যক্তি না বলা হইলেও, ইহাতে যে সকলে সম্ভাবান্, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেবল ইহার গুণসম্বন্ধেই মনুষ্যদিগকে বিসম্বাদী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কি মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ ও স্নেহশীল?—ইহাই জিজ্ঞাসা। আমরা দেখিতে পাই, নির্ম্মলেন্দু শৈশব হইতেই সেই শক্তিকে একটি মনুষ্যগুণসম্পন্ন পুরুষ জানিতেন, যেমন কবি Browning লিখিয়াছেন :—

"So through the thunder comes a human voice,
Saying, 'O heart I made, a heart beats here!
Face my hands fashioned, see it in myself!
Thou hast no power, nor mayst conceive of mine,
But love I gave the, with myself to love,
And thou must love me who have died for thee!'

নির্ম্মলেন্দু ঈশ্বকে একটি মনুষ্যের ন্যায় পুরুষ বিশ্বাস করিয়া সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে শরণ্য ভাবিয়া, "The Lord is my shepherd, I will not fear," দৃঢ় বিশ্বাসে যে শান্তি ও সান্ত্বনা অনুভব করিতেন, আমরা দেখিয়াছি, তাহা তাঁহার জীবনে চির অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার প্রার্থিত যে, তিনি তাঁহা হইতে পাইবেন, যেমন কোন স্নেহী বন্ধু তাহার স্নেহী বন্ধু হইতে পাইয়া থাকে, তাহাও তাঁহার খুব বিশ্বাস ছিল। তাই আমরা দেখিয়া সুখী হই, যুক্তিতর্কের দ্বারা অনেকে যেখানে পৌঁছিতে পারেন না, সরল বিশ্বাসে তিনি সেখানে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। তাই আমরা পাঠ করি, খৃষ্ট বিশ্বাসের মাহাত্ম্য

সরল বিশ্বাসীরই সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমরা যাঁহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিব, তাঁহাকে আমাদের স্নেহী ও বরদাতা না ভাবিলে, আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস মাত্র একটা ভ্রান্ত সংস্কারে পর্য্যবসিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বরকে ঐরূপ ভাবায় কি নির্ম্মলেন্দুর অন্যায় হইয়াছিল? তাহা যদি হয়, খৃষ্টেরও তাঁহাকে সকলের স্নেহী পিতা বলিয়া বেদিত করায় অন্যায় হইয়াছিল, বলিতে হয়। প্রত্যুত ঈশ্বরকে ঠিক মনুষ্যের সদৃশ, কেন, মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন না ভাবিলে ভক্তদের তাঁহার সম্বন্ধে চির কালের সান্ত্বনাকর ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া তাঁহাদের জীবন অর্থশূন্য ও মন উদাস হইয়া পড়ে, এবং তাঁহারা নাস্তিকতায় উপনীত হন। তাই আমরা যেমন আপনাদিগকে স্নেহাদিগুণসম্পন্ন মনে করি—ঈশ্বরকেও তদ্রূপ ভাবিতে হইবে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব, বা personality, স্বতঃ বা intuitively সমুদিত না হয়, অপরে তাহা তাহাকে অনুভব করাইতে পারে না। কিন্তু যে কেহ তাহার অন্তরে কর্ত্তব্য অনুভব করিবে—'ইহা করিবে, এবং ইহা করিবে না'—এবং 'স্বর্গ যদি থাকে, তাহা কার্য্যেরই স্বর্গ, এবং নরক যদি থাকে, তাহা কার্য্যেরই নরক'—সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং চরিত্রে বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইবে। অন্তরালোকের উদয়ের সহিত মনুষ্যের ঈশ্বর-সংজ্ঞার উদয় হওয়া সম্ভব এবং তাহার প্রথম অন্তরালোক তাহার সৃষ্টির সমকালিক ভাবা সমীচীন।

মনুষ্যগণের ঈশ্বরানুভূতি বাহির হইতে নহে, কিন্তু ভিতর

হইতে হয় বলিয়া তাঁহার চরিত্র অনেকের দুর্বিশ্বাস্য হওয়া অসম্ভব নহে, ঠিক যেমন যে দুর্জন সে অপরের সৌজন্যে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু সুজনই পারে; যে অপবিত্র-হৃদয় সে অপরের শুদ্ধতায় বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বই পারে; যে স্বার্থসেবী সে অপরের নিঃস্বার্থতায় বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু স্বার্থত্যাগীই পারে; তদ্রূপ ঈশ্বরানুভূতি প্রত্যেকের নৈতিক জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। বিশ্বাসেই, —যাঁহার সম্বন্ধে উপনিষদ্‌কার বলিয়াছেন, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—মনুষ্য তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণের ধারণা উপলব্ধি করিতে পারে।

মনুষ্যের উৎকর্ষ তাহার ঈশ্বর-সংজ্ঞা সাপেক্ষ। তিনি বিশ্বাসীর মনশ্চক্ষুতে আদর্শরূপ প্রতিভাত হইলে তাহার উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। ইহার সমর্থনে আমরা মনস্বী James Martineauকে লিখিতে দেখিতে পাই: "Duty involves the discovery of something higher than ourselves which has claims upon us." বাস্তবিক সেই তমঃ পারে অবস্থিত সকল উত্তমগুণের কাষ্ঠাগত পুরুষের ধারণানন্তরই আমরা যাহা আছি, তাহা অপেক্ষা আরও উত্তম হইতে আকাঙ্ক্ষা করি এবং তাঁহার শক্তিতে হইতে পারি। তাঁহার সংজ্ঞা হেতুই আমাদের নিকর্ষ বা পাপ-জ্ঞান জন্মে, আমরা শান্তিশূন্য হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাই, তাঁহার স্নেহাশ্বাসে, ক্ষমার জ্ঞান লাভে আমাদের শান্তি অনুভব হয়, এবং তাঁহার সামঞ্জস্যে থাকিবার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়া,

আমরা তাঁহার উন্নায়িকা শক্তির প্রভাবে জীবনের নূতনত্বে প্রবেশ করিয়া সাধু পৌলের অভিজ্ঞানের ভাষায় "made perfect in weakness" এর অনুভূতি প্রাপ্ত হই। ফলতঃ আমরা বেশ বুঝিতে পারি, আমাদের অভ্যন্তরে উপর হইতে শক্তি প্রবিষ্ট না হইলে আমাদের উৎকর্ষে উত্থান সম্ভাবিত হয় না। আমরা দেখিয়া প্রীত হই, ধর্ম্মবিশ্বাস নির্ম্মলেন্দুকে কেবল ধর্ম্মসূত্র পালনাপেক্ষা কর্ত্তব্যপালন, এবং নিজের ভাবি সুখচিন্তাপেক্ষা উপস্থিত পরকীয় সুখসম্পাদন মহীয়স্ প্রত্যায়িত করিয়াছিল।

বালকমণ্ডলীতে তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য ও সরল ঈশ্বর-পরায়ণতা ও নির্ভরশীলতা অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। অতি শৈশবাবধি তাঁহার জীবন প্রার্থনাশীল ছিল, এবং তিনি যে কচি প্রাণে প্রার্থনার উত্তর পান, ভাবিতেন, তাহাতে তিনি ঈশ্বরের প্রতি সরল স্নেহভাবে আপ্লুত হইতেন, এবং তাহাই তাঁহার হৃদয়ে সকলের প্রতি স্নেহভাবের জনয়িতা হইয়াছিল। এই রূপে তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার যাহা বিশ্বাস করা বিহিত ছিল তাঁহার জীবন তাহাদের দ্বন্দ্বভূমি হয় নাই।

নির্ম্মলেন্দু যে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা তাহায় পর্য্যবসিত হইত না। তাঁহার ধর্ম্মের লক্ষ্য ছিল কর্ম্ম বা জীবন, এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বর। ইহার জন্য তাঁহার আশৈশব গুপ্ত প্রার্থনা ছিল, "আমি যদি জীবিত থাকি, হে প্রভু, কেবল যেন তোমারই গৌরবের জন্য জীবিত থাকি।"

উপাস্য দেবতার প্রতি উপাসকের ভক্তির পরিমাণে

তাহারই ধর্ম্মশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। উপাসনা সর্ব্বোচ্চ জীবের সর্ব্বোচ্চ ক্রিয়া বা function. ঈশ্বরমনুষ্যে যে গুহ্য সম্বন্ধ অবস্থান করে, উপাসনা তাহার নৈসর্গিক অভিব্যক্তি। কিন্তু যেমন কোন লোক কাহারও অধিক বান্ধব্যের প্রয়াসী হইলে তাহার অধিক আত্মসম্প্রদান আবশ্যক, তদ্রূপ ঈশ্বরের অধিক বান্ধব্যপ্রয়াসীর অধিক আত্মসম্প্রদান আবশ্যক। ঈশ্বরের সহিত অধিক সম্বন্ধ ঘটিলে অঘটন ঘটন সম্ভবপর হয়, কেন না তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন। ইহা হইতে পাপপ্রলোভনে রক্ষা পাইবার শক্তি লাভ হয়; অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অক্ষতরূপে নিষ্ক্রান্ত হয়; সর্ব্বাপেক্ষা ইহা হইতে উপাসকে তাঁহার ইচ্ছা সিদ্ধ হয়—তিনি তাহাতে গৌরবান্বিত হন। প্রার্থনাকে কেবল ইষ্ট বস্তু লাভের উপায় ভাবা সমীচীন নহে। ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যের ব্রহ্মসংস্থানের উপায় ভাবিতে হইবে—যাহাতে তাহার, অমনস্কল্পিত চির মঙ্গল উপলব্ধ হয়।

নির্ম্মলেন্দুর এই জীবনালেখ্যপাঠকের প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার ন্যায় অনেকে ঐরূপ প্রার্থনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত হইতে দেখা যায় না। এই রহস্যের সমাধান খৃষ্টের জীবনে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যেন তাঁহার জীবনে গৌরবান্বিত হন, খ্রীষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য আমরা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত করিতে দেখিতে পাই। তিনি তাঁহার জীবনের ভয়াবহ শেষ রাত্রিতেও তিন বার প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার নহে, কিন্তু ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু ইহার পরে আমরা তাঁহাকে স্থানুর ন্যায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই নাই। তিনি উত্থান করিয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইয়া একটি উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সেখানে তিনি যিহুদা ও তাহার আনীত সৈন্যদল ও যাজকদের সম্মুখে আসিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আপনাকে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন, এবং তাহার পরে তিনি মহাযাজক এবং পিলাতের সম্মুখে আপনার জাগত জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা বেদিত করেন, এবং অবশেষে তিনি, সত্যের সাক্ষ্য দিতে, ঈশ্বরোদ্দেশে আপনার প্রাণ সমর্পণ করেন। এই রূপে আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা অনেককে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিলেও, পরে, জীবনে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেখিতে পাই না; তাই তাঁহাদের প্রার্থনা শূন্যে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; তাঁহাদের জীবনে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন না, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাকে গৌরবান্বিত হইতে দেন না।

ঈশ্বরের অহোরাত্র ভক্তি-পূজায় নহে, কিন্তু নিত্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম পালনেই মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য্যে অধিগম হয়। ইহাই ক্রম সোপান যদ্দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে, দূরত্বের হ্রাসে নহে, কিন্তু উত্তমতার বৃদ্ধিতে। যদি ইহা সত্য হয় যে, মনুষ্যের আত্মা ভিতর দিকে ঈশ্বরে সঞ্চার করে, তাহা হইলে তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যকেই তাহার দ্বার ভাবিতে হইবে, এবং মনুষ্য তাহার মধ্য দিয়া ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে, "the fulness of

God"* এ উৎপ্লাবিত হইতে পারিবে। ষ্টেফানসের কার্য্যময় জীবনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার স্মৃতি-সভায়, আমরা একটি হিন্দু সহাধ্যায়ীকে, করুণভাবে, গাহিতে দেখি :

"করমের মালাগাছি স্বরগের ধরণে
গেঁথেছিলে সুন্দর মন্দার বরণে !"

ইহা হইতে আমাদের বিশ্বাস হয় যে, তাঁহার জীবনের দ্বারা, বালকমণ্ডলীতে, ঈশ্বর গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর অপার স্নেহময়, তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই নির্ম্মলেন্দু সকলকে প্রাণ ভরিয়া স্নেহ করিতে চাহিতেন। ঈশ্বর অপার প্রেমময় ভাবায় তাঁহার প্রেম প্রচুরীকৃত হইয়া, সকলকে প্রেম করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রহস্য নিহিত ছিল। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "আমি আমার পিতার আজ্ঞা পালন করি, এবং তাঁহার প্রেমে বাস করি।" অধিক প্রেমে অধিক বাধ্যতাই নৈসর্গিক। নির্ম্মলেন্দুর পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, স্নেহ, সহিষ্ণুতাদি ঈশ্বর-প্রীতিকর দৈবী সম্পদগুলি তাঁহার ঈশ্বর-বাধ্যতা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

নির্ম্মলেন্দু যে উৎপ্লাবী খৃষ্টভাবে উপচিয়া পড়িতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনে পরিদর্শন করিয়াছি। অব্যভিচারিণী খ্রীষ্টভক্তি তাঁহায় ভাসিয়া থাকিত না, কিন্তু তাঁহাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল; তাহা, তাঁহার শরীরতন্ত্রে অন্তঃপ্রবৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সমস্ত অন্তঃশক্তি ও আনন্দের হেতুভূত হইয়াছিল। তিনি খৃষ্ট ধনে ধনী ভাবিয়া আপনার সকল

অভাব পরিপূরিত ভাবিতেন। খ্রীষ্ট যেন তাঁহার জীবনের আদি এবং অন্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহা ব্যতিরেকে তিনি যেন আপনাকে একান্ত নিঃসম্বল ও নিঃসহায় ভাবিতেন। খৃষ্টের সহিত তাঁহার যে মধুর সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, তাহা যেন তিনি গুপ্ত ধনের ন্যায় অতি যত্নে ও সন্তর্পণে হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিতেন—এত বহুমূল্য, পবিত্র ও প্রিয়—যেন অকথ্য এই রূপে খ্রীষ্টরসামোদী নির্ম্মলেন্দু গোপনে, যে আনন্দামৃত ভোগে পরিতৃপ্তি পাইতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে কখন কোন জাগতিক প্রতিকুল শক্তি, ক্ষোভ, কষ্টাদি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

যখন তিন মাস ধরিয়া তিনি রোগের মহাদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে যাঁহারা দেখিতে আসিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া যেমন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইত, তেমনি তাঁহারা তাঁহার প্রশান্ত প্রফুল্লভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইত যেন জগতে কষ্টভোগী সাধুর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব স্বর্গে বাস করে, কিন্তু তাঁহার অনুৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব আরও উৎকর্ষে সিদ্ধ হইবার জন্য এখানে আসে; এবং যদিও সে এখানে আসে, সে তাঁহার উচ্চে বাসী ব্যক্তিত্বের সহিত সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত থাকে। এই কারণে যখনই কোন কষ্টভোগী সাধুর অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠে, তিনি তাঁহার স্বর্গে বাসী ব্যক্তিত্বের দ্বারা সান্ত্বনিত হন। এই কারণে আমরা সাধু ষ্টিফেনের যিহুদীদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে, মৃত্যুর সময়ে, তাঁহার অন্তশ্চক্ষুতে জীবনবল্লভের সন্দর্শন প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অপার আনন্দে বিভোর দেখিতে পাই।

নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যুতে যে আনন্দে অবস্থিতি ঘটিয়াছিল, তাহার নিদর্শন সে সময়ে উপস্থিতদের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের সাফল্যলাভে—বা আনন্দময়ের সন্দর্শনে—ইহার কারণ ছিল; কেন না আনন্দই পুরুষের আকাঙ্ক্ষ্য ও আরাধ্য। শ্রুতিতে ঈশ্বর "আনন্দ" বলিয়া সূচিত হইয়াছেন। তাই আনন্দাবস্থিতি ঈশ্বরাবস্থিতির পরিচায়ক।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির কষ্টভোগের সহিত যে খৃষ্টের কষ্টভোগ বিজড়িত এবং তাহাতেই যে তাঁহার কষ্টভোগ সহনীয় হয়, তাহা আমাদের প্রতীতি হয়। যখন সাধু ষ্টিফেন নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন, তখন তিনি খৃষ্টের শক্তিতেই তাঁহার কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, এবং খ্রীষ্টও তাঁহার সহিত তখন কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কেন না তিনি বলিয়াছেন, তিনি ভক্তের সহিত একীভূত। আর সাধু ষ্টিফেন যে, কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তিনি খৃষ্টের অপূর্ণ কষ্টভোগের মাত্রা খানিকটা পূর্ণ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাকে তাঁহার মণ্ডলীরূপ শরীরের জন্য ভুগিতে বাকি ছিল। এই কারণে যখনই কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি রুদ্ধ নিগৃহীত বা প্রহৃত হন বা কোন রূপ কষ্ট ভোগ করেন, তিনি নিরর্থক বা একাকিভোগী কেহ যেন না ভাবেন। নির্ম্মলেন্দুর মহাঘোর যন্ত্রণার মধ্যে শান্তাত্মা ও প্রফুল্লমুখচ্ছবির ইহাই রহস্য। সত্যই Mgr. Landriot বলিয়াছেন, "In the garden of life there is one necessary flower, it is faith; where that

heavenly plant does not grow many others dry up rapidly, especially that of true happiness"

যখন ষ্টেফানসের প্রিয়তম দেবতার পবিত্র নাম অক্ষত রাখা বা তাঁহার গুণানুবাদের আবশ্যকতা হইত, তখন তিনি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ হইয়া প্রেমের মিশ্রণে সত্য মধুরায়িত করিয়া অপরকে বেদিত করিতেন ; ইহা তাঁহার লিখিত কয়েকটি পত্রের উদ্ধৃতাংশ শত কণ্ঠে বিঘোষিত করে। খৃষ্ট ধর্ম্মের ঈদৃশ তেজস্বী অথচ মধুর, ভক্তিময় অথচ হৃদয়গ্রাহী যুক্তিতে পাঠকের বুদ্ধি অমৃতায়িত হয় এবং তাহা হৃদয়পটে জ্বলদক্ষরে লিখিত হইয়া তাহায় ভক্তিরসের উদ্রেক করে।

খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, তাহা আরও উদার এবং সার্ব্বজনীন ভাবে ব্যাখ্যাত হইলে জগতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে। শিক্ষিত লোকেরা ধর্ম্ম কেবল অন্ধ ভক্তিতে নহে, ন্যায় বুদ্ধিতে এবং বিচারিত-হৃদয়েও বুঝিতে চায় ; তাহাদিগকে তাহা সে ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া স্বমতসর্ব্বস্ব হইয়া, বা dogmatically, বিদ্বেষ বা গর্ব্বভাবে পূর্ণ হইয়া প্রচার করিলে কৃতকার্য্য হইবে না, তাহার পথ সুগমীকৃত হইবে না।

তিনি বলিতেন, খৃষ্টীয়ানেরা যেন সকলেরই সহিত প্রেম ও ঔদার্য্যযুক্ত ব্যবহার করে ; তাহার বৈলক্ষণ্যে খৃষ্টধর্ম্মের অপবাদ হইবে ; অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা ভাবিবে, 'খৃষ্টধর্ম্মের শক্তি নাই, দেখ, তাহাদিগকে উত্তম করিতে পারে নাই'। কিন্তু— "If we love one another, God dwelleth in us"— সকলের সহিত প্রেমে থাকিয়া ঈশ্বরের নিবাস হইলে যেমন

খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতেন, তেমন আর কিছুতেই হয় না। প্রত্যুত অনেক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অনেক সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে তাহা এমন দম্ভের সহিত ও উদ্ধতভাবে প্রচার করেন বা তাহা এমন ভঙ্গুর স্তম্ভের উপরে স্থাপন করেন যে, তাহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের হৃদয়ে তাহার বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষই প্রত্যুৎপন্ন হয়। কিন্তু পরিত্রাণ যখন সকলের আবশ্যক, সকলেই যখন পরভবিক মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষী, তখন যদি কেহ কোন রূপে, কোন কিছুর দ্বারা কাহারও পরিত্রাণের অন্তরায় হন, তাহা হইলে, তিনি কি ভাবিয়া থাকেন, তিনি অভিশাপের পাত্র হন? তাই যদি নির্ম্মলেন্দু বলিতেন, কোন উচ্চস্থানীয় ব্যক্তির মত নহে, কিন্তু সুহৃদয়ের ন্যায়, আন্তরিকতা, প্রেম ও নম্রতার সহিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে, তর্কে পরাভূত হইয়া নহে, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে, শ্রোতারা খৃষ্টের শরণাপন্ন হইবে, তাহাতে তাঁহার খ্রীষ্টপালিত ঔদার্য্য ও বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

নির্ম্মলেন্দুর সহিত আলাপে হিন্দুর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইত; খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে যুক্তি তাঁহার অনুধাবনীয় হইত। তাঁহার দ্বারা প্রেমে খৃষ্টীয় সত্যগুলি উদারতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়া অবারিত গতিতে তাঁহার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিত; বিদ্বেষভাব অপহৃত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা তাঁহার মনে উদয় করিত; কেহই খ্রীষ্টানুরাগে অনুসিক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না; যিনি পূর্ব্বে খৃষ্টের বিপক্ষে ছিলেন, তিনি তাঁহার দ্বারা তাঁহার সপক্ষে আনীত হইতেন। যদিবা

কেহ কখন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তঁাহার সহিত কূট তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার কোমল প্রাণ নির্দ্দয় ভাবে ক্ষত বিক্ষত করিতেন, তিনি তাঁহার প্রতি তিক্তভাবান্বিত হইতেন না—পাছে তাঁহার উদ্দিষ্টের হানি হয়। "Why do ye not uuderstand my speech ?" ঈদৃশ মনের ভাবে তিনি তাহার জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেন, এবং তাঁহার প্রেম যে, তাঁহার বিরুদ্ধ ভাব পরাজয় করিয়া, তাঁহাকে খ্রীষ্টের সপক্ষে আনিতে পারিবে, তিনি খুব বিশ্বাসবান্ ছিলেন। এই রূপে বালক নির্ম্মলেন্দু অনেক সত্যসন্ধ ব্যক্তি এবং খৃষ্টের মধ্যে সেতুরূপে অবস্থান করিতেন। কোন কোন ইয়ুরোপীয় এবং দেশীয় পাদ্রী, অন্য বালকদিগকে শিক্ষা ব্যপদেশে, তাঁহাকে আদর্শ করিতে বলিতেন। আমরা একটি ধর্ম্মাচার্য্যকে কোন সময়ে ক্ষোভ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি,—"আমি খৃষ্টের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি এবং পরিচারকেরও কার্য্য করিতেছি, কিন্তু হায়! আমি ষ্টেফানসের মত ধার্ম্মিক হইতে পারিলাম না।" ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনুষ্যদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন হইলে—যাহা নানা ধর্ম্মমতের দ্বারা উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই, নির্ম্মলেন্দুর প্রেমাত্মক জীবনের দ্বারা, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র জগতে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর যাঁহাদের অন্তরে সপ্রকাশ হন, তাঁহারা চরিত্রের দ্বারা অপর মনুষ্যদের সমক্ষে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যদের সারল্যাদি অনুসারে ঈশ্বর আপনাকে তাহাদের দ্বারা অল্পাধিকরূপে প্রকাশ করেন। খৃষ্ট বলিয়াছেন, "কেহ

পিতাকে জানে না, কেবল পুত্রই জানেন।" কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যাহাকে পুত্র পিতাকে প্রকাশ করিতে চান?—খৃষ্ট বলেন, "সে তাঁহার সরলহৃদয় পুত্র।"

নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের চতুর্থ বিশেষত্ব উদারতা। তিনি যেমন আপনার সম্বন্ধে কঠিননিয়মী, তদ্রূপ অপরের দোষ ও দুর্ব্বলতায় খুব সহিষ্ণু ও উপেক্ষাকারী ছিলেন। তিনি কখন কাহারও ত্রুটি বা দোষাদিতে তাহাকে লজ্জা দিয়া অপ্রতিভ করিতেন না; বরং সযত্নে বুঝাইয়া দিয়া, সেগুলি ভাবী উৎকর্ষের উৎপাদক বলিয়া, তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। তিনি বালকদিগকে, নিষ্কপট স্নেহে, তাঁহার নিকটে বিনা সঙ্কোচে সাহায্য পাইয়া উৎকর্ষলাভ করিতে সপ্রেমে আহ্বান করিতেন। তিনি তাঁহার প্রতি কাহারও অযথা ব্যবহারের একটি নিজের উদার ব্যাখ্যা দিয়া, তাহার কাঠোর্য্য হরণ করিয়া, তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় দিতেন। স্বীয় ক্ষমাশীলতায় অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি মন হইতে অপাকৃত করিয়া তিনি যে অন্তঃশান্তি ভোগের উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা সাধুদের অবলম্বিত। আত্মক্ষতির বিনিময়ে তাঁহাকে নিঃশব্দে ক্ষান্তিতে অপরের শান্তি রক্ষা করিতে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে। আবার কেহ তাঁহার প্রেম অগ্রাহ্য করিলে বা তাঁহাকে নিগৃহীত করিলে, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা চাহিবার অবসর না দিয়া, তাঁহারই উপযাচক হইয়া তাঁহাকে প্রেম করিতে ছুটিতেন।

চিন্তা ও কার্য্যের মহত্ত্বহেতু মনুষ্যেরা বিশেষিত হইয়া

থাকে। কিন্তু চিন্তা কার্য্যের প্রসূ বলিয়া তাহারই মহত্ত্ব বা নীচত্ব অনুসারে কার্য্য মহান্ বা নীচ হইয়া থাকে। একটি ক্রুর বা অসাধু চিন্তা মন্দ কার্য্য হইতে আরও ক্ষতিকর, কেননা চিন্তা সত্তাশালী, কার্য্য তাহা নহে। কাহারও অবিবেচিত কার্য্যের কুফল কালে বিলুপ্ত হইতে পারে; অবিবেকী ব্যক্তি অনুতাপ করিয়া পরে কল্যাণের পথে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু চিন্তা উত্তমে পবিবর্ত্তিত না হইলে মনুষ্যের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। যে ক্ষমার ভজনা করে না বা যাহার মনে নিয়ত প্রতিহিংসা জ্বলে, সে হত্যাকারী অপেক্ষা বেশি নরঘাতক; যাহার মন পরদ্রব্যের জন্য নিয়ত লুব্ধ হয়, সে ধৃত চোরের অপেক্ষা বেশি অপহারক; যে অপবিত্রান্তঃকরণ সে ইন্দ্রিয়সেবীর অপেক্ষা বেশী অশুচি; কেননা দুর্জ্জয় রিপুকে দমন করিতে না পারিবার হেতু কেহ নরঘাতক, চোর ও, ইন্দ্রিয়সেবী হইতে পারে। ইহাদের দুষ্কর্ম্ম দুশ্চিন্তা জনিত না হইতে পারে। কিন্তু চিন্তার লেখনী দ্বারা মনুষ্য তাহার আত্মার ললাটে প্রতি মুহূর্ত্ত লিখিতেছে, এবং তাহার ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি ও অবস্থা নির্ম্মাণ করিতেছে, যাহা সে পরে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইবে। তাই যাহার চিন্তা যত উত্তম, সে ক্রমাভিব্যক্তি বা evolutionএ উত্তমতাক্ষমাদি গুণসম্পন্ন হইয়া তত উচ্চে উঠিয়াছে, ভাবা সমীচীন। তাই যদি কেহ তাহার কোন সহমানবকে দোষী ভাবিয়া চাহে যে, সে তাহার নিকটে যেন ক্ষমা চাহে, ইহা বিহিত যে, তাহার চক্ষু দোষাশ্রিত কিনা সে দেখুক; সে তাহার ভিতরে দেখুক; কেন না প্রেম

পরের দোষ ভেদ করিয়া তাহার আত্মার মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করে—যিনি পূর্ণ প্রেম ও মহাসহনশীল।

নির্ম্মলেন্দুর উপরে জগতের ভাব ও প্রথা কখন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ধনগর্ব্ব বা বিলাসিতা বা ব্যুৎপত্তি-হেতুক অহঙ্কার কখন তাঁহার মনঃস্থৈর্য্য অপহরণ করিতে পারে নাই। কিঞ্চিন্মাত্র আপনার মর্য্যাদা, সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়া বরং তিনি অপরের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব পূরণ ও তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য চিন্তিত হইতেন। তিনি মনের দীনভাবতায় দরিদ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন; অপরের অপমানসূচক কথা বা ব্যবহারে ক্রোধে বা প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত না হইয়া, তাহা নীরবে সহ্য করিতেন। বাস্তবিক যিনি নিজ গৃহে কেবল স্নেহাদরে অতি কোমলভাবে লালিতপালিত হইয়াছিলেন. তাঁহার কুসুম-সুকুমার প্রাণে তিনি কিরূপে বাহিরের পারুষ্য ও কঠোরতা ওরূপ প্রশান্তভাবে সহ্য করিতেন, আমরা ভাবিতে পারি না; ইহা তাঁহার বহু সাধনায় আয়ত্ত হইয়াছিল মনে হয়।

নির্ম্মলেন্দুর নিজের জন্য কিছুই ব্যয় বা চিন্তা করিতেন না। তিনি তাঁহার বৃত্তি ও পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা কাহারও পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়া বা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কাহারও কোন সাহায্য করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ ও নিঃস্বার্থ ব্যবহারেই অনেকের মনে প্রতিস্নেহ উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারা

তাঁহাকে ভালবাসিত। কে কেমন ব্যক্তি অনেককাল অপরিজ্ঞাত থাকে না; এই কারণে তাঁহার সুনামের সৌরভ ক্রমে অপরিচিতদের মধ্যেও বিস্তারিত হইয়াছিল।

নির্ম্মলেন্দুর সুনাম ছাত্রমণ্ডলীতে বিস্তারিত হইয়াছিল। যিনি সত্য উত্তম তাঁহাকে লোকে জানিবেই। এইজন্য আমরা পাঠ করি, খৃষ্টের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "কিন্তু তিনি গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না।" আবার আমরা "প্রেরিতদের ক্রিয়া"য় পাঠ করি, লোকে তাঁহার শিষ্য পিতর ও যোহনকে "যীশুর সঙ্গী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল।" ইহাঁদের সম্বন্ধে এই গুপ্ত সংবাদ কি কেহ তাহাদিগকে বলিয়া দিয়া ছিল?—কেহই না। যাহা প্রভুর সম্বন্ধে সত্য, তাহা তাঁহার শিষ্যের সম্বন্ধেও সত্য। যাহা সত্য তাহা স্বপ্রকাশ।

নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের পঞ্চম বিশেষত্ব আত্মবর্জ্জন; ইহা নানা উত্তম গুণের জনয়িতা। তিনি আপনার মন হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিতে শিখিয়াছিলেন। মনুষ্য স্বত্বশূন্য না হইতে পারিলে পরহিতেরত, সহিষ্ণু, পরবেদনান্বিত ও দানী হইতে পারে না। ত্যাগ দুই প্রকারের; এক প্রকারের ধনাদি বাহ্যবস্তুর, কিন্তু আর এক প্রকারের ত্যাগ আছে—আত্মত্যাগ। যিনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠত্যাগী—দেবভাবাপন্ন। তিনি আপনাকে শূন্য করিয়া মহাশূন্য বা ঈশ্বরময় হন।

আত্মত্যাগের ন্যায় মহোচ্চ কল্পনা হইতে পারে না, যাহাতে আত্মলাভের বিনিময়ে অধিক লাভের অভিসন্ধি নাই।

আত্মত্যাগেই ত্যাগের সার্থকতা সিদ্ধ হয়, যাহা আপনার জীবন বিসর্জ্জনে, পরে, পুরস্কার ভোগের অবলম্ব পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আত্মত্যাগে জীবন রক্ষা বা আত্মরক্ষা অসম্ভব, যাহা অন্য সকল ত্যাগের আনুষঙ্গিক, যদ্দ্বারা ত্যাগীর অল্পের দ্বারা অধিক লাভের আকাজ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়। প্রথমে ত্যাগ পরে সুখভোগ লক্ষ্য হইলে, তাহার মহোদ্দেশ্য লুপ্ত হয়, তাহার মূল্য থাকে না। প্রত্যুত আত্মত্যাগের সম্পূর্ণ ফলাভিসন্ধি-হীনতার জন্যই বা ইহা আত্মার অন্ধ বলি বা venture বলিয়াই, ইহাকে প্রকৃত বিসর্জ্জন ভাবা যায়। এই জন্য যিনি আপনার হইতে আরও কোন মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য আপনার জীবন, তুলনায় মূল্যহীন ভাবিয়া, নিষ্কামভাবে, তাহা সম্প্রদান করেন, জগৎ তাঁহাকে বরেণ্য ভাবিয়া থাকে।

নির্ম্মলেন্দু আপনার মঙ্গলে উদাসীন হইয়া, আপনার সুখ সুবিধা বর্জ্জন করিয়া, কায়িক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, আপনার মেধা, বুদ্ধি, আত্মা ও প্রাণ সম্প্রদান করিয়া পরের উপকার করিতেন, বা আপনাকেই সম্পর্ণরূপে অপরকে দান করিয়াছিলেন। অপরের জন্য কোন কিছু কবা তাঁহার জীবনের কদাচিৎ ঘটনা নহে, কিন্তু একটি উপাদান ছিল; এবং অনেক সময়ে, পাছে ইহা কেহ জানিতে পারে, গোপনেই তাঁহার আত্মাহুতি সম্পন্ন হইত। ইহা করিতে শরীরে অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেও তিনি নিবৃত্ত হইতেন না। এই কারণে, তাঁহার কক্ষে, তাঁহাকে কখন কার্য্যের মধ্যে, কখন বা প্রার্থনাবস্থায় নিদ্রাভিভূত দেখা যাইত।

এমন কি যদি কেহ কখন কোন ক্ষতি করিয়া তাঁহার উপরে তাহা চাপাইয়া দিত, তিনি প্রকৃত ঘটনা বুঝাইয়া দিয়া আপনার দোষহীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন না, বরং আপনিই লাঞ্ছিত হইতেন বা কখন ঐ ক্ষতি পূরণও করিতেন। এই রূপে অনেক সময়ে ঘটনাদের প্রকৃতত্ব শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবার কারণে, অনেকের মনে তাঁহার সম্বন্ধে আবহমান ভুল ধারণা থাকিয়া যাইত। যখন ক্রমান্বয়ে দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার আত্মা কাতর হইত, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অন্তরের দুর্ব্বিষহ দুঃখভার ভুলিবার জন্য, আপনার মনে কোন ধর্ম্মগীত গাহিতেন, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন বা পিয়ানো বাজাইতে বসিতেন। ইহাই তাঁহার অবলম্বিত প্রতিবিধান ছিল।

নির্ম্মলেন্দুর সরল দরিদ্রপ্রীতি এবং সকলেরই সহিত বান্ধব্যে অবস্থান তাঁহার স্বত্বশূন্যতা হইতে জন্মিয়াছিল। তিনি কোন লোককে আপনার হইতে কখন নিকৃষ্ট ভাবিতেন না; সকলেরই সহিত স্নেহে আসক্ত হইতেন; এবং এই কারণে তাঁহার দৃষ্টিতে অৰ্দ্ধনগ্ন, অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময় বালকেরাও "কাদামাখা ফুল" হইয়াছিল। এক জন ফরাসি লেখক বলিয়াছেন, "The true picture of a reprobate is a rich man with confortable well-furnished house, who plays, passes his time pleasantly and looks on the poor and wretched as nothing to him. It was this which led the condemnation of the Dives." কিন্তু আমরা জানি, ধনাদি অধিকারী

হইয়াও নির্ম্মলেন্দুকে ঈদৃশ দোষ আদৌ কলুষিত করিতে পারে নাই।

স্বত্বশূন্যতা ও স্বার্থপরতা কোন অবস্থাগত গুণ বা দোষ নহে। সকল অবস্থাতেই মনুষ্য সাধনার দ্বারা আত্মত্যাগী ও পরপ্রেমিক হইতে পারে। যাঁহারা ভাবেন, যাঁহাদের ধনৈশ্বর্য্য আছে, তাঁহাদেরই আত্মত্যাগী ও পরপ্রেমিক হইবার সুবিধা বেশি, অপরদের নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। দারিদ্র্য বা আঢ্যতায়, উভয় অবস্থাতেই, আত্মত্যাগ-বৃক্ষের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি সম্ভব; কেবল বীজই আবশ্যক। যদি বীজের অভাব থাকে, তাহা হইলে, উভয় অবস্থাই ইহার প্রতিকূল। মনুষ্যের মন ন্যায্য স্থানে না থাকিলে ধনী বা দরিদ্রের সমান পরীক্ষা। গিরি-শিখরে বা উপত্যকায় দাঁড়াইয়া আকাঙ্ক্ষী-হৃদয় উপরদিকে চাহিতে পারে, ঈশ্বরপ্রাণতায় পূর্ণ হইতে পারে, এবং তথা হইতে জগদ্ভ্রাতার অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে পারে—"পর-প্রেমিকেরা ধন্য, ত্যাগশীলেরা ধন্য।" ঈশ্বর মনুষ্যমনের ন্যায্য স্থান। যিনি নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি জানেন, তাঁহার মন কেমন ঈশ্বরে সংস্থিত ছিল, এবং তজ্জন্যই তিনি স্বত্বশূন্য ও ত্যাগপরায়ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

মনুষ্যের ঈশ্বরদায়াদ বলিয়া যে ধারণা আছে, তাহা পর-প্রেম বা ত্যাগশীলতার দ্বারাই সিদ্ধ বা অর্থবিশিষ্ট হইতে পারে, নচেৎ যে প্রকৃতি পাশব-জগতে রাজত্ব করে, তাহাই আমাদেরও বিশ্বাস করিতে হয়। স্বার্থশূন্যতাতেই মনুষ্য নিম্ন প্রাণীদের হইতে বিশেষিত হওয়ায় তাহার মহত্ব অবস্থিত, সে উচ্চে

উন্মেষের যোগ্য। Sir Francis More বলিয়াছেন, "We can not go to heaven in feather beds." যিনি মুমুক্ষু, তাঁহাকে আত্মত্যাগী হইতে হইবে; মনুষ্যের ঈশ্বরত্বে উত্থান অন্য উপায়ে সম্ভব নহে। যেমন আত্মত্যাগ আমাদের পারত্রিক সুখের উপায়, তদ্রূপ আত্মপ্রেম আমাদের অনেক দুঃখকষ্টের হেতুভূত। স্বার্থসাধন হইতে যে কত মন্দ উৎপন্ন হয়, মনুষ্যত্বের অধঃপতন হয়, বালকেরা কি ভাবিয়া থাকে?

আমরা দেখিতে পাই, অপরে নির্ম্মলেন্দুর বিক্ষোভের কারণ হইলেও তিনি কখন কোনরূপে তাহা কাহারও হন নাই। বিধাতা যে যে উপাদান দিয়া তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি তাহাদিগকেও গড়িয়াছিলেন, তথাপি এরূপ বৈসাদৃশ্য কেন?—সকলের মধ্যেই উৎকৃষ্ট আছে, কিন্তু যিনি তাহার অনুরাগী হন, তিনিই, প্রতিকূল ঘটনানিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়াও, কখন উদ্দেশ্যচ্যুত হন না। যিনি স্বীয় অভ্যন্তরস্থ মহত্তমের ভজনা করেন বা ত্যাগ, ক্ষমা, নিরহঙ্কারতা, স্বত্বশূন্যতা, পবিত্রতা, আত্মসংযমাদির সেবা করেন, তিনিই পরম তীর্থের যাত্রী হন; তাঁহার দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সুখ সঞ্চিত হয়। আমাদের মধ্যে যাহা আছে, তাহারই অনুশীলনে ও বাধ্যতায় আমাদের পরম শ্রেয়ঃ সিদ্ধ হইবে। বিরোধিশক্তির মধ্যে থাকিয়া নিরোধিশক্তির ব্যবহারেই মনুষ্য মনুষ্য হইয়াছে, এবং ইহাই তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিবে। আমাদের চরিত্রই আমরা, এখন আছি এবং পরে হইব।

যদিও আমরা দেখিতে পাই, নির্ম্মলেন্দুকে দুঃখ-ক্ষোভ সমাচ্ছন্ন পথে চলিতে হইয়াছিল, আমরা তাহাতে বিস্মিত হইব না, কেন না ইহা ঊর্দ্ধবাহী। ভাববাদী ইসায়াহ ঈশ্বর দাসকে বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাকে "The suffering servent of Jehovah" নামে অভিহিত করিয়াছেন;—দুঃখ-ক্ষোভ আর কে ভোগ করিবে, যদি না ঈশ্বরের দাস? তিনি যেন ইহার জন্যই মনোনীত, মনুষ্যদের মধ্যে বিশেষিত। কিন্তু দুঃখে যে অপূর্ব্ব আনন্দ, ক্ষোভে যে অদ্ভুত লাভ, তাহার রহস্য সেই ক্রুশর্পিত খ্রীষ্টেরই বিশেষরূপে জানা ছিল। যাঁহার মস্তক কণ্টকমুকুটে মণ্ডিত হইয়াছিল, তিনিই তৎসন্নিবেশিত কুসুমের সুগন্ধ অভিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে উপর দিকে লইয়া গিয়া ঈশ্বরে পৌঁছাইয়াছিল; এবং তখন তাঁহার অন্বেষকদিগকে দিব্য-পুরুষেরা বলিয়াছিল, "মৃতদের মধ্যে জীবিতকে খুঁজিতেছ কেন?" প্রভুর সম্বন্ধে যাহা সত্য, দাসের সম্বন্ধেও তাহা সত্য।

আবার আমরা এ জগতে দেখিতে পাই, দুঃখকষ্টাদি ভোগ করিয়া কেহ কিছু করিয়া যায় এবং তাহার ফলে অপর লোকেরা সে সময়ে বা উত্তরকালে কল্যাণ ভোগ করে। প্রত্যুত ইহা মনে হয়, যাঁহাকে পাপের কুহকবাণী আকৃষ্ট করিতে যায় নাই, কষ্ট অত্যাচারাদি নাস্তিকতায় প্রবৃদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, যাঁহার অন্তঃকরণ রিপুগণের রণভূমি হয় নাই, তাঁহার সাধুতা বা ঈশ্বরভক্তির মূল্য অধিক নহে—a mere negative virtue—প্রত্যাশিত অবশ্যম্ভাবী উত্তমতা মাত্র।

বাস্তবিক যদি এ জীবন কোন অদৃশ্য উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষামঠ হয়, তাহা হইলে, দুঃখকষ্টাদিতে যে চরিত্রের উৎকর্ষ অর্জ্জিত হয়, তদ্দ্বারা আমরা আরও উচ্চ জীবনের যোগ্য হই।

নির্ম্মলেন্দুর জীবন যে অনেক বালকের কল্যাণকর হইয়াছিল, তাহা আমাদের অভিজ্ঞানে আসিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্কুলের একটি সহাধ্যায়ী বালক বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মলেন্দু অনেকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।" একটি কৃতবিদ্য হিন্দু—"সম্মিলনী" পত্রিকায় তাঁহার লিখিত—"Nirmalendu—a study" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ক্ষুদ্র বালক নির্ম্মলেন্দুর প্রত্যেক অণুপরমাণু হইতে শত শত নির্ম্মলেন্দুর সৃষ্টি করিতে ভগবান্ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" আর একটি শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এ রত্ন আমাদের জন্য নহে, ভগবানের সেবার জন্য; কেবলমাত্র শিক্ষা দিতে কয়েক বৎসর মাত্র ছিলেন। তিনি বাস্তবিকই রাজা হয়েছেন। তাই শেষ মুহূর্ত্তে তাই দেখে গেলেন ও আমাদের সকলকে বলে গেলেন, 'তোমরা আমার জন্য দুঃখ কোরো না, আজ আমার অভিষেক।'"

এই জগতে মানবমণ্ডলী দুই জাতীয় লোকে বিভক্ত; এবং তাহারা যাহার দ্বারা বিভক্ত, তাহা তাহাদের সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্ম প্রভাবিত করে। এক জাতীয়ের প্রকৃতি, তাহারা নিজের জন্য অহোরাত্র ব্যস্ত; স্বার্থসম্বর্দ্ধনে তাহাদের যত চিন্তা, উদ্যম ও পরিশ্রম; এবং তাহার অধিগমে তাহারা ভাবে

তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আর এক জাতীয়ের প্রকৃতি, যাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, তাহারা পরের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য আপনাদের সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া ভাবে তাহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। খৃষ্ট বলিয়াছেন, ইহারাই ঈশ্বরের প্রিয়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, মনুষ্যেরা যেন এইরূপ হয়। যাঁহারা ষ্টেফানসকে জানিতেন, তাঁহারা জানেন, এবং যাঁহারা তাঁহার এই আখ্যায়িকা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের অবগতি হইবে যে, তিনি শেষোক্ত-শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন।

পাপ দুই প্রকারের—অকর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান এবং কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অকর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে যে পাপ, তাহার জন্যই অনেকে দুঃখিত হয়। প্রত্যুত কর্ত্তব্য না করায় যে কত অপরাধ, তাহা অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকে—তাহা যেন কিছুই নহে। ইহাতে আমাদের মনে হয়, ঈদৃশ ব্যক্তিদের এখনও ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞান হয় নাই; তাহা যদি হইত, তাহারা উভয়বিধ অপরাধেই সমান দুঃখিত হইত। আমরা খৃষ্টচরিতে পাঠ করি, খৃষ্ট বলিয়াছেন, বিশ্বের রাজা যখন, শেষ দিনে, বিচার করিতে বসিবেন, তখন তিনি যাহারা পরের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, "হে পিতার আশীর্ব্বাদ-ভাজনেরা, তোমরা যখন ইহা ইহা করিয়াছ, তোমরা রাজপ্রসাদ ভোগ কর।" কিন্তু যাহারা পরের প্রতি কর্ত্তব্য করে নাই, তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, "হে অভিশপ্তেরা তোমরা যখন ইহা ইহা কর নাই, তোমরা নরকযন্ত্রণা ভোগ কর।" লেখা আছে, তখন

তাহারা মহাবিস্ময়ান্বিত হইয়া দারুণ ক্ষোভাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। মহাবিস্ময়েরই কথা বটে, কেন না রাজা তাহাদের পরের প্রতি অবহেলা নিজেরই প্রতি কৃত অপরাধ ধরিয়া লইবেন। এই রূপে পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করা যে তাচ্ছিল্যের নহে, কিন্তু পরিণামে মহাভয়াবহ, ইহা আমাদের সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

সমস্ত খ্রীষ্ট শিক্ষার নিষ্কল সার এই উদাহরণে নিহিত। ইহাই তাঁহার সার্ব্বজনীন অমৃত শিক্ষা যাহাতে মনুষ্যবিশেষেরই মঙ্গল সংস্থচিত হইয়াছে। ইহাতে কোন ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসূত্রের গন্ধমাত্র নাই, ইহাতে পররক্ষণই আত্মরক্ষণের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিস্থাপিত হইয়াছে। তাই যাঁহারা কেবল নিজের পরিত্রাণের জন্যও আকাঙ্ক্ষী হইবে, তাহাদের পরভবিক সুখের স্বপ্ন প্রভাতীয় বাষ্পের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইবে—কি অদ্ভুত কথা! ব্যষ্টির মঙ্গল সমষ্টির মঙ্গলের উপর নির্ভর করে; প্রত্যেকের পরিত্রাণ তাহার সহমানবের প্রতি নিত্য কর্ত্তব্য পালনের উপরে প্রতিষ্ঠাপিত; অন্য উপায় নাই—কি অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর সংবাদ!

কেবল স্বীয় মঙ্গল সঞ্চয়ে তৎপর থাকিলে কাহারও যে, ভাবী মঙ্গল লাভ হয় না, অনেকে বুঝিতে পারে না। যত দিন মনুষ্যেরা বিশ্বাস করিবে, তাহারা কর্ত্তব্য না করিয়াও তাহার ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা পাইবে; পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া, যেমন পারিষদেরা তোষামোদপ্রিয় রাজার তোষামোদ করিয়া প্রসাদ লাভ করে, তাহারাও তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রসাদলাভ করিতে

পারিবে; যত দিন তাহাদের মনে হইবে, আত্মপরিত্রাণ সার্ব্ব-লৌকিক পরিত্রাণ হইতে মহত্তর, তত দিন অনেকে নিরীশ্বরবাদী হইয়াও পরসেবার মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া জীবনের সিদ্ধিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরবাদী হইয়া, নিরম্বু উপবাস করিয়া, পরসেবায় রত হইবে না, তাহারা শেষে সিদ্ধিতে পৌছিবে না। আবার তদ্রূপ প্রেমে নহে, কিন্তু স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যাহারা সৎকার্য্য করিবে, তাহাদের চরম মঙ্গল লাভ হইবে না; যেহেতু তাহারা ব্যবসায়ীদের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, যাহারা লাভের আশায় কার্য্য করে।

জীবন যে একটি কর্ত্তব্যক্ষেত্র, তাহা নির্ম্মলেন্দুর সংজ্ঞায় অবভাসিত হইয়াছিল, এবং তিনি তাঁহার জীবনের পবিত্র কার্য্যভারটি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তাহার সাফল্যের উদ্দেশে আপনার অভ্যন্তরে আপনাকে গোপনে সম্প্রদান করিয়াছিলেন: "What am I? I am no one—but I have come into the world to do the duty imposed upon me by my God,"—কোন বন্ধুকে লিখিত তাঁহার একটি পত্রের কতিপয় পংক্তি, যাহা এই পুস্তকের পূর্ব্বাংশে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদিগকে তাঁহার চরিত্রের যে চিত্ররেখা প্রদর্শন করে, আমরা তাহায় মুগ্ধ হইয়া যাই, এবং তাহা পুণ্য বলিয়াই আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে বাধিত হই।

মনুষ্যের চরিত্রের উৎকর্ষেই তাহার দেবত্বে পরাগতি হয়। মনুষ্যেরা কিরূপে ঈশ্বরের সহিত অনন্যত্বে থাকিতে পারে মানব-ধর্ম্মের সমস্যা। খ্রীষ্ট ইহার সমাধানে তাঁহার শিষ্যদিগকে

বলিয়াছিলেন, তাহারা যেন তাঁহার সদৃশ হয়। কিন্তু মানব-প্রকৃতির অমৈত্রভাব বা স্বার্থপরতাই ইহার পরিপন্থী। এই ভাব বশতঃই তাহারা পরস্পর, পরিবার, সমাজ এবং জাতিদের মধ্যে অপ্রেমে বিচ্ছিন্ন এবং ঈশ্বরে অসংস্থিত। তাই উপায়-কুশল খৃষ্ট জগদ্বাসীদিগকে এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, তাহারা যেন তাঁহার ন্যায় হয়। প্রেমই তাঁহার ধর্ম্মের মূল মন্ত্র এবং তাঁহার ন্যায় হইবার একমাত্র উপায়। এরূপ ধর্ম্ম বিপ্লবকর হইবেই; যে হেতু ইহার উদ্দেশ্য মানবপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন। তাই আমরা দেখিতে পাই, খ্রীষ্টের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যদিগকে শেলনিকা নগরীতে এই বলিয়া অনুযুক্ত করা হইয়াছিল যে, "তাহারা জগৎকে আপাদমস্তক উল্টাইয়া দিয়াছে।" সাধু পৌল বলেন, যাঁহার জীবন খৃষ্টানুপ্রাণিত, তিনি একটি নূতন পুরুষ। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি জগতের চক্ষুঃশূল হইলেও তিনি অপর লোকদিগকে উত্তমে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ।

নির্ম্মলেন্দুর প্রার্থনা ছিল, ঈশ্বরের জন্য জীবিত থাকা। ইহা পরিবর্ত্তিত ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা ও যাঁহার ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাঁহারই হৃদয়ের ভাষা। যিনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে না দিয়া থাকিতে পারেন না, এবং তিনি যাহা করেন, তিনি তাহাই করেন। তিনি জগতের না হইলেও তাহার সমস্ত ভালবাসেন, কেন না তাহাদের সৌন্দর্য্যের-দ্বারা তাঁহার কথঞ্চিৎ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকরণ হয়—যিনি তাঁহার একাধারে ঢাল, দুর্গ এবং হৃদয়বল্লভ।

ঈশ্বরবাধ্যতা তাঁহার জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া যায়; তাঁহার বাসনায় আর স্বার্থপরতা থাকে না; তিনি আর পার্থিব কামনায় প্রচালিত হন না। ইহাতে কেহ যদি নিকদিমের ন্যায় প্রশ্ন করেন, "ইহা কি প্রকারে হইতে পারে?"—তাহা হইলে তিনি নিকদিমকে খৃষ্টের উত্তর ভাবিয়া দেখুন,—"আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক মনুষ্য ঐরূপ।"

এই গ্রহ ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিনিচয়ের রণক্ষেত্র হইলেও ইহা নৈতিক জগৎ। নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রে যাহা ছিল না, অহঙ্কার হিংসা, কপটতা, পারুষ্য, স্বার্থপরতা যদ্দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র প্রায়শঃ দুষিত হইতে দেখা যায়, তাহার জন্য আমাদের যেমন তাঁহাকে সমাদর করিতে ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ তাঁহার দৈবী সম্পাদ্ বা প্রেমমৃদুতাদি আত্মিক উত্তম গুণগুলির জন্যও আমাদের মন তাঁহাকে সম্মান করিতে ছুটিয়া যায়। এ জগতে যাহা উত্তম, যাহা সুন্দর তাহা সমাদৃত হইবেই।

এই ঘোর মোহাভিভূত জগতে যেখানে সকলে স্বার্থপরতায় প্ররোচিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধাবমান, পরের স্থানে আপনার লাভ ও প্রতিপত্তির জন্য প্রাণপণে নিরত, সেখানে ইহাদের বিপরীত ভাবাপন্ন কোন লোককে কেবল পরের জন্য চিন্তিত ও ক্ষয়িত হইতে দেখিলে, কে না সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়? বীরপূজা বা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান কেবল মনুষ্যমধ্যে কেন নিম্ন জগতেও পরিদৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা মনুষ্য উচ্চে উন্নীত হয়। আমরা যখন পরগুণের প্রতিষ্ঠা করি, তখন আমরা সেই গুণ আমাদিগেতে হইবার সম্ভাবনা উৎপাদন করি।

তদ্রূপ যখন আমরা তাহা করি না, তখন আমরা অবনতির দিকে গমন করি। এই কারণে বলা যাইতে পারে, যাহাদের মধ্যে পরপ্রতিষ্ঠা যত কম, তাহারা নৈতিক জগতে তত অনুন্নত : কিন্তু যে সমাজে যত পরপ্রতিষ্ঠা থাকিবে, তাহা তত ঋদ্ধিশ্রীসম্পন্ন হইবে।

নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের মনোহারিত্বে কি অধ্যাপকবর্গ, কি সহাধ্যায়িগণ, কি অপর বালকেরা ও লোকেরা তাঁহায় আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধুর প্রভাব অনেকের উপরে বিস্তারিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার স্মৃতি আজও তাঁহাদের হৃদয়কে মধুরায়িত করিয়া রাখিয়াছে। আজও দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার নামোল্লেখে অনেকের হৃদয় শোকে খিন্নমান হয়। আজও অনেক হিন্দুবালক তাঁহার সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা আবার স্কটিস্ চর্চেস্ কলেজিয়েট স্কুলে তাঁহার একটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় এখানে উল্লেখ অস্থানে হইবে না যে, তাহার স্মৃতি সম্মানার্থে তাঁহার স্কুলের দুই জন অধ্যাপক প্রতি বৎসরে একটি রৌপ্যপদক এবং একটি পুস্তক উপহার দানানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তাঁহার সদ্‌গুণসৌরভ আবার বহু দূরে বিস্তৃত হওয়াতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পরিষদের অন্যতম সভ্য মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর তাঁহার গুণময়ী স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতিবার্ষিক একটি রৌপ্যপদকের অনুষ্ঠান সাধারণ সভায়, এই সত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন যে, উপর্য্যুক্ত স্কুলে যে বালক নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় সাধু চরিত্র প্রদর্শন করিবে,

সে তাহা পাইবে। যিনি সমানরূপে খৃষ্টীয়ান ও অখৃষ্টীয়ান লোকবৃন্দের সম্মান উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চিত মহান্।

মনুষ্য-বিগ্রহ কি ধাতুতে নিৰ্ম্মিত তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য; কিন্তু তাহার জীবনের বাহ্য কার্য্যগুলির পর্য্যবেক্ষণে তাহা কতকটা আমাদের অনুমেয় হইতে পারে। যাঁহারা নির্ম্মলেন্দুর সহিত কখন কোনরূপ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, তিনি অসাধারণরূপে মনোবলে এবং চরিত্রবলে বলীয়ান্ ছিলেন। "ত্যাগেই ভোগ" উপনিষদ্‌কারের ব্যত্যয়-বিশিষ্ট বচনের জাজ্জ্বল্য আদর্শ অনেকে এই বালকে পরিলক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা তাঁহার স্মৃতি এখন গৌরবমালো বিভূষিত করিতে চান। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় স্বত্বশূন্য সাধু বালক এই ঘোরবাস্তবভাবভাবিত এবং বিরোধিভাবাশ্রিত জগতে সুদুর্লভ। আমরা দেখিতে পাই, স্বত্বশূন্যতাতেই খ্রীষ্টের খ্রীষ্টত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল, তাই ইহা মনুষ্যে নানা উত্তম গুণের উদ্ভাবয়িতা।

এই জগতে কে কি উত্তম ধর্ম্মসূত্রের বিশ্বাসী বা ঈশ্বর-সম্বন্ধে কাহার কত অধিক ধারণা তাহায় কাহারও চরম গতি অবধারিত হয় না; কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞায় কেবল কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সরল জ্ঞানে ও তাহার শক্তিতে প্রচালিত হইয়া যিনি জীবদ্ধর্ম্ম পালন করেন, যাহার ফলে কণ্টকের স্থলে কুসুম উৎপন্ন হয়, সন্তাপ উপশমিত হয়, অবনতির গতি অবরুদ্ধ হয়, সত্যের অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হয়, প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়,

তাঁহার ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম; তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বাস্তবিক আমরা মিথ্যাই জীবিত থাকি, আমাদের জীবিত থাকা জীবিত থাকাই নহে, যদি আমরা যাহাদের মধ্যে থাকি, তাহাদের কিছু না করিতে পারি—কিছু উত্তমতর, কিছু বিরহিতদুঃখ।

অল্প কথায় নির্ম্মলেন্দুর চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল প্রেম। তাঁহার সংজ্ঞায় যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা মহানুভবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রেম—সর্ব্বজয়ী প্রেম, অমিত-প্রভব প্রেম, সকল উত্তম মনোবৃত্তি ও কার্য্যের প্রসূ প্রেম। তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের পশ্চাতে প্রেম, পবিত্র দৈবত প্রেম অধিবাস করিত বলিয়া, তিনি জীবনে ওরূপ ত্যাগপরায়ণ, মৃদুশীল, সহিষ্ণু, স্নেহবান্ পবিত্রভাব ও পরসেবাপর হইয়া বালকগণের মধ্যে বিশেষিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহায় তাঁহার নিজের বাসনা এবং দৈবত প্রেমের মধুর সম্মিলন ঘটিয়াছিল; এবং এই কারণে প্রতীতি হয়, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিশ্বস্ত ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই তিনি, সাধু পৌলের ন্যায়, আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারিতেন না, আমরা কিন্তু তাঁহার হইয়া বালকদিগকে বলি, "তোমরা ষ্টেফানসের অনুকারী হও, তিনি যেমন খ্রীষ্টের হইয়াছিলেন।"

আমরা যে, নির্ম্মলেন্দুর চরিত্র সমালোচনে প্রবৃত্ত, আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার অপ্রস্ফুটিত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য, বাক্য ও চিন্তাগুলি স্বর্গের উজ্জ্বলাভা প্রদর্শন করে; এবং

বেদিত করে, তাহারা যে খাত হইতে নিঃসৃত তাহা দেবত। আমরা তাঁহার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারি, মনুষ্যের আত্মা যতই অনন্তপ্রেমের সমীপবর্ত্তী হয়, ততই তাহার কর্ত্তব্যপালনেচ্ছা আরও প্রবৃদ্ধ হয়, এবং তাহাদের অপালনে মনের তিরস্কার আরও তীক্ষ্ণ অনুভূত হয়। খৃষ্ট ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "যে ক্ষুদ্র বিষয়গুলি সুপালন করে, সে মহান্ গুলিও সুপালন করিবে।" নির্ম্মলেন্দুর জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি মহোপদেশময়। তাহারা আমাদিগকে নিজের সম্বন্ধে অল্প এবং অপরের সম্বন্ধে বেশি চিন্তান্বিত করিতে নির্দ্দেশ করে; তাহারা সচরাচর আমাদের মনে যাহা উদিত হয়, তাহার অপেক্ষা আরও কিছু অধিক মহত্ত্বের উদয় করে।

মানবসমাজে অন্তরে উত্তমভাব এবং বাহিরে তদনুযায়ী চরিত্রশালী বালকগণের অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহার অপূর্ণতায় আমাদের কল্যাণ অপূর্ণ থাকিবে। আমরা কখন আমাদের বালকদিগের জীবন বহুমূল্য ভাবিয়া তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করিতে শিখিব? এক জন মনস্বী বলিয়াছেন, "বালকদিগের কেহ স্বামী হইবে না, কিন্তু সকলেই তাহাদের সেবক হইবে।" বাস্তবিক ইহাদের জীবনে মানবজাতির ভাবী কল্যাণ নিহিত। তাই যে সমাজে বালকদিগের উপযুক্ত মর্য্যাদা আছে, তাহার উন্নতিশ্রী অবিলম্বিত ভাবা যাইতে পারে। আমাদের বালকেরা কি ভাবিয়া থাকে, খৃষ্ট তাহাদের মুখে দৈবী শ্রী পরিলক্ষ্য করিয়াছিলেন?

বালক নির্ম্মলেন্দু আসিয়াছিলেন, ক্ষণস্থায়ী ও মধুর, ঊষার আলোকের ন্যায়—সৎ ও প্রেমিক, দীন ও মৃদু, শান্ত ও সুশীল।

তাঁহার জীবনে যুগসত্য প্রদর্শিত হইয়াছে—সাধুতায় দেবত্ব, স্বত্বশূন্যতায় ঐশ্বর্য্য, ত্যাগে অমৃতত্ব।

যিনি হিংসার দুর্গম পথে প্রেমে বিচরণ করিয়াছিলেন, অপকারে ক্ষান্তির ভজনা করিয়াছিলেন, দ্বন্দ্বে মৈত্রীর, সম্পদে নিরহঙ্কারতার এবং অবিশ্বাসের বাত্যায় ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন—তিনি এখন পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহার বাসনা ছিল পরোপকার, কর্ম্ম নিষ্কাম, পরিচ্ছদ মৃদুতা; যিনি অপমানে নীরব থাকিতেন, মন্দের মধ্যে কেবল উত্তম খুঁজিয়া লইতেন, আত্মসেবীদের মধ্যে আত্মত্যাগী ছিলেন, অন্ধকারে আলোক লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, কণ্টকের মধ্যে পুষ্প, দুঃখের মধ্যে শান্তি, অশ্রুর মধ্যে হাস্য—তিনি অক্ষয় মুকুট পাইয়াছেন; কেন না খৃষ্ট বলিয়াছেন, "Be thou faithful into death, I shall give thee the crown of life."

"Jewels for the Master's Kingdom,
Jewels for the Master's crown;
Jewels for the King triumphant,
When in glory He comes down."

Ruby Ellis.

গুণের সমাদর

"And you shall know the lengthened breath
Is not the sweetest gift God sends His friends,
And that sometimes, the sable pall of death
Conceals the fairest boon His love can send."

"Some one has said: 'There is sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than ten thousand tongues They are the messengers of overwhelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love."

Men who offer their lives do so because they believe there is something which matters more than life; and would prove their belief in act as well as in thought or word.

A. Clutton Brock.

And so the Word had breath, and wrought
With human hands the creed of creeds
In loveliness of perfect deeds,
More strong of all poetic thought.

Tennyson.
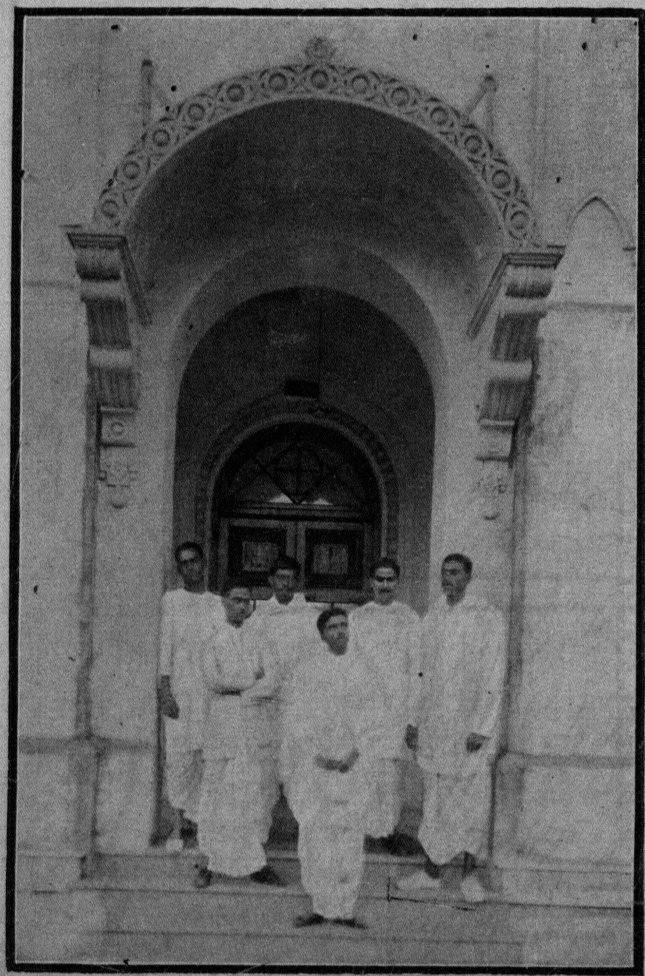
নির্ম্মলেন্দু হল, অব লেরণীংএ নির্ম্মলেন্দুর তৈলচিত্র
পুষ্প-ভূষিত করিয়া ছাত্রদের প্রত্যাবর্ত্তন

গুণের সমাদর

এ জগতে সকলেই মরে; কিন্তু যিনি লোকদের হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন, তিনি মরিয়াও মরেন না। ষ্টেফানস তাঁহার একটি প্রবন্ধে মহাপুরুষদের জীবনকে প্রবল জলপ্রবাহ এবং অপর মনুষ্যদিগকে বুদ্বুদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক মহাকালরূপ সাগরে প্রতিমুহূর্ত্তে কত মনুষ্যবুদ্বুদ উঠিতেছে ও পরক্ষণে মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—তাহাদের জীবনের মূল্য নাই। কিন্তু যিনি তাঁহার কালে জগৎকে কিছু উত্তমে পরিবর্ত্তন করিয়া যাইতে পারেন, তিনি শক্তিতে প্রবল জলপ্রবাহ সদৃশ।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন:

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্ব জন।"

মৃত্যু ঈদৃশ ব্যক্তিকে লোপ করা দূরে থাকুক, বরং আরও উজ্জ্বলরূপে অবভাসিত করে। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি আমরা নির্ম্মলেন্দুর জীবনে সুপ্রকট দেখিতে পাই, এবং ইহা যেমন তাঁহার জীবনকে অনেক বালকের জীবন হইতে বিশেষিত করে, তদ্রূপ ইহা তাঁহার মৃত্যুকেও এমন অর্থ দেয়, যাহা অনেক বালকের মৃত্যুতে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার জাগতিক নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু

তাহার মহার্ঘতার হেতু তাঁহার মৃত্যু চির শোচনীয় হইয়া থাকিবে। তিনি তাঁহার চতুস্পার্শ্বস্থ মানবদের হৃদয়ে এমন মধুর প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার স্মৃতি তাহাদের জ্ঞানে চিরমহনীয় হইয়া থাকিবে, এবং তাঁহার জীবনালেখ্য পাঠকমাত্রেরই মনে একটি উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে বিদ্যমান থাকিবে। নির্ম্মলেন্দুর পরলোক গমনের পরে যে দুইটি সাধারণ শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল, সে গুলি হইতে আমাদের উপর্য্যুক্ত ধারণা দৃঢ়ীকৃত হয়।

নির্ম্মলেন্দুর জীবন যেরূপ নিরীহ ও নীরব ছিল, যেমন একটি পাশ্চাত্য মনস্বী বলিয়াছেন, "There is very little drama in the life of a sage," তাহার কোন উত্তম আলেখ্য চিত্রিত করা অপেক্ষা তাহার সমাদর করা সহজ। তাঁহার মৃত্যু হেতুক দুইটি শোক প্রকাশক সভায় হিন্দু ও খৃষ্টীয় লোকেরা যে তাঁহার সম্বন্ধে অকৃত্রিম ও আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র একটি লিখিত আলেখ্যাপেক্ষা কত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আর, পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সাধু জীবনসম্বন্ধে সেই পাশ্চাত্য মনস্বীর উপর্য্যুক্ত উক্তিটি সত্য হইলেও, প্রত্যুত তাহা অপরের জীবনে এক ভাবে নাট্যেরই ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ, এই দুইটি সভায় হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান ব্যক্তিবৃন্দ ও হিন্দু বালকগণ নির্ম্মলেন্দুর সম্বন্ধে আত্যন্তিক আন্তরিকতার সহিত ক্ষোভ-শোকে অভিভূত হইয়া যেরূপ করুণ রসের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সভাস্থ কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বিশেষতঃ বালকদিগের সভায় শোকপ্রবাহ এমন উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরে সন্ধার সময়ে কলিকাতার স্কটিস্ চার্চ্চেস কলেজের হলে প্রথম সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় অনেক বালক উপস্থিত থাকিলেও ইহা বয়স্ক লোকেদেরই সভা বলিয়া বিশেষিত করা যাইতে পারে। যাঁহারা এই সাধু যুবককে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া এই শোকসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একটি যুবকের স্মৃতি-সভায় এত লোকের সমাগম পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ষ্টেফানস স্বীয় চরিত্রের গুণে জনসাধারণের হৃদয়ের সমাদর যে সাতিশয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সভায় বহু লোক-সমাগমের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। এই সভার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা আহূত হয় নাই। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের নরনারী ব্যতীত অনেক সম্রান্ত হিন্দু বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক ও অনপেক্ষিত বিপুল সভা দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে, ষ্টেফানস যেন সকল সম্প্রদায়েরই ছিলেন—তাঁহার প্রতি যেন সকলেরই দাবি ছিল।

এই সভায় ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনের পরিচারক শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চর্চ-মিশনরী সোসাইটীর ডিভিনিটী কলেজের অধ্যক্ষ পরিচারক

বটলার, চর্চ্চ অব গডের পরিচারক মোজেস, স্কটীশ চর্চ্চেস্ কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব বসু, ক্রাইষ্ট চর্চ্চের পালক পরিচারক বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ডফ্ চর্চ্চের পালক পরিচারক লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ স্বর্গীয় যুবকের জীবনের নানামুখী প্রতিভা ও সদ্‌গুণসম্পন্ন উন্নত চরিত্রসম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে নিম্নলিখিত ইংরাজি গীতটি ইউনাইটেড ফ্রি চর্চ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্রী মিস্ প্লম, তাঁহার ছাত্রীদিগের সহিত, অরগ্যান যোগে অতি করুণ স্বরে গান করেন :—

It is not death to die,
To leave this weary road,
And 'midst the brotherhood on high
To be at home with God.

It is not death to fling
Aside this sinful dust,
And rise on strong, exulting wing,
To live among the just.

Jesus Thou Prince of Life,
Thy chosen can not die ;
Like Thee they conquer in the strife
To reign with Thee on high.

ইহাঁর পরে শ্রদ্ধাভাজন পরিচারক বটুলার মহোদয় শাস্ত্র পাঠ ও হৃদয়ের আবেগে প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মণিলাল চন্দ্র ও কুমারী হিরণ্ময়ী চন্দ্র নিম্নলিখিত গীতটি গান করেন :—

এই চির ব্যাকুলিত মরমে
আসন পাতি বসেছিল সে।
রবি-রঞ্জিত কাঞ্চন বরণে
অমরার ছবি এঁকেছিল সে।
নিখিল বেদনা যতেক যাতনা
আপনার গুণে মুছে দিয়েছিল সে।
বেদনা-বিজড়িত হিয়ার মাঝারে
সব প্রীতিটুকু ঢেলেছিল সে।
স্বর্গ-সুত সম এসে, স্বর্গ-সুত সম হেসে
স্বর্গ-সুত সম ভালবেসেছিল সে।
হৃদয়ের স্নেহ, প্রাণের সম্প্রীতি
আপনার গুণে টেনে নিয়েছিল সে।

এই করুণরসাত্মক গানটি নির্ম্মলেন্দুর জীবনের আভাস প্রদান করিয়া উপস্থিত সকলের অন্তঃকরণ শোকে অভিভূত করিয়াছিল।

সঙ্গীতের পরে শ্রদ্ধেয় পরিচারক মোজেস বলেন :— আমি ষ্টেফানসকে বাল্যকাল হইতেই জানিতাম। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমি প্রাণে গভীর বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছি। ষ্টেফানস যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী, তখন রোগ

যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য ধৈর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি—তাঁহার মুখে একটিও অসার কথা শুনি নাই। তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া হাসিতে হাসিতে বীরের ন্যায় অমর ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। মানব-জীবনের দীর্ঘতানুসারে জীবনকে পরিমাণ না করিয়া যদি গুণানুসারে ইহার পরিমাণ করা হয়, তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ষ্টেফানসের জীবন বৃথাই অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহার অল্পকালস্থায়ী জীবনের সৌরভ এখনও চতুর্দ্দিক সুমিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এক জন ইংরাজ কবি সত্যই বলিয়াছেন :

"Acts of the just
Smell sweet and slossom in the dust."

ষ্টেফানস একটি দৃঢ় সংকল্পবিশিষ্ট এবং সংগঠিত-চরিত্র বালক ছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে মহৎ হইবার একটি উচ্চাভিলাষ বাল্যকাল হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেন। গণিত শাস্ত্রে তিনি যে প্রকার ব্যুৎপত্তির পরিচয় এই অল্প বয়সেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই যে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানব-জীবন যে কর্ম্মের ও সেবার জীবন ইহা তিনি এই অল্প বয়সেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অপরের সেবায় আপনাকে অর্পণ করিয়া তিনি প্রাণে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন। পরীক্ষায় কোন ক্রমে যাহারা তাঁহার উপরে হইত, তিনি কখনই তাহাদের প্রতি হিংসা করিতেন না, বরং কোন বিষয়ে তাহাদের সাহায্যের আবশ্যক হইলে তাহাদের হৃষ্টচিত্তে সাহায্য করিতেন।

গণিতের কোন কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য যখনই তাঁহার নিকটে কোন সহাধ্যায়ী বা অপর ছাত্র আসিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহার প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেন। প্রকৃত বন্ধুতা কি, তিনি তাহা জানিতেন এবং বন্ধুতা রক্ষার গূঢ় রহস্য যে নিঃস্বার্থ প্রেম, তিনি তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া সেই প্রকার কার্য্য করিতেন। তিনি বালক হইলেও প্রাজ্ঞের ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া অপরের উপকার করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি যে বৎসর ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসরে তাঁহার সহাধ্যায়ী একটি বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং তিনি ষ্টেফানসের এক জন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তিনি ষ্টেফানসের মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার পিতাকে যে সান্ত্বনা-পত্র লেখেন, তাহার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "There is little chance of my meeting with as sincere and good a friend as your son was."

উত্তম লোকের জীবন পরিলক্ষ্য করিয়া আমরা ইহা লাভ করিতে চাই, যেন তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা আপনাদের জীবন ঈশ্বরের প্রীতিকর করিয়া গঠিত করিতে পারি। আমরা এ স্থানে যে আমাদের স্বর্গগত ভ্রাতার জীবনসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন তাঁহারই ন্যায় চরিত্রবান্ ও সেবাশীল জীবনে উন্নত হইতে সমর্থ হই।

ইহার পরে স্কটীস্ চর্চ্চেস কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব বসু মহাশয় বলেন:—

স্বর্গীয় ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের অকাল মৃত্যুতে আমরা

সকলেই বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার সাধু সরল চরিত্রসম্বন্ধে দু' একটি কথা আলোচনা করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

আজ প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার পিতা, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তাঁহাকে স্কটীস্ চর্চ্চেস কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন; এবং যাহাতে বালকটি বিদ্যালয়স্থ অসৎ বালক-সংসর্গে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলেন।

ইহার পূর্ব্বে নির্ম্মলেন্দু আর কখনও কোন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন নাই। বোধ হয় নির্ম্মলেন্দু মাতৃহীন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় দৃষ্টির বহির্ভূত না করিয়া, গৃহেই তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার চরিত্র অতি সুন্দরভাবে গঠিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পরে আমি লক্ষ্য করিলাম যে, নির্ম্মলেন্দুর অসৎ সঙ্গে পতিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র-সংসর্গে অসৎ বালকগণ স্ব স্ব চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। অল্প দিনেই তাঁহার সরলতায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অকপট প্রেমভাব সর্ব্ব জনের উপরে সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কি ইংরাজি রচনা, কি গণিত শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন কোনটিতেই তাঁহার বুদ্ধি পরাভব মানিতে চাহিত না।

নির্ম্মলেন্দুর যে কেবল জাগতিক জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল, তাহা নহে; পারমার্থিক জ্ঞান লাভের চেষ্টাও তাঁহার প্রবল ছিল; কারণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে বিশেষ উদ্যোগী দেখা যাইত। খ্রীষ্টিয়ান বালকগণ আপনাদের শ্রেণীতে প্রায় ততটা অনুরাগের সহিত বাইবেল অধ্যয়ন করে না; কিন্তু ষ্টেফানসের সে সম্বন্ধে অনুরাগের ত্রুটি ছিল না। তিনি যাহাই পাঠ করিতেন, তাহাতেই প্রাণ মন পূর্ণ ভাবে সংযোগ করিতেন, এবং তাঁহার এই অনুরাগের ফলে তিনি স্কুলে অবস্থান কালে বাইবেল পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, যাহা তাহার পূর্ব্বে হিন্দু ছাত্রেরাই পাইত। এরূপ আদর্শ ধর্ম্ম-পরায়ণ বিনয়ী খ্রীষ্টিয়ান যুবক যথার্থই অতি বিরল। আমি বিদ্যালয়ে অনেক প্রকার বালক দেখিয়াছি, কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় সর্ব্বগুণবান্ বালক কদাচ দেখি নাই। তাঁহার শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা ও পাঠানুরাগ এবং সরল আচার ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে আদর্শ ছাত্র বলিয়া প্রশংসা করিত।

নির্ম্মলেন্দু যখন প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন, তাঁহার ইংরাজি পরীক্ষার উত্তর পত্রে তাঁহার বিশুদ্ধ সরল ইংরাজি রচনা দেখিয়া, এক জন প্রবীণ শিক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বালকের পূর্ব্ব জীবনের কথা আমরা কিছুই জানি না, তবে আমাদের বিদ্যালয়ে যে দুই বৎসর তিনি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমরা মোহিত হইয়াছিলাম। কারণ একমাত্র মাতৃহীন শিশু পুত্র স্বভাবতঃ পিতার

অতি আদরের ধন হইয়া থাকে ; ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া সেরূপ বালক যে ভবিষ্যতে একটি আদর্শ ব্যক্তি হইতে পারে, ইহা আমার ধারণায় ছিল না। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুকে দেখিয়া আমার সে ধারণা দূর হইয়াছে ; এবং আমি শ্রদ্ধাস্পদবন্ধু জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতার শিক্ষা প্রণালীর সুবন্দোবস্তের ও অসাধারণ ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

বালক দুই বৎসর পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ পীড়া বশতঃ নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বৃত্তিসহ প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যুতে আমরা সকলেই বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। কিন্তু যাহা আমাদিগের পক্ষে ব্যথার কারণ, তাহাই আবার নির্ম্মলচরিত্র নির্ম্মলেন্দুর পক্ষে মঙ্গলজনক ; কারণ আজ সেই মাতৃহীন বালক দুঃখ, ব্যাধি, শোক অতিক্রম করিয়া চির শান্তি-ধামে স্নেহময়ী জননী ও ভ্রাতা ভগিনীগণসহ মিলিত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। আজ তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, হিংসা নাই, রোগ নাই, মৃত্যু নাই—শুধু অমরত্ব ও অনন্ত সুখ।

হে পবিত্র নির্ম্মলেন্দু আজি তব নামে
ঝরে আঁখি, স্মরি তব নির্ম্মল স্বভাব ;
নাই তুমি হেথা বটে, আছ পুণ্য ধামে,
তবু আজি মনে হয় তোমার অভাব !
আছ তুমি চির সুখে—কাঁদিব না আর,
লভ তুমি চির শান্তি আনন্দ অপার।

ইহার পরে তৃতীয় বক্তা শ্রদ্ধেয় পরিচারক বীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস গদ্‌গদ কণ্ঠে রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—কোন কোন কুসুম যেমন বিকশিত হইতে না হইতেই, সৌগন্ধে জগৎ আমোদিত করিতে না করিতেই, বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আমাদিগের স্নেহের ষ্টেফানস আমাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অকস্মাৎ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনের বিশেষ বেদনার কারণ এই যে, ষ্টেফানসের উপরে আমি অনেক ভবিষ্যতের আশা স্থাপন করিয়াছিলাম। বালক বালিকাগণই মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ আশাস্থল, এবং এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন বালককে হারাইয়া আমার মনে হইতেছে যে, আমার মণ্ডলীর আকাশ হইতে একটি অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র অকস্মাৎ ভূপতিত হইয়া চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। ষ্টেফানস অল্প বয়সেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও তাঁহার জীবনে অমর কবি Wordsworthএর কথাগুলির প্রকৃত সফলতা দেখিতে পাই। কবি বলিয়াছেন, "The child is father of the man" অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন্ বালকটি কি প্রকার মনুষ্য হইবে, তাহার বাল্য জীবনেই তাহার লক্ষণ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ষ্টেফানস বাঁচিয়া থাকিলে পরিণত বয়সে তাঁহার জীবনে যে সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখিবার আমরা আশা করিয়াছিলাম—ঐ সাধু বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাহার অনেকগুলি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া আমাদিগকে চমকিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনে একটি অতি

উচ্চ ভাবের যে বিকাশ আমি দেখিয়াছি, আমি তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ষ্টেফানসের Confirmation এর পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দুই মাস যাবৎ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম। এমন চরিত্রবান্ বালককে আমি শিক্ষার্থীরূপে পাইয়া ঈশ্বরের নামের ধন্যবাদ করিয়াছিলাম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাঁহার অপূর্ব্ব অনুরাগ ও ভক্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের গূঢ় রহস্যের মধ্যে সরল ও বিনয়ী তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর ন্যায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রাণে এক বিমলানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলাম; কারণ ষ্টেফানসের বয়স্ক কোন যুবকের মধ্যে ঈদৃশ ধর্ম্মানুরাগ আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি যে অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। যখনই তাঁহাকে দেখিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "ষ্টেফানস কেমন আছ?" তখনই তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাল আছি।" যেন তিনি বলিতেন, "আমরা ঈশ্বরের হস্ত হইতে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহণ করিব, কোন অমঙ্গল লইব না?" কি প্রকারে নীরবে যে ক্রুশ বহন করিতে হয়, স্বীয় জীবনে বালক ষ্টেফানস তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বিনয় ও নম্রতা এই যুবকের জীবনে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে দেখিতে গেলেই তাঁহার ক্ষীণ হস্তদ্বয় কোন প্রকারে এক স্থানে করিয়া অতি ভক্তির সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। আমার মনে হইতেছে, এক সময়ে কোন এক

পুরোহিত ষ্টেফানসকে ভৎ´সনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐ প্রকার ভৎ´সনা করিবার কোনই কারণ ছিল না, বরং তাঁহারই দোষ ছিল। সেই সময়ে আমার মনে হইয়াছিল, ষ্টেফানসের স্থানে যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি দেখিয়াছিলাম সংযতাত্মা, ধীরপ্রকৃতি ষ্টেফানস বিনা বাক্য-ব্যয়ে মস্তক নত করিয়া ঐ অন্যায় ভৎ´সনা সহ্য করিয়া-ছিলেন। ঐ সাধু বালক পবিত্র আত্মার দানগুলিতে ধনী না হইলে কথনই জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এরূপ অপূর্ব্ব নম্রতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। খ্রীষ্টের ক্রুশ বহনের যদি কোন পুরস্কার থাকে, স্বর্গরাজ্যে যদি দীনাত্মাদিগের অধিকার থাকে, তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমাদের প্রিয় ষ্টেফানস সেই বাঞ্ছনীয় অমরধামে প্রবেশ করিয়াছেন, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, হিংসা নাই, অপমান নাই, মৃত্যু নাই কেবল চিরানন্দ, চির শান্তি, চির মিলন।

ষ্টেফানসের শোকে আমাদের হৃদয় মুহ্যমান :

বারিদ যেমতি, হায়, বরষার কালে
আবরিয়া নির্ম্মলেন্দু গগনের ভালে,
আঁধারিয়া দশদিশি,
পূর্ণিমায় অমানিশি
ঘটা’য়ে বিষাদ ছায়া আনে ধরাতলে ;

তেমতি ডুবিল রবি কি কু ক্ষণে আজি !
শত মেঘ উপজিল স্তরে স্তরে সাজি,
সুবিমল শশিছায়
স্নেহের বাছারে হায়,
লুকাইল অন্তরালে চিরতরে আজি !

অথবা কুসুম যথা বৃন্তচ্যুত হ'য়ে
খর তাপে কোরকেতে যায় গো শুকায়ে,
সৌগন্ধ বিলা'তে হায়,
এ জগতে নাহি পায়—
অকালে ষ্টেফেন তথা গেল গো ঝরিয়ে !

নাম তব নিরমল, চরিত্রও তাই,
গুণ তব এ জীবনে নাহি ভুলা যায় ;
সরল বিনীত মূর্ত্তি,
দয়ালুতা মুর্ত্তিমতী
ছেয়েছিল কচি প্রাণ, কি যে কব, হায় !

স্নিগ্ধকর ইন্দু যথা আকাশের গায়
নীরবেতে আসে, পুনঃ নীরবেতে যায়,
তুমিও নীরবে এলে,
নীরবে চলিয়া গেলে,
নিরীহ ঐ তব সম কে আছে কোথায় ?

পরদুঃখ বিমোচিতে ছিলে সদা রত,
আজি কেন নিজে অন্যে করিলে ব্যথিত?
চাহিলে না কারো পানে,
শত বাধা নাহি মেনে
চলিলে অমরপুরে হ'য়ে প্রফুল্লিত—

স্বরগের ফুল তুমি!—তাই বুঝি গেলে,
হতভাগ্য তব লোকে এ জগতে ফেলে?
রহিলে ধরণীতলে
পাপস্পৃষ্ট হবে ব'লে,
স্বরগের ফুল তুমি—স্বরগে চলিলে।

বীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার পরে চতুর্থ বক্তা শ্রদ্ধান্বিত পরিচারক লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন:—এই যুবকের স্মৃতিসভায় উপস্থিত হইয়া আমার সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়? মনুষ্য দীর্ঘকাল জগতে জীবন ধারণ করিলেই কি তাহার জীবন সার্থক হইল? আমাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া আত্মসেবায় জীবনকে নিকৃষ্ট হইতে দিলে দীর্ঘ জীবনের কোনই সার্থকতা নাই। ঈদৃশ দীর্ঘ জীবনে জগতের উপকার সিদ্ধ হয় না; সুতরাং ইহা আশীর্ব্বাদের কারণ না হইয়া অভিশাপের হেতু হইয়া পড়ে।

মানব জীবনের সার্থকতা জীবন দীর্ঘকাল, বা অল্পকাল

যাপনের উপরে নির্ভর করে না—ইহার প্রকৃত স্বার্থকতা তখনই সম্পাদিত হয়, যখন মানব এই জগতে তাহার আগমনের মহোদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পূর্ণার্থে আপনাকে নিযুক্ত করে। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এই জগতে তেত্রিশ বৎসর কাল মানবাকারে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের তেত্রিশ বৎসরের কথা লোকে বড় অধিক কিছুই বলে না; তিনি তিন বৎসর কাল মাত্র জীবন যাপন করিয়া যে মহাকার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহারই প্রশংসা-গীতিতে আজ জগতের মহাত্মবলিদান চতুর্দ্দিক মুখরিত। এই অল্প তিন বৎসরের অত্যাশ্চর্য্য শিক্ষা ও ফলে আজ জগৎ তাঁহার চরণ তলে লুণ্ঠিত ও দাসরূপে বিক্রীত। খ্রীষ্ট যে উদ্দেশে জগতে আসিয়াছিলেন, ঐ স্বল্প তিনটি বৎসরের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমাদের ষ্টেফানস কিছু কম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র এই জগতে ছিলেন বটে, কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই তিনি স্বীয় জীবনে তাঁহার এই জগতে আগমনের মহোদ্দেশ্য সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ষ্টেফানস স্বর্গের একটি অমূল্য কুসুম—তিনি স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন, আবার স্বর্গে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি এই জগতের পূতি দুর্গন্ধের মধ্যে থাকিয়াও যে সৌরভ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, সেই সৌরভে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; তাই আজ আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ অর্পণ করিতে আসিয়াছি।

বঙ্গরাজ বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গুণনির্ব্বাচক একটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেনরাজ ঐ সংজ্ঞাটি কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্য কেন প্রত্যেক ভদ্র জনের জন্যও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মনে হয়। তিনি বলেন, “আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, তপ, জ্ঞান, যশ, ধর্ম্ম এই নববিধ কুললক্ষণ”—এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত কুলীন অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্র পদবাচ্য। আজ কাল ঈদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। আমি আশৈশব অতি সূক্ষ্মরূপে ষ্টেফানসের জীবন পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ঐ ভদ্রগুণবাচক নব লক্ষণ ঐ খ্রীষ্টীয়ান বালকে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল! ষ্টেফানসের আচারের কথা কি বলিব?—এমন শুদ্ধাচার বালক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই; তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলে তাঁহার পরিচ্ছন্ন রুচির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; ধনীর সন্তান ষ্টেফানস ধনগৌরবে বিলোড়িতমস্তিস্ক কখনই হন নাই। তাঁহার কৃত্রিম লোক দেখান নম্রতা ছিল না। তিনি বিনয়ে প্রকৃতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও জ্ঞান ষ্টেফানসের জীবনের উদ্দেশ্যের প্রধান বিষয় ছিল। জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জ্জনের অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা এই সাধু বালকের অন্তরে অঙ্কুরাকারে লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার মধুর স্বভাব বশতঃ তিনি আপনাকে অনেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। সকলের প্রীতি আকর্ষণ করার ন্যায় মনুষ্যের জগতে প্রতিষ্ঠার বিষয় আর কি হইতে পারে? ষ্টেফানস তীর্থ দর্শনের জন্য দেশ দেশান্তরে গমন

করিতেন না বটে ; জগতের সাধু ও মহাপুরুষগণ তাঁহাদিগের পুস্তক নিচয়ের মধ্যে যে অমূল্য নিধি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা সযত্নে পাঠ করিয়া সাধু ও মহাপুরুষের সঙ্গে আপনাকে যোগযুক্ত মনে করিয়া তীর্থ দর্শনের বিমল প্রসাদ সম্ভোগ করিতেন। তপস্যা ষ্টেফানসের জীবনের গুপ্ত উপাদান ছিল ; কারণ আমরা জানি, তাঁহার জীবনে আমরা যে সমস্ত সদ্‌গুণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি, তাহা তাঁহার জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কঠোর সাধনার ফল। আত্মশক্তি লাভ করিয়া জীবনকে সঙ্কল্পের অধীন করা অপেক্ষা তপস্যা আর কি ? ষ্টেফানসের যশ অতুলনীয় ; তাঁহার ন্যায় মহনীয় বালক কি আর একটি দেখিতে পাওয়া যায় ? তিনি যশের রাজ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার না করিলে কি আমরা আজ এখানে একত্র হইতাম ? ধর্ম্ম ষ্টেফানসের জীবনের ভিত্তিমূল ছিল। ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের উন্নতির জন্য এই সাধু বালকের প্রাণ ব্যাকুলিত হয় নাই। ষ্টেফানস যাহাই করিতেন, তাহাতেই ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ধর্ম্ম ষ্টেফানসের জীবনে যেমন শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার জীবনকে মধুরান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, আমাদের বালক মাত্রেরই জীবন যেন তদ্রূপ ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়।

দীর্ঘই হউক আর সংক্ষিপ্তই হউক, যদি জীবন ঈশ্বরের গৌরবার্থে ও জনসেবায় অতিবাহিত হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই সার্থক হয়। ভারতের অমর কবি তুলসী দাস জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন .

"তুল্‌সী যব জগ্‌মে আয়ে,
জগ্ হসে, তুম্ রোএ ;
অয়সি কর্ণী কর্ চলো
যো তুম্, হসো এ জগ্ রোএ।"

আমাদের ষ্টেফানস ইহজীবনে নিশ্ছিদ্ররূপে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং এখন অমরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু আমরা তাঁহার ন্যায় অপার্থিব রত্নকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমাদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির বারি বর্ষণ করুন এবং তাঁহার পবিত্র জীবনের অনুকারী হইতে শক্তি দিন।

ইহার পরে শ্রীযুক্ত মণিলাল চন্দ্র ও কুমারী হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গান করেন।

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।

আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলিত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত।
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন?
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

এই হৃদয়বিদারী গীত গানের পরে "সম্মিলনীর" মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু এম, এ মহাশয় বলেন :—কোন বালকের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা করা বড়ই কঠিন, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাঁহার জীবনের গুণ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

ষ্টেফানসকে আশৈশব হইতেই আমি জানি ও লক্ষ্য করিয়াছি; এবং প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কিছু দিন তিনি আমার ছাত্র থাকায় তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাব জন্মে। পাঠ্য ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক আমার সহিত তাঁহার হইত এবং আমার নিকটে তিনি মন খুলিয়া সকল কথা বলিতেন। অতএব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিবার এই সুযোগহেতু আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ষ্টেফানস একটি অল্পবয়স্ক বালক হইলেও কালে একটি অসাধারণ পুরুষ হইবেন। এই জন্য মনে হয়, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ছাড়া আমাদের সমাজও নিশ্চিত একটি বহুমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, এবং আমাদের কর্ত্তব্য যেন তাঁহার স্মৃতি, আমাদের সমাজে—বিশেষতঃ আমাদের যুবকদিগের মধ্যে—বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকেও উন্নত করে।

ষ্টেফানস বালকাবস্থায়, এ জগৎ হইতে নীত হইয়াছেন;

কিন্তু ইতিমধ্যেই যাঁহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার মানসিক ক্ষমতা, ধর্ম্মভাব, নম্রতা উদারতা ও জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ষ্টেফানসের জীবনে আমি কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম। একটি বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, "The good and the beautiful are forms of the Infinite." বাস্তবিক এই বালকের জীবনের উপরে খ্রীষ্টের ছায়া পড়িয়া তাঁহাকে উত্তম এবং সুন্দর করিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার স্বাভাবিক কতকগুলি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জীবনকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উন্নত ও কার্য্যক্ষম করিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তৃতীয়তঃ তাঁহার জীবন মহৎ উদ্দেশে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় ছিল।

এই তিনটি বিষয়নিচয়ের সংযোগেই অর্থাৎ জ্ঞান, গুণ, ধর্ম্ম ও উদ্যমই লোককে মহৎ করিয়া তুলে।

তাঁহার মানসিক শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বেই আপনারা শুনিয়াছেন। Mathematics বা অঙ্কশাস্ত্রে ষ্টেফানস বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে একটি genius বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি অল্প দিন তাঁহাকে অঙ্ক শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং তাহার পরেও যাঁহারা বাটীতে বা স্কুলে তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন, সকলেই এক বাক্যে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন।

ইংরাজিতেও তাঁহার অতিশয় অধিকার ছিল। তাঁহার বয়স হিসাবে তিনি ইংরাজি Literatureএর অনেক পুস্তক

পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর, তখন বিলাতে "Boy's Own Paper"এ একটি Essay Competitionএ যোগ দিয়া তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর কেহই এ বিষয় জানিতেন না; কিন্তু ফল প্রকাশ হইলে তাঁহারা এ বিষয় জ্ঞাত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই Compitition এ England, America ও Australiaর বালকবৃন্দ যোগ দিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল এবং তিনি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় নিজভাব ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার ছবি আঁকিবার ও ইংরাজি সঙ্গীত চর্চ্চায় বেশ অধিকার ছিল। ১০।১১ বৎসর বয়সের সময়ে কতকগুলি Sketches তিনি আঁকিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিশেষতঃ Oxford Missionএর Father Walker, অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আমি কয়েকবার তাঁহাকে গাহিতে শুনিয়াছিলাম। বিশেষতঃ মনে পড়ে Overtoun Hallএ এক বন্ধুর বিদায় সভায় তিনি এমন সুন্দরভাবে ও দক্ষতাসহ ইংরাজি গান গাহিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ষ্টেফানস শৈশব হইতেই সকলকে প্রেম করিতেন। যখন তাঁহার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র এক দিন বাড়িতে একটি অপরিচিতা মহিলা আসিয়া ড্রইং রুমে বসিয়াছিলেন। বালক ষ্টেফানস

তাহা দেখিয়া গুটি গুটি সেই ঘরে আসিয়া আপনিই একেবারে সেই মহিলাটির ক্রোড়ে গিয়া বসিলেন। তাহাতে সকলেই অবাক্ হইলেন। তাহার পরে ষ্টেফানস তাঁহার পকেট হইতে একটি চকলেট বাহির করিয়া আপনার খুদে হাতে সেই মহিলাটির মুখে ঢুকাইয়া দিলেন। সকলেই ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন সেই মহিলাটি কি করিবেন; তিনি বালক ষ্টেফানসকে বলিলেন, "তুমি খাও, আমি খাচ্ছি," এই বলিয়া তিনি সেই চকলেট একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া ষ্টেফানসের সন্তোষার্থে নিজে খাইলেন ও বাকি টুকু তাঁহাকে দিলেন; তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহা খাইতে লাগিলেন।

এক দিন কারসিয়ংএ তাঁহার পিতার বাটিতে, বালক ষ্টেফানস যখন দশ বৎসরের, তখন তিনি তাঁহার সমবয়স্ক একটি প্রতিবাসী ইয়ুরোপীয় বালকের দ্বারা রাস্তায় বুটসহ পদাঘাতিত হইয়াছিলেন। বালক ষ্টেফানস সেই আঘাতে পড়িয়া গিয়া ঘন ঘন হাঁপাইতেছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাটীতে আনিলেন। তখন ষ্টেফানস হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ওকে কিছু বলিও না, ওকে কিছু বলিও না ও দুঃখ কর্‌বে।" এ কি আশ্চর্য্য প্রেমিক বালক!—কি হৃদয়ের মধুর বিশালতা! ইহা হইতে আমাদের ক্রুশার্পিত ত্রাণ কর্ত্তার তাঁহার নির্য্যাতকদের সম্বন্ধে কথা স্বতঃ মনে উদিত হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরপরায়ণতা ও প্রেম ষ্টেফানসের জীবনের প্রকৃতি ছিল, কল্পনার বস্তু ছিল না।

এই বিবিধগুণসম্পন্ন বালকের প্রাণের ইচ্ছা ছিল, যেন

তিনি বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা নিজের জীবনকে আরও উন্নত ও কার্য্যক্ষম করিতে পারেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ উদ্যম ছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনাঢ্য লোকের পুত্র বিদ্যার কঠোর পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া বিলাসিতা ও অলসতায় জীবন ব্যয় করিতে চাহে। কিন্তু ষ্টেফানসের বিন্দুমাত্র সে ভাব ছিল না। কেহ কেহ যখন বলিতেন যে, তাঁহার পড়িবার বিশেষ আবশ্যক কি? তাহা শুনিয়া তিনি তখন বলিতেন, তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন বিদ্যালাভের দ্বারা তিনি নিজ জীবনকে আরও উন্নত ও পরোপকারক্ষম করিতে পারেন। তাঁহার নিজের কথায়,—"I want University eduction to widen my knowledge, to enlarge the horizon of my thought and develope my sense of duty." বালক ষ্টেফানসের এই ভাব তাঁহার সমপাঠিবর্গ ও অপরের সানন্দে সাহায্য করায় বিশেষরূপে প্রকট হইয়াছিল।

একবার পীড়ার পরে তাঁহাকে পড়ার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম "তুমি পাস করিবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? তোমার ত চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "পয়সা থাকিলেই কি চাকরী করিতে নাই, কিম্বা পয়সার উপরে নির্ভর ক'রে ব'সে থেকে জীবনটাকে মাটী ক'র্‌তে হবে? আমাকে যদি চাকরী নাও ক'রতে হয়, বিদ্যা থাক্‌লে তার বলে আমার নিজের ও দেশের কত রকম উন্নতি করা যেতে পারে; বিদ্যা না থাক্‌লে সে

ক্ষমতা আমার থাক্‌বে না," আমি তাঁহার কথায় নিতান্ত সন্তুষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

ষ্টেফানসের ধর্ম্মভাবও অতি গভীর ও প্রবল ছিল। পড়া শেষ হইলে আমার তাঁহার সঙ্গে অনেক সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইত। "সম্মিলনী" পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইত, এবং আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ষ্টেফানস বিশেষ ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন বালক, এবং খ্রীষ্টে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। পনের বৎসর বয়স্ক বালকের এরূপ ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা ও আগ্রহ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নম্রতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। যাঁহারা তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন, তাঁহারাই তাঁহার ধীর প্রকৃতি, নম্রতা ও বাধ্যতা দেখিয়া মোহিত হইতেন। বর্ত্তমান যুগের ছেলেদের মধ্যে এরূপ ভাব অতি বিরল। আর সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি ও প্রসন্নতা দৃষ্ট হইত। তাঁহার হৃদয় পরোপকারে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি অনেক বালকের গোপনে পুস্তক ও অর্থ সাহায্য দ্বারা উপকার করিতেন এবং কাহাকেও বা পাঠ্য পুস্তক পড়াইয়া সাহায্য করিতেন।

ষ্টেফানস স্কুলে অন্যদের হইতে ব্যুৎপত্তি দেখাইতেন বলিয়া কোন কোন বালক তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রবুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কটু গালি দিয়াছিল ও মারিবে বলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ষ্টেফানস তাহার অন্য কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদের কাছে গিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা যদি আমাকে

মার, খ্রীষ্টের ভক্তের জীবনেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে।” ষ্টেফানসের এই মৃদু মধুর ব্যবহারে অবশেষে সেই বালকেরা তাঁহার স্নেহী বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল।

ষ্টেফানসের অপূর্ব্ব জীবনের একটি বিশেষ গুণের বিষয় বক্তাদিগের মধ্যে কেহই উল্লেখ করেন নাই। আমি অবগত আছি বলিয়া নিম্নে সেই বিষয়ে দুই একটিমাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। ষ্টেফানস ধনীর সন্তান হইলেও অর্থের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি তাঁহার পিতাকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, “বাবা, অধিক টাকা কড়ি থাকা কিছুই নয়—এ সব বিতরণ করিয়া ফেলাই ভাল।” ষ্টেফানস দান-সম্বন্ধে তাঁহার পিতার স্বভাব পূর্ণ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতা যেমন আপনি অতি সামান্য ভাবে থাকিয়া অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের জন্য সদাই ব্যস্ত, তদ্রূপ ষ্টেফানসের প্রাণ সর্ব্বদাই অপরকে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

ষ্টেফানস যে কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত ছিলেন, আর একটি ঘটনার দ্বারা তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থের অভাবে স্বর্গীয় মথুরানাথ বসুর প্রতিষ্ঠিত গোপালগঞ্জ মিশনের অবস্থা ইদানী শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি অর্থ-সঙ্কটের কথা শুনিয়া তাঁহার এক জন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, “আপনারা কি বিদেশের অর্থ ব্যতীত দেশের একটাও মঙ্গল-জনক সাধু কার্য্য চালাইতে পারেন না? আপনারা ত সকলে এক যোগে চেষ্টা করিয়া মাসে কয়েক শত টাকা সংগ্রহ করিয়া

ঐ মিশনের কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে পারেন।" ষ্টেফানসের মিশন কার্য্যের প্রতি যে এতটা অনুরাগ তাঁহার ঐ বন্ধুটি তাহা জানিতেন না। তাই তিনি তাঁহার মুখে ঈদৃশ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন বড় হইবে, তখন গোপালগঞ্জ মিশনের জন্য যাহা মঙ্গলজনক তাহা সম্পাদন করিও।" বন্ধুবরের এই কথা শুনিয়া ষ্টেফানস অতি উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ঈশ্বর যদি সময় ও সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্যে যেন মন প্রাণ দিয়া আমি সাহায্য করিতে পারি।" স্নেহের ষ্টেফানসের সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই তিনি স্বর্গে আরও উন্নত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্থান করিয়াছেন, এবং এখন সেখানে তিনি তাহা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরের গৌরব করিতে থাকুন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে "সম্মিলনী" পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে বিশেষ অনুরোধ করি। আমার আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে তাঁহার নিজের ইচ্ছামত কোনও বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখিতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যথাক্রমে তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ঐ প্রবন্ধটি গোপনে আমার হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। নিজ নামের পরিবর্ত্তে তিনি তাহাতে "বুদ্বুদ নির্ঘোষ" নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধের নাম "জীবন-প্রবাহ", এবং ইহাতে তিনি দুই প্রকার মানব-জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন—তাহারা বুদ্বুদ ও প্রবাহস্বরূপ। ইহা পাঠ করিলেই

ইহাদের পার্থক্য, ও "বুদ্বুদ" নামধারী "নির্ঘোষ" অর্থাৎ নির্ম্মলেন্দু ঘোষ যে নিজ জীবনকে মহাপ্রবাহরূপে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং এই অল্পবয়সেই তিনি যে জীবনসম্বন্ধে কিরূপ গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাঁহার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কে না অনুভব করিবে যে, ষ্টেফানস বাঁচিয়া থাকিলে একটি মহান্ ব্যক্তি হইতেন, এবং কে না তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে দুঃখ করিবে? এরূপ ভবিষ্য মহাশাপূর্ণ একটি জীবন এ ভাবে সাঙ্গ হইলে মনে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ হয়, এবং একটি কবির কথায় এই প্রশ্নটি আমাদের মনে সদা জাগিয়া উঠে, যথা :—

"আছি কি মোরা মায়াপুরে, যথায় ক্ষণৈক তরে
পতঙ্গের ন্যায় সুখ আলোকের ধারে?
মনের উল্লাসে সবে নাচি ঘুরে ঘুরে,
নিমিষের পরে আবার রহিব যে মরে!"

কিন্তু আবার চিন্তা করিতে দেখিতে পাই যে, সান্ত্বনারও অনেক কারণ আছে এবং আমাদের বৃথা দুঃখ করা উচিত নহে। জনৈক কবি লিখিয়াছেন :—

"আর ওই শিশুগুলি—কুঁড়ি ফুল যেন—
কুমার বয়সে যারা অদৃশ্য হইল,
মৃদুতা ও পবিত্রতাময়! যাহাদের
ক্ষুদ্র প্রাণ, তাঁর প্রেমে হত উথলিত,
ও কচি বয়সে; আর যারা গেয়েছিল

মাধুরী মাখিয়ে,' আহা, তাঁরি প্রেম গান,
ও ক্ষুদ্র কণ্ঠেতে; আর যারা এঁকেছিল
কমনীয় ছবি, আহা, লভিয়া তাঁহারি
প্রদত্ত গুণ ও ক্ষুদ্র করেতে—তারা কি
হে, বিলুপ্ত হবে, চিরতরে একেবারে,
এত স্নেহে, এত গুণে সাজালেন যারে,
সে গুণের লয় শুধু দেখিবেন বলে ?
না—তারা শিখিল যাহা, দেখাল এখানে,
আরো বিকশিত তাহা হইবে অন্যত্র।
কুলায়ে না হেরি ঐ বিহগশাবকে,
শোকেতে আকুল কেন হবে ওরে মন ?
জানে না গো কোন কুঞ্জে গিয়েছে সে উড়ে,
পাখা উঠে, আর সেথা মনোহারী গানে
কে জানে সে বিমোহিত করে বা এখন ?"

আমাদের ষ্টেফানস, আর এ জগতে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিবেন না বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, তিনি পৃথিবীর দুঃখকষ্ট এড়াইয়া অমরধামে, আত্মিক দেহ ধারণ করিয়া, দূতগণ ও আত্মিক পুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার উচ্চ গুণসকলের ব্যবহার করিয়া এক্ষণে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

আমরা যাহারা পৃথিবীতে আছি, তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য হারাইয়া দুঃখ করিতেছি বটে; কিন্তু আমরা এই যুবকের পরমসুন্দর জীবনের জন্য প্রভুর নামে ধন্যবাদ না করিয়া

থাকিতে পারি না। ঈশ্বর করুন আমরা তাঁহার আদর্শজীবন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যেন উচ্চ মার্গে অগ্রসর হই।

"তাহারা সকল যুগে প্রতিভূ খ্রীষ্টের,
যাহারা প্রকাশি প্রেম, আপন জীবনে,
জীবিত থাকিতে পারে তাঁহার জীবন।
প্রেমই মানবে লয়ে যায় ঐ ঈশ্বরে।"

যোগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার পরে শ্রদ্ধাভাজন পরিচারক বট্‌লার মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতায় আমাদের সম্মুখে পরলোকের এক জীবৎ চিত্র উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র—ইহা দ্বারা খ্রীষ্টীয়ান যেন এক সুরঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নীত হইয়া থাকেন। এই সুরঙ্গের অপর পারে স্থাপিত চির মনোহর অমর-অধ্যুষিত যে স্বর্গধাম, আমাদের প্রিয় ষ্টেফানস এখন সেই দিব্য নিকেতনে গমন করিয়াছেন, এবং সেখানে ত্রাণকর্ত্তা ও অমরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন। আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়া অদ্য ষ্টেফানসের অপূর্ব্ব গুণগ্রামের প্রশংসা করিতেছি এবং তিনি প্রশংসার যোগ্য পাত্রও বটে; কিন্তু প্রিয়তম ষ্টেফানস যদি আজ আমাদের মধ্যে সেই স্বর্গধাম হইতে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই আমাদিগকে বলিতেন যে, "আপনারা আমার যে গুণনিচয়ের প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে আমার নিজের গৌরবের কিছুই নাই, যাহা কিছু উত্তম আমাতে দেখিতেছেন, তাহা প্রভু-প্রদত্ত ও তাঁহার হেতু; সুতরাং সমস্ত গৌরব ও

প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য।" প্রিয়তম ষ্টেফানস এক্ষণে অবি-নশ্বর দিব্য দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে চির সুখে বাস করিতেছেন, এবং এই চিন্তা আমাদিগের পক্ষে কি সান্ত্বনাজনক!—আমাদের ষ্টেফানস মৃত নহেন, তিনি জীবিত।

পরিচারক বট্‌লারের বক্তৃতার পরে শ্রদ্ধেয় সভাপতি পরিচারক বিমলানন্দ নাগ মহাশয় এই মর্ম্মে বলেন:—আমাদের ষ্টেফানস আজ চির সুখ, চির মঙ্গল ও চির শান্তির রাজ্যে বাস করিতেছেন। আমরাও তাঁহার শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছি। কিন্তু তিনি যদি আজ এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কথা বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চতই বলিতেন, "তোমরা আজ আমার শোকে নিতান্তই পীড়িত হইয়াছ দেখিয়াছি, কিন্তু আমি যে এই শান্তির রাজ্যে কি সুখ, কি শান্তিতে আছি, তাহা যদি তোমরা জানিতে পারিতে, তাহা হইলে আমার জন্য কখনই শোক করিতে না।" আমাদের ষ্টেফানস ত্রাণকর্ত্তার বক্ষে এখন পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। কেন মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয়াকাশে ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন হইয়া আমাদিগকে কাতর করে, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলেও, আমরা আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, এই ঘোর ঘনঘটার অন্তরালে পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগের প্রিয় বস্তুটিকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকটবর্ত্তীই করিয়া থাকেন।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিত জর্জ্জ এডাম স্মিথ

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি একটি গোবৎসকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং গোমাতাটি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যগ্রতার সহিত গমন করিতেছে। তিনি এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঐ ব্যক্তি বাছুরটিকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে কেন, বাছুরটির কি কোন অসুখ হইয়াছে ?" পথিক বলিয়াছিলেন, "বাছুরটির কোন অসুখ হয় নাই, কিন্তু তাহাকে অগ্রে অগ্রে না লইয়া গেলে গাভীটি নড়িতে চাহিবে না ; তাই বাছুরটিকে অগ্রে লইয়া গিয়া ঐ লোকটি গাভীটির পশ্চাৎ গমনে সাহায্য করিতেছে।"

ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিধিটিকে অগ্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা আলোকে অনেক জিনিস দেখিতে পাই ; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বলেন, "তোমরা আলোকে অনেক জিনিষ দেখিয়াছ, কিন্তু গভীর অন্ধকারের মধ্যেও যে অনেক জিনিষ আছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পার না—একবার আলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্ধকার আকাশের দিকে তোমাদিগের দৃষ্টি উত্তোলন কর ; কত উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রকাশ দেখিয়া তোমাদের প্রাণ মন বিমুগ্ধ হইবে।" প্রিয় ষ্টেফানসের অভাবে আমাদের হৃদয়াকাশ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ষ্টেফানস এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

নাগ মহাশয়ের বক্তৃতার পরে মিস প্লম নিম্নলিখিত ইংরাজি গীতটি গান করেন :

Sleep on, beloved, sleep, and take thy rest ;
Lay down thy head upon thy Saviour's breast ;
We love thee well, but Jesus loves thee best ;
Good-night !

Only 'Good-night !' beloved, not 'Fare-well !'
A little while, and all His saints shall dwell
In hallowed union, indivisible .
Good-night !

Until we meet again before His throne,
Clothed in the spotless robe He gives His own,
Until we know even as we are known :
Good-night ! AMEN !

এই গীত গানের পরে শ্রদ্ধাভাজন পরিচারক হৃদয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সময়োপযোগী প্রার্থনা এবং তৎপরে শ্রদ্ধেয় পরিচারক ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় শান্তি বাচন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

এই সভার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন এক মহাগম্ভীর ভাব বিরাজিত ছিল যে, আমাদের মনে হইয়াছিল পবিত্রাত্মার দ্বারা ঐ সভা পরিচালিত হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত সভার পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারিতে

স্কটীস্ চর্চেস্ কলেজিয়েট স্কুলের হলে নির্ম্মলেন্দুর স্কুলের বন্ধুগণের দ্বারা তাঁর একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হয়।

এই সভায় স্কটীস্ চর্চেস কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ মন্মথমোহন বসু এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাগৃহ ছাত্রবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এই সভার ইহা বিশেষত্ব ছিল। স্কটীস্ চর্চেস্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধান্বিত আচার্য্য ডাক্তার ওয়াট্ এই উপলক্ষে বালকদের ব্যয়ে নির্ম্মিত নির্ম্মলেন্দুর একটি চিত্র স্কুলের হলে উন্মোচন করেন। এ চিত্রটি উন্মোচনের পূর্ব্বে তিনি নির্ম্মলেন্দুর অপূর্ব্ব গুণগ্রামের প্রশংসাসূচক একটি বক্তৃতা করেন। চিত্র উন্মোচনের কালে সভাস্থ সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় বালকের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহার স্কুলের কতিপয় শিক্ষক, সহাধ্যায়ী ও অন্যান্য বালক তাঁহার আকালিক মৃত্যুর কারণ তাঁহাদের আত্যন্তিক শোক প্রকাশ করেন।

এই সভায় কতিপয় বালক তাহাদের মনোভাব আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদের রচিত শোকোচ্ছ্বাসময় কয়েকটি কবিতা, করুণ রসে পূর্ণ হইয়া, পাঠ করিয়া এবং কয়েকটি শোকাবহ গান গাহিয়া তাহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছিল। সভাস্থ সকলে বালকদিগের মহাঘোর শোকসন্তাব অবলোকন করিয়া সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সাধু বালক বালকমণ্ডলীর উপরে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন।

বাস্তবিক এই সভায় যে শত শত হিন্দু বালক একটি খৃষ্টীয় বালকের গুণানুবাদের জন্য—যাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল খৃষ্টকে জীবনে প্রকাশ করা—তাহাদের আত্যন্তিক আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া কেহ যুগপৎ মোহিত ও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহা অপর কিছু নহে, কেবল প্রেম এবং যাহা কিছু মহৎ ও উত্তম তাহারই প্রকাশ্য জয়োদীরণ,—খৃষ্টের পুণ্যাত্মায় পূর্ণ ও পরিচালিত ব্যক্তি যে শেষে লোকে সম্মানমণ্ডিত ও মহনীয় হইয়া থাকেন, তাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই সভায় বালকবৃন্দ ব্যতীত আচার্য্য ডাক্তার ওয়াট্, আচার্য্যকানন ব্রাউন, মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, শ্রীযুক্ত এন্, জে, বসু, আর, কে, বসু, ডি, সি, দত্ত, আচার্য্য এইচ, জি, বানার্জি, আচার্য্য এম, মোজেস, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত অশোক শ্রী ঘোষ, অধ্যাপক অমৃত লাল বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ধ্রুবনাথ পাল, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গড়াই ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বসু অতি সুললিত কণ্ঠে গান করিয়া সকলের হৃদয়ে করুণ রসের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। যে সকল বালকেরা সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের কেবল কয়েক জনেরই মাত্র বক্তৃতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বলিয়াছেন,—ষ্টেফানসের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থে আজ আমরা এখানে সমবেত

হইয়াছি, ' জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার ' মঙ্গলসাধন করুন। ষ্টেফেন চলিয়া গিয়াছেন, আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন না; মর-জগতের শোকতাপের বোঝা নামাইয়া শান্তিময় অমরধামে চিরমঙ্গলময়ের ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন—আমাদিগকে শুধুই কাঁদিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। ষ্টেফেন যে আমাদের হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আজ চারি বৎসরমাত্র তাঁহার সহিত আমার পরিচয়; কিন্তু এই চারি বৎসরে তিনি আমাদের জীবনের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়াছিলেন যে, সারা জীবন ধরিয়া কেহ সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। প্রথম যে দিন এই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া তিনি ভর্ত্তি হন, সে দিন আমি মনে করিতে পারি নাই যে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলী, ভিন্ন সমাজাশ্রয়ী, সেই সাহেবি পোসাক পরা ছেলেটির সহিত কোন দিনও অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে পারিব, বা এত শীঘ্র আবার তাহারই জন্য আমাকে এমন ভাবে কাঁদিতে হইবে।

কেবলমাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি যখন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, আমি খৃষ্টের সেবক হইলেও আমি বাঙ্গালি, বাঙ্গালির সহিতই আমার স্বভাব মিশ খাইবে।" ইহার কয়েক দিন পরেই দেখি, ষ্টেফেন কোটপ্যাণ্ট ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া স্কুলে আসিয়াছেন। শুনিলাম আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য—আমাদিগের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার জন্যই তিনি এই বাঙ্গালির সাজ পরিয়া আসিয়াছেন। সে সহৃদয়তা,

সে বন্ধুপ্রাণতার কথা স্মরণ করিলে আজ কেবল চোখের জলেই ভাসিতে হয়।

কত খুঁটিনাটি কথা আজ মনে পড়িতেছে। স্কুলের ছুটীর পরে, বাড়ী যাইবার জন্য তাঁহার গাড়ী আসিত—আমাদের সহিত হেদো পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইবেন বলিয়া তিনি গাড়ী বিদায় করিয়া দিতেন। হেদোর মোড়ে দাঁড়াইয়া, কত ক্ষণ ধরিয়া, কত বিষয়ে, আমরা আলোচনা করিতাম—কথার শেষ হইত না। আজ তাই বুঝি বিধাতা কথা শেষ করিবার জন্য আমাদের মধ্য হইতে ষ্টেফেনকে টানিয়া লইলেন? স্কুলে ষ্টেফেন, বিজয় আর আমি এক বেঞ্চে বসিতাম—সকলে আমাদিগকে Three G's বলিয়া ডাকিত,—ষ্টেফেন ঘোষ, আমি ঘোষ, আর বিজয় গাঙ্গুলী G. ক্লাসে বসিয়া বালকসুলভ কত দুষ্টামি, পরস্পর কত হাস্যকৌতুক করিয়াছি। সেই হাস্যোজ্জ্বল দিন-গুলির স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই—এত শীঘ্রই কি তাহার শেষ হইল?

প্রায় প্রতি শনিবার স্কুলের ছুটীর পরে ষ্টেফেনের বাড়ীতে গিয়া আমরা গল্পগুজব করিতাম—তাস খেলিতাম। ষ্টেফেন তাস খেলিতে ভাল বাসিতেন না; আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের খেলায় যোগ দিতেন। সেই বয়সেই তিনি বন্ধুত্বের পদে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিতে শিখিয়াছিলেন।

আমাদের বন্ধুত্বকে জীবনব্যাপী করিবার জন্য কলেজে তিনি আমাদের নির্ব্বাচিত পাঠ্য বিষয়গুলিকেই নিজের জন্য

নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন—সে জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের আশা আপনার গুণে তিনি সফল করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু কে জানিত সে ভীষণ সফলতা এত শীঘ্র এমন করিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবে ?

ষ্টেফেন নাই—আর তাঁহার অভাবে অন্তরে বাহিরে শূন্যতা অনুভব করিতেছি। ক্লাসে Roll callএর সময় 76 ডাকে চমকাইয়া উঠি—মনে পড়ে ষ্টেফেন নাই! কলেজের ছুটীর পরে অভ্যাসমত ষ্টেফেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইতে গিয়া থমকিয়া চলিয়া আসি—মনে পড়ে ষ্টেফেন আর আসিবেন না! ষ্টেফেনের বাড়ীর পাশ দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসি—সে দিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না!

একত্রে কয়টি বন্ধু আমরা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিলাম; আজ অকালে তাহার মধ্যে একটি শুকাইয়া গেল কেন? যে বন্ধুপ্রাণতা, যে কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং যে প্রতিভাদ্বারা তিনি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছিলেন, অকালে তাহার বিলয় হইল কেন? জানি না, মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলাভিপ্রায় ইহাতে সিদ্ধ হইল।

মৃত্যু—নূতন কিছু তো নয়; কিন্তু তথাপি, যে ফুলটি ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিক সৌরভে আমোদিত করিবে বলিয়া মনে হইত, অকালে তাহাকে বৃন্তচ্যুত দেখিলে মন ব্যাকুল হইয়া উঠে—হৃদয় প্রবোধ মানিতে চায় না—যুক্তির বাঁধ ভাসাইয়া দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।

আমি ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতেছি না।

আমি শুধু এই বলিতে চাই—হৃদয় আমাদের বড় দুর্ব্বল, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না; শোকাকুল মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারি না! জগদীশ্বর আমাদের মনে শক্তি দিন, যেন আমরা তাঁহার কঠোর বিধান মাথা পাতিয়া লইয়া বলিতে পারি—"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!"

ইহার পরে সহধ্যায়ী প্রবোধচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন :—

ষ্টেফানসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল অল্প দিনের। সে বড় বেশি দিনের কথা নয়—প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে, এমনি এক নব বর্ষের প্রারম্ভে তিনি এক দিন তাঁর সৌম্য, শান্ত, ধীর প্রকৃতি নিয়ে, তাঁর উচ্চ মহৎ হৃদয়খানি নিয়ে, আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়েই, তাঁর এক গুণে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। দুই চারি দিন যাইতে না যাইতে তিনি তাঁর মধুমাখা ব্যবহারে আমাদের অনেককেই আপনার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সরলতা আমাদের মনকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় অবনত করে দিয়েছিল।

তিনি নেই—চলে গেছেন। বেশ, তাই হউক। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। জানি না অকালে, অসময়ে এই "নির্ম্মল"-পুষ্প মনুষ্যবাগান হতে ছিঁড়িয়া না লইলে তাঁর কোন মহান্ উদ্দেশ্য বিফল হইত কি না? আমাদের বড় দুঃখ—নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। জগৎ তাঁকে চিনিতে পারিল না। তিনি জগৎ উদ্যানের একান্তে ফুটিয়া দুই চারি জনকে তাঁর সৌরভ দিয়া সকলের অলক্ষ্যে ঝরে গেলেন। তাঁর দুঃখে জগৎ এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলবে না, তাঁর অভাব জগৎ

মোটেই অনুভব করবে না, এইটাই সবার চেয়ে আমাদের বুকে বাজবে। আমরা জনকতক শুধু তাঁর দুঃখ অনুভব কোরব, তাঁর জন্য অশ্রুমোচন কোরব, তাঁর মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দেব, আর তাঁর স্মৃতিকে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, সযত্নে, শ্রদ্ধা-সহকারে জাগরূক রাখব ; জগৎ তাঁকে চেনেনি, জানেনি, তাই তার খোঁজ নিচ্চে না। কিন্তু আমরা তাঁকে চিনেছিলাম, জেনেছিলাম, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্ব অনুভব করতে পেরেছিলাম, তাই তাঁর জন্য আজ এত ব্যথিত, এত ম্লান হয়েছি।

ষ্টেফানস বালকের সারল্য, তাপসের হৃদয়বল, স্বর্গদূতের পবিত্রতা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিনি চলে গেছেন, তিনি আর নাই। তিনি আমাদের মন বুঝিতেন, আমাদিগকে ভালবাসিতেন, সর্ব্বদা আমাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন, সৎ পরমার্শ দিতেন, আমাদের মঙ্গলের চেষ্টা করিতেন, আনন্দে যোগ দিয়া তাহা দ্বিগুণিত করিতেন—এমন বন্ধু কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ?

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, মৃত্যুতে তাঁহার পরিচয় উজ্জলতর হইয়া উঠে ; তাঁহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাঁহার চারি দিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাঁহার চরিত্র, তাঁহার কীর্ত্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-প্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈব শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল,

অথচ অমরতা লাভের পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা নির্ম্মলেন্দুকে চিনিয়াছিল, তাহারা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সকল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল।

ষ্টেফানস সাধারণের নিকট পরিচিত নহেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলাম, তাঁহার মহৎ হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটে অনেক সৎ গুণ পাইয়াছিলাম।

এক সময়ে কোন কারণ লইয়া আমাদের দুই জনের মধ্যে মনোভেদ ঘটে, সেই সময়েই তাঁহাকে আমি ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছিলাম; তাঁহার মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। ব্যবহারে তিনি নম্র, কথায় তিনি মৃদু ছিলেন। কেহ তাঁর প্রতি কোনও অন্যায় ব্যবহার করিলে ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্ষমা করিয়া বসিতেন। Chaucer তাঁহার "Canterbury Tales" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "He is gentle that doth gentle deeds" আমাদের বন্ধুর ব্যবহারের কথা ভাবিলে মনে হয় Chaucerএর এই বাক্যই যেন তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল।

সহধ্যায়ী শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু বলিয়াছিলেন :—যাঁহার স্মৃতি পূজার্থে এই অধিবেশন, তাহা কল্পনা করিতেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, হৃদয় ফুক্‌রাইয়া বলিতেছে—যাঁহাকে তোমরা স্কটিস্ চর্চ্চেস স্কুলে কুড়াইয়া পাইয়াছিলে, যাঁহার সহিত

হৃদয়ের বিনিময় করিয়াছিলে, প্রণয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া আপনার জন করিয়াছিলে, ইনি সেই তোমাদের নির্ম্মলেন্দু !

নির্ম্মলেন্দু আমার একেলার নয়—আমাদিগের। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিবার আমার অধিকার আছে; কেন না আমাদিগের নির্ম্মল, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রগুণে, অনেকগুলি নির্ম্মল হৃদয় হরণ করিয়া, এককালে বিদ্যালয়ের সমপাঠীদিগের হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধিয়াছিলেন। পিতার বড় সাধের একমাত্র পুত্র, অগাধ ধনের ভবিষ্য অধিকারী হইয়াও বিদ্যার্জ্জনে নির্ম্মল কখনও বিমুখ হন নাই। তিনি প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব স্থানে বিজয়মাল্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের ও সহপাঠিবৃন্দের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বলিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, এই বিদ্যার্জ্জনের কঠোর পরিশ্রমই তাঁহার জীবননাশের মূলীভূত কারণ। কথায় বলে, অর্থের সহিত অহমিকার বড় সৌহার্দ্দ্য, কিন্তু বিধাতা নির্ম্মলের নির্ম্মল চরিত্র বিভিন্নরূপে গঠিত করিয়াছিলেন—অহমিকা তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মগত প্রভেদ কখনও তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত মিলিত হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই।

সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু বলিয়াছিলেন :—প্রতিভাময় ষ্টেফানসের জীবন প্রভাতগগনে যে উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়াছিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নে না জানি এই রশ্মিজাল কিরূপ উজ্জ্বলতর হইবে। সকল কর্ম্মে, সকল বিষয়েই ষ্টেফানসের বৈশিষ্ট্য

লক্ষিত হইত। ক্লাসের ঘণ্টা বাজিলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রপ্রবাহ যখন বিপুল কল্লোলশব্দে সোপান বহিয়া উপরে উঠিত, তখন দেখিতাম ষ্টেফানস সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। অপরাহ্নে রাজপথে, যখন কৰ্ম্ম-শ্রান্ত পথিকদলের বিচিত্র জনস্রোতের বিরাম থাকিত না, তখন দেখিয়াছি, কৃশকায় কিশোরটি আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পথ অতিক্রম করিতেছেন। ষ্টেফানস নাই—কিন্তু বন্ধুজনের পঞ্জরাস্থিতে তাঁহার মধুর শুভ্র স্মৃতি আছে। জীবিতাবস্থায় তাঁহার যে ব্যবহারগুলি 'চাল' বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, মরণের তুহিন-শীতলস্পর্শে আজ তাহা সারল্যের প্রকৃত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। মৃত্যু ষ্টেফানসকে বিচ্ছেদতপ্ত প্রিয়জনের কাছে অধিকতর স্নেহের পাত্র ও সমাদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। তাই চির অপরিচিত ষ্টেফানস আজ যেন আমার আজন্মের মর্ম্মসঙ্গী—তাঁহায় 'মরণ' আখ্যা আমার প্রাণে বেদনা দিতেছে।

তুমি নন্দন-কলি ধরার ধূলায়
উঠেছিলে মুঞ্জরি'!
দিয়েছিলে তব মধুর গন্ধে
দিগ্‌দিগন্ত ভরি'!
ছিল আধবিকশিত জীবনে তোমার
চির-সঞ্চিত সৌরভ ভার—
পূত নিৰ্ম্মল দলগুলি তার
কার তাপে গেল ঝরি?

আহা, নব যৌবনে শুকা'ল তোমার
পুষ্পিত বল্লরী !

তুমি জীবন-গগনে স্মিত শশাঙ্ক,
সার্থক নাম ছিলে !
স্নিগ্ধ কিরণে বন্ধুগণের
চিত্ত ভরিয়া দিলে !
ছিল প্রীতি-মণ্ডিত ক্ষুদ্র হৃদয়-
অন্তর তব অমৃতময় ;
জ্যোস্নাপীযূষ করি সঞ্চয়
জন-মন সিঞ্চিলে !
আজ কোন্ কৃতান্ত সে চন্দ্র হ'তে
এ ভুবনে বঞ্চিলে ?

তুমি নিম্মম এই সংসারে ছিলে
নির্ম্মল সুকুমার !
ভারতী মাতার মঞ্জু বীণার
সুমধুর ঝঙ্কার !
তুমি পাখীর কাকলী, ঝরণার গান,
বন-মর্ম্মর, নদী-কলতান !
ধরণীর নহ, স্বরগের দান—
সন্তান দেবতার !
প্রিয়, চির দিন মোরা স্মরণে তোমার
ফেলিব অশ্রুধার !

'মরণ' তোমার হ'য়েছে কে বলে ?
মরণ সেত গো নয় !
বরণ করিয়া লয়েছে তোমায়
পরম করুণাময় !
তোমার তৃষিত হিয়া—
স্বরগ-তোরণে বিরাম লভেছে
চরণ-অমৃত পিয়া !
তাই প্রভাত কিরণ কয়—
'মরণ' কভু সে নয় !

সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহা বলিয়াছিলেন :— Tennyson বলিয়াছেন, "The tender grace of a day that is dead will never come back to me,' যে বালক ষ্টেফানস আমাদের বন্ধু ছিলেন, যাঁহার সরলতায়, যাঁহার উদারতায়, যাঁহার সদ্‌গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহাকে যে আমরা এত শীঘ্র হারাইব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাই ষ্টিফেন ! তুমি যাহাদিগকে স্নেহ করিতে, যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতে, যাহাদের সুখে তোমার সুখ হইত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আজ তুমি কোথায় ? যাহারা আজ তোমার বিয়োগে কাতর, তোমার অভাবে শোকসন্তপ্ত, আজ তাহাদিগকে কে সান্ত্বনা দিবে ? কই ?—"The Lord gave and the Lord hath taken away" বলিয়া ত সান্ত্বনা পাই না ?

বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের সহিত আমরা পাঠ করিয়াছি, অনেক ছাত্রের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় ছাত্র আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই বা তাঁহার ন্যায় কোন ছাত্রের সহিত আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় নাই। নির্ম্মলের নির্ম্মল প্রকৃতি, নির্ম্মল হাস্য, শিশুর ন্যায় নির্ম্মল সারল্য, আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁহাদের সহিত তিনি কয়েক মাস মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, ষ্টেফানসের ন্যায় নিরীহ শান্ত ও সরল বালক তাঁহারা দেখেন নাই।

যে দিবস তিনি স্কটিস্ চর্চ্চেস স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, সেই দিবসেই তাঁহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনিও আমাদের সহিত আলাপ করিতে উৎসুক থাকায়, তাঁহার সহিত আমাদের ভাব হইল, এবং সেই ভাব ক্রমশঃ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তিনি নিজে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া আমাদের প্রতি তাঁহার কোন বিরুদ্ধভাব আদৌ ছিল না—তিনি ধর্ম্ম কিংবা বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা গুণেরই বেশি আদর করিতেন। তথাপি বলিতে বড় দুঃখ হয় যে, ষ্টিফেনের ধর্ম্মের জন্য স্কুলে তাঁহাকে যথেষ্ট মর্ম্মবেদনা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কখনও তাহার জন্য কাহারও উপর রাগ পোষণ করেন নাই।

ষ্টিফেন কি শুধুই আমাদের ক্লাসের সহপাঠী ছিলেন? তিনি আমাদের শিক্ষক বিশেষ ছিলেন। যখনই যে বিষয় আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছি, তিনি

তখনই তাহা যত্নের সহিত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন; কখনও আমরা তাঁহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। তিনি নিজে বাটীতে অনেক অঙ্ক কষিয়াছিলেন, সে সমস্ত অঙ্ক আমরা তখন কষিতে পারিতাম না, এখনও সে সমস্তগুলিই কষিতে পারি কি না সন্দেহ। কঠিন অঙ্ক সকল তিনি এত অক্লেশে কষিতে পারিতেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তিনি আমাদের ক্লাশে একটি অসামান্য ব্যুৎপন্ন ছাত্র ছিলেন এবং তিনি মধ্যে মধ্যে শিক্ষকদিগকে বলিতেন, যেন তাঁহারা একটু "higher standard"এর exercise দেন; কিন্তু ইহাতে এবং আরও অন্যান্য কারণে, কতিপয় ছাত্র—যাহাদের তাঁহার ন্যায় প্রতিভা ছিল না—তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সেই কারণে তাহারা তাঁহাকে মারিবার জন্য একটি দল বাঁধিয়াছিল। ষ্টিফেন কিন্তু এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি মার খাইলে তিনি যাঁহার ভক্ত, তিনিই গৌরবান্বিত হইবেন।" ইহাতে সেই সকল ছাত্রদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, কেন না আমি জানি ইহার পরে তাহারা তাঁহার প্রতি আর বিদ্বেষভাব দেখায় নাই। এইরূপে মধ্যে মধ্যে কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধুর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। কি গণিতে, কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হইত। আমাদের পাঠের সুবিধার জন্য তিনি আমাদিগকে পুস্তকাদি

পাঠ করিতে দিতেন এবং পাঠে আমাদের তৃষ্ণা বৰ্দ্ধিত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। আমাদের দোষ দেখিলে, শিখাইতে ত্রুটি করিতেন না: আমরাও যথাসাধ্য তাঁহার বাক্যানুসারে চলিতাম।

আমি যে আমার প্রিয় বন্ধুর নিকট কত ঋণী তাহা মুখে বলিতে পারি না। যদি আমার ইংরাজি সাহিত্যের উপর কিছু আসক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহারই সযত্ন অনুরোধে। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি আমাকে বহি গছাইয়া দিয়া ইংরাজি সাহিত্যে অনুরাগী করিয়া তুলেন।

ফলতঃ তিনি আমাদের প্রতি সর্ব্বথা কল্যাণকামী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। Friendship সম্বন্ধে তিনি ইংরাজিতে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বন্ধুত্বসম্বন্ধে ধারণা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ষ্টিফেন আর নাই। যে পুষ্প স্বীয় চরিত্রসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত, সে আজি অকালে শুষ্ক হইল কেন? যে অসামান্য প্রতিভা ভবিষ্যতে জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবে, আজি অকালে তাহার বিলয় হইল কেন? ঈশ্বরের অভি-প্রায় কে বুঝিবে? ষ্টিফেন অমরধামে গিয়াছেন; রাখিয়া-গিয়াছেন, কেবল মধুমাখা স্মৃতি টুকু! বিশ্বপিতার নিকট এই প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে ষ্টিফেনের ন্যায় গুণের বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হই।

ইহার পরে সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত স্বরচিত করুণ-রসাশ্রিত কবিতাটি পাঠ করিয়া আপনার হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করেন :—

জীবনে যে হাসিমাখা উজ্জ্বল আলোকে
প্রাণময়ী প্রীতিটুকু ফুটেছিল পুলকে !
যার সুধা করি পান
উছলিত হত প্রাণ,
আজি তার অবসান—পাব নাহি ভূলোকে—
জীবনে যে ফুটেছিল উজ্জ্বল আলোকে !

নির্ম্মল ইন্দুটি সুন্দর আভাসে
ভেসেছিল উজ্জ্বল সুবিমল আকাশে !
আমি রহি তারি আশে,
আজ দেখি উঠে না সে,
সে যে নিভে গেছে, হায়, নিমেষের বিকাশে—
পড়ে আছে স্মৃতি হৃদি-নির্জ্জন-আবাসে।

এরি মাঝে গেল চলি' অমৃত দিয়া সে,
যারা ছিল তারি পাশে, আকুলিত পিয়াসে।
তার সুখ, তার আশা,
স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা,
সকলি ত মিশে গেছে ঘন ঘোর কুয়াসে—
স্বরগে সে গেছে ফিরি শান্তির তিয়াষে !

এরি তরে কেন, সখা, কেন তুমি ফুটিলে ?
অসার এ ধরণীর চরণেতে লুটিলে ?
নিমেষের পরিচয়ে.
প্রেম-প্রীতি বিনিময়ে
পিছু রাখি সবে, নিজ গৃহ পানে ছুটিলে—
কেন তবে কেন, সখা, কেন তুমি ফুটিলে ?

করমের মালাগাছি স্বরগের ধরণে
গেঁথেছিলে সুন্দর মন্দার-বরণে !
আজি তার শোভাভার,
সুষমার সুধাধার,
রহিয়াছে বিদলিত নিয়তির চরণে—
তবু তার শোভাটুকু আছে মোর স্মরণে !

যশোরবি কম্ ছবি ফুটাইলে গগনে !
নিমেষে হইল ম্লান জীবনের স্বপনে ;
আজিও হরষমাখা
কিরণ যাইছে দেখা
সুদূরে—যা' ফুটেছিল সুন্দর লগনে—
আর সে মোহন ছবি ফুটিবে না গগনে ।

জীবনের অবসানে সত্যের কিরণে
শিখায়েছ স্নেহ প্রীতি মণ্ডিত হিরণে !
জীবন হইবে লীন,
প্রেম রবে চির দিন,
সে যে কভু জ্যোতিহীন হবে নাহি মরণে—
প্রেম রহে পরশিয়া বিধাতার চরণে।

তোমার বিহনে সখা, সবে উঠে কাঁদিয়া,
তুমি সবে স্নেহডোরে রেখেছিলে বাঁধিয়া !
পাষাণের আছে প্রাণ,
তুলিছে করুণ তান ;
আমার নাহিক প্রাণ, মিছা গান সাধিয়া—
স্মৃতিটুকু শুধু আমি রাখিয়াছি বাঁধিয়া !

ইহার পরে নিম্ন শ্রেণীর বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রভূষণ বক্‌সি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাক্ষারূপে "সম্মিলনী"তে প্রকাশিত হওয়ায় অন্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহার পরে সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় যাহা ইংরাজিতে বলেন, এখানে তাহার সার মর্ম্ম বাঙ্গালায় দেওয়া গেল :—

মানব-হৃদয় যখন শোকে দুঃখে মুহ্যমান ও অভিভূত হয়, তখন রসনা বাক্‌শক্তিতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। আমি যখন কোরকে বৃন্তচ্যুত কুসুমসদৃশ আমার সহাধ্যায়ী, মেধাবী, মহনীয়াত্মা, অপূর্ব্বচরিত্র, খ্রীষ্টভক্ত, আমার অনুরক্ত বন্ধু সাধু ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দুর অকালিক প্রয়াণসম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন

শোকের আবেগ আমার হৃদয়কে এতই আকুলিত করিয়া তুলে যে, আমার মুখ দিয়া বচন নিঃসৃত হয় না। আজ আমরা এখানে আমাদের পরলোকগত অতি প্রিয় ষ্টেফানসের আত্মার প্রতি সম্মানের অর্ঘ অর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি, এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের—বিশেষ আমার—একটি গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

আমি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ষ্টেফানসের সহিত পরিচিত হই এবং এই পরিচয় ক্রমে গভীর বান্ধবতায় পরিণত হয়। স্কুলে অধ্যয়নকালে আমি তাঁহার নিত্য সহচর ছিলাম এবং কলেজে বিজ্ঞানাগারে তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। সুতরাং নানা অবস্থায়, আমার এই বন্ধুর চরিত্র অতি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার আমার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি যখন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমার ঐ প্রিয়তম বন্ধুর অকালে অস্তমিত জীবনের বিষয় চিন্তা করি, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণ আমার মানসপটে স্বতঃই আসিয়া উদিত হয়।

সর্ব্বোপরি, সর্ব্বগুণের আধার এই বন্ধুর জীবনে আমি কর্ত্তব্যপরায়ণতার পূর্ণ বিকাশ যেমন অবলোকন করিয়াছি, তেমন আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কলেজে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দিন যন্ত্রাদির সাহায্যে রাসায়নিক পরীক্ষার দিন, সেই দিন, তিনি দুর্ব্বল ও রুগ্ন শরীরে বিজ্ঞানাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন কলেজে

উপস্থিত না হইলে আমাকে অসুবিধায় পতিত হইতে হইবে, এই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ আমার বন্ধু স্বীয় অসুস্থতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কলেজে আসিয়াছিলেন। আমার বন্ধুর জীবনে কর্ত্তব্যের এত সূক্ষ্ম জ্ঞান দর্শন করিয়া আমি মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ, আমি দেখিয়াছি তাঁহার হৃদয়টি অতি বিশাল ছিল—ঐ হৃদয়ে এক বিশ্বজনীন সহানুভূতির ভাব যেন ওতপ্রোত ভাবে লুক্কায়িত ছিল। তিনি যে নিজেই কেবল সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র দণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া উদারতার বিশাল রাজ্যে বিচরণ করিবার লক্ষ্য জীবনে পোষণ করিতেন, তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রের বিচিত্রতা ও তাঁহার সংসর্গের এই মহাগুণ ছিল যে, যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই উন্নীত হইত। তিনি যাহা কিছু পাঠ করিয়া প্রীতি অনুভব করিতেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার নিকটে উপকারী ও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তিনি চাহিতেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরাও যেন সেই সমস্ত বিষয় পাঠ করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রীতি অনুভব করেন। যে সমস্ত বালক তাঁহার নিম্নতর শ্রেণীতে পাঠ করিত, তাহারাও তাহাদিগের পাঠ্যবিষয়ে কোন সাহায্যের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি অতি প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগের সাহায্য করিতেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা অতি নিখুঁত ভাবে করিতেন। বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য যখন যাহা প্রস্তুত আবশ্যক, তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকিতেন না, বরং তিনি তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগকে নিঃসঙ্কোচে তাহা বলিয়া

দিতেন। পাঠসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নিজে জানিয়া অপর বালকদিগের উপরে পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার বাসনা তাঁহার আদৌ ছিল না; তিনি ঈদৃশ স্বার্থতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে অতি উচ্চে অবস্থান করিতেন।

তিনি স্বভাবতঃ মৃদুচেতা হইলেও নৈতিক সাহসে সিংহের ন্যায় বলী ছিলেন। কোন প্রকার দুর্নীতি তাঁহার নিকটে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইত না, সকল মন্দের তিনি ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। দয়ামায়া তাঁহার জীবনের বিশেষ ভূষণ ছিল, এবং তিনি বন্ধুবান্ধব ও তাহাদিগের পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল কামনা হৃদয়ে প্রীতির সহিত পোষণ করিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতেন। সত্যভাষণে, অমায়িকতায়, মৃদুতায়, তিনি আমা-দিগের আদর্শ ও অগ্রণী ছিলেন।

হায়, বান্ধবতার এমন পূর্ণ ও মনোহর আদর্শ আমরা আর কোথাও পাইব না! পাঠজীবনে আমরা শত শত বালকের সংস্পর্শে থাকি এবং অনেকের সঙ্গে আমাদিগের বান্ধবতাও হয় বটে---কিন্তু ষ্টেফানসের মত বন্ধু কয় জন পাওয়া যায়? বান্ধবতা সম্বন্ধে তিনি হৃদয়ে যে উচ্চাদর্শ পোষণ করিতেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার "Friendship" নামক ইংরাজি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। তিনি এই আদর্শের কথা কেবল মুখে বলিতেন না, তিনি জীবনে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই তাঁহার সরল নিষ্কপট, অকৃত্রিম বন্ধুতার স্রোতে আমরা যাহারা মগ্ন হইয়াছি, কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারিব না।

ষ্টেফানসের জীবনের অন্য একটি মহৎ বিশেষত্ব যাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস। এক সময়ে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন: "I have put my faith on those lines—'The Lord is my stronghold, I will not fear.'" তাঁহার এক জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার জন্মদিন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম চিন্তা আমার মনে উদিত হইয়াছিল যে, যে ঈশ্বর আমাকে কৃপা করিয়া আর একটি নূতন বৎসরে পদার্পণ করিতে দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তার পরে আমার দ্বিতীয় চিন্তা এই হইয়াছিল যে, আমি কি আমার সহ-মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়াছি? তাঁহার এই লেখাটি জ্বলদক্ষরে তাঁহার আত্মার প্রকৃত মহত্ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমাদিগের বন্ধুর গুণনিচয়ের মধ্যে এখানে কেবল কয়েকটি মাত্র আমি উল্লেখ করিলাম; তাঁহার সমস্ত উচ্চ গুণের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হয় নাই। হায়, তাঁহার অপূর্ব্ব গুণাবলী পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সাধু জীবন মুকুলাবস্থায় ছিন্ন হইয়া, সেই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি, সেখানে তাহা অনন্ত শান্তি ও সুখভোগী হইবে।

ভক্তিভাজন অমৃতলাল বিদ্যাভূষণ বলিয়াছিলেন:—নির্ম্মলেন্দুর সম্বন্ধে আমার এই অভিজ্ঞান হইয়াছিল যে, তাঁহার চরিত্র সাধারণ বালকদিগের হইতে পৃথক্ ছিল। তিনি বয়সে বালক হইলেও আমি বেশ জানিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার বুদ্ধি

সকল বিষয়েই প্রবীণের ন্যায় ছিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্পদ মনুষ্যকে অহঙ্কৃত ও হিতাহিত বিবেচনাহীন করে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে আমি বিপরীত ভাব পরিলক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার মুখে কখন কোন অযৌক্তিক বা অবান্তর কথা শুনিতে পাই নাই; তাঁহাকে কখন কাহাকেও পরুষ বাক্য বা শ্লিষ্টপদ প্রয়োগ করিতে শুনি নাই, বরং আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, তিনি অপমানকের প্রতিও সদয় ও মধুর ব্যবহারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্র বিনয়, সারল্য, স্নিগ্ধভাব, প্রেম, মধুরতা প্রভৃতি নৈসর্গিক সম্পদে বিভূষিত ছিল; এবং তাহার জন্য আমি যেমন তাঁহাকে ভালবাসিতাম, তদ্রূপ সম্মানও করিতাম। আমি যৌবনমুখে তাঁহাকে এই রূপ মহাপুরুষলক্ষণে লক্ষিত দেখিয়াছিলাম। না জানি তাঁহার পরিণত বয়সে, উক্ত গুণগুলির সম্যক্ বিকাশ হইলে, তিনি দেশের কত কল্যাণই না সাধন করিতেন।

এই ত গেল তাঁহার চরিত্রের কথা। তাঁহার ন্যায় উজ্জ্বল মেধাবান্ বালক আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। ভগবদ্গীতার একটি দুরূহ শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে আমার বরাবর সন্দেহ ছিল। আমি কোনও টীকায় তাহার হৃদয়গ্রাহী অর্থ দেখিতে পাই নাই। তাই শ্লোকটির নীতির সামঞ্জস্যে কিরূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে, আমি তাঁহাকে হঠাৎ এক দিন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে তাহার এমন সুন্দর ও নীতিযুক্ত অর্থ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া আমি যেমন প্রীত তদ্রূপ বিস্মিত হইয়াছিলাম। সেরূপ অভিনব ভাষ্য আমি

কুত্রাপি পাঠ করি নাই বা কাহারও নিকট কখন শুনি নাই, যাহা বালক নির্ম্মলেন্দু আমাকে চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আমরা আর্য্যদিগের পুরাতন গ্রন্থোল্লিখিত কথার বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, ভগবদ্গীতায় যে উক্ত হইয়াছে, "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে", তাহা সত্য—নির্ম্মলেন্দু সম্বন্ধে তাহা ঘটিয়াছিল।

ইহার পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব বসু মহাশয় ষ্টেফানসের চরিত্র সম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। তাঁহার ঐরূপ অপর একটি বক্তৃতা প্রথমবারের সভার বিবরণে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বাহুল্যভয়ে পুনরায় তাহা এখানে দেওয়া হইল না।

পরিশেষে সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় নির্ম্মলেন্দুর সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহার সংক্ষিপ্তাংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

যে স্বর্গীয় বালকের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি আমাদের বড় প্রিয়, বড় স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহার আকালিক বিয়োগে আমরা যে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি, তাহা সহজে অপনীত হইবার নহে। তিনি তাঁহার শিক্ষক, সহপাঠী ও বন্ধুগণের হৃদয়ের উপরে যে কত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যকার এই সভা হইতে তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আজ যে প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল, তাহার প্রত্যেক ছত্র হৃদয়ের ভাষায় লিখিত; বক্তৃগণের প্রত্যেক কথায় তাঁহাদের প্রাণের বেদনা ফুটিয়া

উঠিয়াছে। আমি বহু সভায় যোগদান করিয়াছি, কিন্তু এমন আন্তরিকতার পরিচয় অল্প স্থানেই পাইয়াছি। একটি ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র জীবনের এতটা প্রভাব বাস্তবিক বিস্ময়কর নহে কি? এই বিদ্যালয়ে কত বালক আসিয়াছে, কত বালক গিয়াছে, কিন্তু কয় জনের কথা আমাদের স্মরণে আছে? কিন্তু নির্ম্মলেন্দুকে কি আমরা কখন ভুলিতে পারিব? সেই সুদীর্ঘ সুঠামদেহ, সুন্দরকান্তি, সরলসহাস্যবদন বালকের কমনীয় মূর্ত্তি এখনও আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। তাঁহার ভিতর এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে, যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। আন্তর সৌন্দর্য্যেও তিনি সাতিশয় গরীয়ান্ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর আবরণের অভ্যন্তরে সুন্দরতর হৃদয় লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার সরল উন্নত উদার হৃদয়ের সংস্পর্শে যে আসিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্যবান্ পিতার একমাত্র পুত্র; তাহার উপরে শৈশবে মাতৃহীন হইয়া স্নেহময়ী পিসিমা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী-গণের আদরযত্নের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থা যে কোন বালকের শিক্ষা ও চরিত্র রক্ষার পক্ষে খুব অনুকূল নহে, তাহা আমাদের দেশের 'আলালের ঘরের দুলাল'দিগকে দেখিলে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এরূপ প্রতিকূল অবস্থাসত্ত্বেও যে, তিনি এতটা মানসিক ও নৈতিক উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন তাঁহার চরিত্রগৌরব সূচিত হয়, অপর দিকে তেমনই তাঁহার সুবিজ্ঞ সাধু পিতার

অপূর্ব্ব শিক্ষাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যেরূপ উচ্চাত্মা ছিলেন, ঈশ্বরকৃপায় তিনি জন্মাইয়াছিলেন সেই রূপ উন্নত পরিবারে। এই রূপ মণিকাঞ্চনের সংযোগে যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মাধুর্য্য নির্ম্মলেন্দুর পবিত্র স্মৃতিকে চির দিনই আমাদের নিকটে মধুময় করিয়া রাখিবে। নির্ম্মলেন্দুর পিতামাতা বড় সাধ করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু। তাঁহার এই দুই নামই সার্থক হইয়াছিল। অবশ্য নাম নামমাত্র, তাহার সার্থকতা সকল সময়ে প্রত্যাশা করা যায় না। অনেক "সুশীল" বিলক্ষণ দুঃশীল হইয়া থাকে, ভীরু "ভীমসেনে"রও অভাব নাই; কিন্তু আমাদের নির্ম্মলেন্দু নির্ম্মল ইন্দুরই ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র ও নির্ম্মল-বুদ্ধি ছিলেন। সাধু ষ্টেফানসের পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত দিবসে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল "ষ্টেফানস"—একথা আপনারা শুনিয়াছেন। সাধু ষ্টেফানসের পুণ্যময় জীবনের কথা আপনারা সকলেই জানেন। যে সকল খ্রীষ্টীয়ান মহাত্মা ধর্ম্মার্থে আত্মবলি দিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। সেই সাধুশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতার কথা স্মরণ করুন। জিঘাংসু জনসঙ্ঘ যখন তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে ব্যাপৃত, তাহাদের ভীষণ প্রস্তরাঘাতে যখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত, তখনও তিনি তাঁহার আততায়িবর্গের কল্যাণ কামনা করিতেছেন,—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেও তিনি বলিতেছেন, "প্রভু ইহাদিগকে ক্ষমা কর, আমার হত্যাজনিত ভীষণ পাপের জন্য যেন ইহারা শাস্তি

না পায়।" এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সহিত আমাদের ষ্টেফানসের শৈশবজীবনে সংঘটিত একটি ঘটনার তুলনা করুন। ব্রজ বাবু তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধে এই মাত্র সে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। শিশু ষ্টেফানস কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ইংরাজ বালকের নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া হাঁপাইতেছেন, অথচ সেই অবস্থায় তাঁহাকে রক্ষার্থে আগত আত্মীয়বর্গকে অনুনয় করিতেছেন, "আহা, ওদের কিছু বলিও না, ওদের কিছু বলিও না।" এ দৃশ্য কি কম স্বর্গীয়? অবশ্য স্থান, কাল, অবস্থা, গুরুত্ব হিসাবে এই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু উভয় ঘটনারই নায়কের হৃদয় যে, একই ধাতুতে গঠিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; উভয় হৃদয়ই খ্রীষ্টীয় ক্ষমাশীলতায় পূর্ণ ছিল।

জন্মমৃত্যুর রহস্য চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। মানুষ কেন আসে, কেন যায়, তাহা সাধারণ মানব আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? নির্ম্মলেন্দু এরূপভাবে এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে ও সুবিমল চরিত্রগুণে দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, দশ জনের এক জন হইয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, এইরূপ কত না আশা আমরা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আশার মুকুল ফুটিতে ফুটিতে তিনি চলিয়া গেলেন! আমাদের কল্পনা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বনিয়ন্তা এক আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কেন ভাঙ্গিয়া দিলেন তা কে বলিবে? এইমাত্র বুঝি, তিনি মঙ্গলময়—তিনি যাহা করেন, সকলই

আমাদের মঙ্গলের জন্য। তবে তিনি দেখেন সমগ্র বিশ্বের দিক্ হইতে, আমরা দেখি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক্ হইতে। সুতরাং তাঁহার কার্য্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়া নানা দুঃখ পাই, কষ্ট পাই। একটা কথা চলিত আছে, 'দেবতারা যাঁহাকে ভালবাসেন, অল্পবয়সে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়,' তাই কি নির্ম্মলেন্দু এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন? আমার বোধ হয়, পরমমঙ্গলনিদান, আমাদের বালকদের শিক্ষার্থে, একটি আদর্শপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন, তাই নির্ম্মলেন্দুকে সেই আদর্শ স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নির্ম্মলেন্দুর সে কার্য্য যেমন শেষ হইল, অমনই আবার তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চলিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, তাহা চিরদিনের জন্য সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি— দেশের সকল বালক সেই আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া নিজেরা ধন্য হউক ও সমগ্র জাতির মঙ্গল সাধন করুক।

নির্ম্মলেন্দুর পিতা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে সান্ত্বনা দান করিবার ভাষা আমার নাই। তিনি বিজ্ঞ ও সাধু— কেমন করিয়া এ গভীর শোক অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। যিনি সকলের শান্তিদাতা, তিনি তাঁহাকে অচিরে শান্তি দিবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি, আমাদের এই হৃদয়ের অশ্রুজল ও আন্তরিক প্রার্থনা সেই শান্তিবারিধারা বর্ষণে সহায় হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পরে স্কটীস্ চর্চ্চেস্ স্কুলের

সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যজ্ঞমাধব বসু মহাশয় বিজ্ঞাপিত করেন, তাঁহার স্কুলে যে বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান স্থান প্রাপ্ত হইবে, তিনি তাহাকে নির্ম্মলেন্দুর স্মরণার্থে একটি রৌপ্য-পদক প্রতিবৎসরে প্রদান করিবেন। ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত অসিৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, যে বালক ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজ সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে, তিনি তাহাকে দশ টাকা মূল্যের পুস্তক প্রতিবৎসরে পুরস্কার প্রদান করিবেন। মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর অঙ্গীকার করেন যে, ঐ বিদ্যালয়ের যে বালক চরিত্রে নির্ম্মলেন্দুকে অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে, তিনি তাহাকে একটি রৌপ্য-পদক প্রতিবৎসরে প্রদান করিবেন।

The kingdom of God upon earth is nothing else than the moral and religious life of men. As this developes rightly and in accordance with its own nature, so the spirit of God becomes the power which rules the world. When this thought is realized, character, as it is revealed in moral action, becomes the standard of human worth.

R. Wimmer.

সাক্ষ্য

These are they in whose mouth was found no guile, for they are without spot before the throne of God.

Apocalypse.

সকলে অর্পণ কর, যিনি ওই একে ;
    একে সমর্পণ কর, যিনি ঐ সকলে ;
সকল মানবে সেবি, সেব ঐ পিতাকে ;
    পিতাকে সেবিয়া সেব মানব সকলে।

Trinapunja.

The shadow as it were, of their bright virtues, of the godly lives, falls upon those with whom they associate, with inspiring and sanctifying power. Such individuals are called "The Lights of the world," and as naturally as the Sun shines on the face of Nature, so naturally do their lives shine upon society.

Hugh Macmillan.

সাক্ষ্য

নির্ম্মলেন্দুর সাধু চরিত্র-সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পরে অনেকে তাঁহাদের হৃদয়ের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া "সম্মিলনী" পত্রিকার সম্পাদকের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে তাহা-দের মধ্যে কেবলমাত্র যে তিনটি তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই অধ্যায়ে প্রদান করিলাম।

প্রথমে আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রভূষণ বক্সী নামে স্কুলের একটি হিন্দু বন্ধুর লিখিত প্রবন্ধটি এখানে দিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আজ আমি আমাদের প্রিয়বন্ধু ষ্টেফেনের স্মৃতিসম্বন্ধে কিছু বোল্‌বো মনে কচ্ছি! কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখা বা বক্তৃতা-দ্বারা সম্যক্‌রূপে শোক প্রকাশ করা যায় না; কারণ মানুষের হৃদয় যখন শোকের ভারে নুইয়ে পড়ে, তখন বাক্যের দ্বার স্বতঃই রুদ্ধ হইয়া যায়—বাক্য উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন-শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তে চায় বটে, কিন্তু পারে না। তথাপি আমাদের স্বর্গগত প্রিয়তম সাধু বন্ধুর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই জন্যই আজ আমায় কিছু বোল্‌তে হবে।

আমার নিজের মতামত সম্বন্ধে আমি এখানে কোন কথাই বোল্‌তে চাহি না। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে দু একটি বিষয় যাহা আমি লক্ষ্য ক'রেছি, তাহাই আপনাদের নিকটে জানাব।

তা থেকে আপনারা নিজেই তাঁর চরিত্রসম্বন্ধে ধারণা কোর্ত্তে পার্ব্বেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি স্কটীস্ চর্চ্চেস্ কলেজিয়েট্ স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, তখন আমরা সকলে মিলিয়া "পুষ্পাঞ্জলি" নামে এক পত্রিকা বাহির করি। আমাকেই তার 'সেক্রেটারি' নিযুক্ত করা হয়। সেই সূত্রে ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের সহিত আমার পরিচয় হয়, এবং তাহা ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাঁহার উদার স্বভাবে ও সাধু ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। এমন কি নীচের ক্লাসের ছেলেদের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। আমি তাঁর নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তিনি তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়েন। আমি জানি আমাদের সহিত তিনি উন্মুক্তচিত্তে মিশিতেন বলিয়া তাঁহার সহপাঠী দুই এক জন তাঁহাকে একটু আধটু অনুযোগও করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সকলকে সমানভাবে তাঁহার হৃদয়ের উদারভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। সকলের সহিত ভ্রাতৃভাব তাঁহার চরিত্রের এক অসামান্য ভূষণ ছিল। স্কুলকে তিনি যে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত "A day in my life at school" নামক রচনাটিতে বোঝা যায়। রচনাটি সৌন্দর্য্যে এতই উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেটি "আদর্শরচনা" বলিয়া রাখিয়া দেন।

ষ্টেফেন তাঁহার বন্ধুদের নিকটে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, আমি তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি এই পত্রগুলি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি কখন ভাবিতেও পারেন

নাই যে, সেগুলি এই প্রকার কোন উপলক্ষে আবশ্যক হবে। তা ছাড়া এগুলি তাঁহার বন্ধুদের নিকটে লিখিত পত্র। তাই আমার মনে হয় যে, যাহা তাঁহার মনে আসিয়াছে, তিনি তাহাই অকাপট্যে লিখিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সেগুলি হইতে তাঁহার চরিত্রের যে আভাসগুলি পাওয়া যায়, তাহা আমরা সত্য বলিয়া নিশ্চিতই বিশ্বাস করিতে পারি। এই ধারণার উপরে নির্ভর করিয়াই, তাঁহার পত্রগুলি হইতে কিছু কিছু শুনাইতে সাহসী হইয়াছি।

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাসম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বোল্‌বো না, কারণ যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তবে যে বিষয়ে আমি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, সেই সম্বন্ধে মাত্র একটি কথা বোল্‌বো। গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ Statics and Dynamicsএ, তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার রাশি রাশি গণিতের খাতা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই অবাক্ হইয়া গিয়াছি! আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তিনি অন্যূন দুই সহস্র প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জটিল প্রশ্ন আছে, যাহা ধারণা করাই কঠিন। আর সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 'Statics and Dynamics' নামে এক খানি নূতন ধরণের পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; Dynamics প্রায় শেষ হইয়াছিল, আমি দেখিয়াছি। স্কুলের বিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় ও দুই এক জন কলেজের গণিতের অধ্যাপক

তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ষ্টেফানসকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। সত্য বলিতে গেলে, সুকুমার বয়সেই তাঁহার এবম্বিধ প্রতিভা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

Letter Writer হিসাবে ধরিতে গেলে ষ্টেফেনকে খুব উচ্চ স্থান দিতে হয়। প্রতি পত্রেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কোন বন্ধু অপর এক বন্ধুর পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে দুঃখ করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* * * "Just see how uncertain is this life of ours ; a bubble risen on the ocean of life to return to it again ! Indeed you have observed a matter of the deepest importance to us in life. All the vain glories of life—the vanity of man—end there—there in a handful of dust ! All the mysteries of life—all the essence of religions—lie there in one pot, one scene, the greatest scene in the drama of life. The most inhuman of men once bends his head in reverence in the awe-inspiring presence of death—once for a moment turns his thoughts towards the unsubstantiality of the world, to see the once vainglorious man mingle with the dust ! There in the grim presence of death, we learn

the first and the last lesson in this world—
"Hollow, hollow, hollow all delight !"

বন্ধুত্ব ষ্টেফেনের চরিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহার বন্ধুত্বের পবিত্র আদর্শ বাস্তবিকই অনুকরণীয়। তাঁহার বন্ধুত্বের আদর্শ যে, কত উচ্চ ছিল, তাহা তাঁহার রচিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা হইতেই জানা যায়। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি নিজে খ্রীষ্টীয়ান হইলেও, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু। তাঁহার ভিতরে এমন কোন অসামান্য জিনিষ ছিল, যাহার দ্বারা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিয়া তিনি সকলকে স্নেহে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার কোন বন্ধুকে তিনি এক সময়ে লিখিয়াছিলেন :

"True it is, that we seldom find any reciprocation of friendship in this world. But when we begin to love a friend we should not expect our love to be reciprocated. We should do our duty, we should love our friends—even though they may not bear the best friendly feeling towards us."

ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা নয়, এরূপ যে বাস্তব জীবনেও সম্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি তাঁহার নিজের জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

তাঁহার অন্য এক বন্ধুর নিকটে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "বিপদসঙ্কুল জীবনপথের এক পথপ্রদর্শক, সম্পদে, বিপদে জীবনের এক সহায় এই বন্ধু।"

নির্ম্মলেন্দুর স্বর্গসৌরভবাহী বন্ধুত্বের প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহার কোন বন্ধুকে প্রেরিত স্বরচিত একটি ইংরাজি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নূতন বৎসরের দিনে একটি উপহারের সহিত এই কবিতাটি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান :—

"To my dear friend * * *

"'Tis a trifling gift of love,
Turn oh! turn it not away;
Though it be unworthy, true,
At your feet, yet, let it lay.

Trample not it in contempt,
As 'tis hallowed with he love
Of a cherished friend of yours,
Who your thought does ne'er remove

From his heart, though time and space
Divide us still; yet friendship dear
Has bridged the gulf that lies between
And made us oh! so close and near!

May this offering from a friend,
His best wishes to you bear;
Joy and peace in unbroken trend—
May they be your lot for e'er!

"And when, this trifling gift you use,
May the thought of one afar,
Find a place still in your heart—
Then, oh ! then, him remember !"

সত্য বলিতে গেলে, একালে এরূপ প্রকৃত বন্ধুত্বের সুমহান্ আদর্শ অতি বিরল। ছাত্রদের দ্বারা স্কুলে স্থাপিত তাঁহার প্রতিকৃতি তাহাদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে ও বন্ধুত্বে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রকৃত খৃষ্টীয়ানের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, ষ্টেফেনের চরিত্রে একাধারে তার সবগুলিরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ও ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। কৈশোর বয়সেই তাঁহার ইষ্ট দেবতার পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহাকে বড় আপনার ক'রে নিয়েছিলেন। এক সময়ে তাঁহার কোন হিন্দু বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হয়; তাহাকে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* * * "I do not like to argue with you; but in my opinion, I think, if there be no Christ, there can be no God. We may all believe in one Almighty God, there is no harm in it; but I think I can never approach God without the medium of Christ. If I did dot believe Christ as Gdo, how could I, a sinner, expect salvation

from an unknown and unapproachable God? How could my innumerable sins be forgiven unless I looked up to the sinners' dying Friend hanging on the cross, for mercy? Christ is the only incarnation of God, if there be any at all. Imagine the Son of god dying in agony on the cross—the life-blood flowing down his sides All this for whom?—For a sinner like me! Could the hardest of sinners once look up to Him saying, 'Son, I love thee, I die for thee', without his heart being broken? No, his heart would break to see such a loving Saviour on the cross. If I am to believe in anything, I should believe this one, and the most important thing that Christ loves a sinner like me, and forgives my sins! No, without this hopeful thought, I could never live. could never believe. in any God, nor in any of His virtues—love, mercy or justice. Oh! my friend, what would happen to me, if I had refused it—Oh! if ever I refused the salvation given free to me what would be to me a sinner? Nay, if I did disbelieve in such a hopeful thought, there would

be nothing left for me in this world but dreariness and despair !"

ষ্টেফেন যে কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সকলের উপরে তাঁহার মনোভাব যে কিরূপ ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর নিকটে লিখিত অন্য একখানা পত্র পাঠে জানা যায় :—

"To-morrow I shall complete my 17th year—another year God has preserved me in His mercy ! The serious question that arises in my mind is, 'How much of your past year, have you devoted to God ?' Alas ! my friend, I am ashamed to say, that very few hours have I spent in His service and spent all the rest in worldliness. The second thought is, 'Have you fulfilled your duty to man ?' Alas ! have I given a kindly thought to those who hate and envy me ? Have I requited the affection of those who love me ?"

মানুষ যতই আত্মোন্নতি লাভ করে, ততই তাহার অপূর্ণতা অধিক উপলব্ধি হয়। ভগবানে যে যত অধিক আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ততই মনে হয় যে, সে তত ভগবদ্-ভক্তি হীন। বাস্তবিক ষ্টেফেনের হৃদয় ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ ছিল বলিয়াই তিনি নিজেকে অত হীন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, অন্যথা পারিতেন না।

আমি বলিতে লজ্জিত হইতেছি, যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান

বলিয়া তাঁহাকে একটু ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত। কিন্তু সেই বিষয় লইয়া উপর্য্যুক্ত বন্ধুকে তিনি লিখিতেছেন,—"It is the highest glory for me to suffer for my Lord." বাইবেলে আমরা পড়িয়াছি—"Blessed are they which are persecuted for righteousness sake." ভাই ষ্টেফেন, তুমিই ধন্য, তুমিই সাধু! কেন না ধর্ম্মের জন্য তুমি নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছ। আমাদের বিশ্বাস, সেই ধর্ম্মের দেবতা ভগবান্‌ই তোমায় তাঁর স্নেহময় কোলে স্থান দিয়াছেন।

ষ্টেফেনের দৈনিক প্রার্থনা ছিল—"এ জগতে যদি থাকি, তাহা হইলে যেন এ জীবন আমার না হয়—কেবল তোমারই জন্য যেন থাকি হে, প্রভু!" এ প্রার্থনা মৌখিক নহে, বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল; কারণ বালক ষ্টেফেন ইহা কখন কাহারও সামনে উচ্চারণ করিতেন না; দিবসের কার্য্যশেষে নীরব-নিশিতে, শয়নের পূর্ব্বে, গোপনে তাঁহার নিজের কক্ষে বসিয়া ভক্ত তাঁহার ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিতেন। এক দিন ঘটনাক্রমে বাটীস্থ জনৈক মহিলা তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। এত অল্প বয়সেই তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হয়।

ষ্টেফানস চলিয়া গিয়াছেন বটে—কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আদর্শ ও তাঁহার মধুময় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। অমরার জিনিষ দু'দিনের জন্য ধরায় এসে, আবার সেই অমরায় ফিরিয়া গিয়াছে। সুকুমার বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে যে মহাগুণাবলীর বীজ উপ্ত হ'য়েছিল, পল্লবিত ও কুসুমিত হইবার সময় পাইলে না জানি

তাহা কত সুষমাই বিস্তার করিত, কিন্তু এ যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল! আমরা জানি, ফুল ফোটে, চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে আবার ঝ'রে পড়ে। ফুলের এই স্বাভাবিক গতি, আমরা ইহায় বিশেষ কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যখন দেখি, একটা ফুল অফুটন্ত অবস্থাতেই পোকা ধ'রে বা ঝড়ের আঘাতে অসময়ে ঝ'রে প'ড়ে গেল, তা দেখে কি অত্যন্ত দুঃখ হয় না? তা দেখে কি মনে হয় না,—উপযুক্ত সময় পেলে সৌরভ দিয়ে বাতাসকে কত সুরভিই না করিত? মানুষ কেন জগতে আসে, আবার দু দিনের পরে তার স্মৃতির একটি বিষাদময় করুণ ঝঙ্কার রাখিয়া কেনই বা বিরাট শূন্যতার গহ্বরে আপনি চলিয়া যায়? কেন এত শোক? কেন এত দুঃখ? আলো, ছায়া, পাপ, পুণ্য, আশা, নৈরাশ্য, সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ,—কেন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত? এই অনন্ত জীবন-মরণ রহস্যের গুপ্ত গুহায় কি যে এক শাশ্বত সত্য নিহিত আছে, কে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবে? এ প্রশ্নের কোনই উত্তর নাই। এই জন্যই দুর্ব্বল মানুষের বিশ্বাসের রজ্জু মাঝে মাঝে ছিঁড়িয়া যাইতে চায়—সে আর কত সহিতে পারে? তাতেই তার বিশ্বাস মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে ব'লতে চায়,—"In His ways with men, I find Him not!" কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা মানুষ—অন্ধ মানুষ। তাই চোখ থাকতেও দেখতে পাই না—হৃদয় থাকতেও বুঝতে পারি না। আমাদের সে দূরদৃষ্টি নাই, যাহাতে তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার মঙ্গলময় ফল দেখতে পারি—সে দিব্য শক্তি নাই,

যাহাতে নেপথ্যের ভিতর কি হ'চ্ছে দেখ্‌তে পারি। সুতরাং দুর্ব্বল মানুষের তাঁর উপরেই আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত উপায় কি? তাই তাঁর পায়ে অচল ভক্তি রেখে, তাঁর কাছ থেকেই আমাদের সান্ত্বনা পেতে হবে—বোল্‌তে শিখ্‌তে হবে "Thy will be done, Oh, Lord!"

আমাদিগের বিশ্বাস দেহেরই বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। যারা তাঁকে ভালবাস্‌ত, তিনি যাদের ভালবাস্‌তেন, তারা আজ যে তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ কোচ্ছে, তাঁর পুণ্যস্মৃতি স্মরণে যে আজ তারা দুফোঁটা চোখের জল ফেল্‌ছে—এ তাঁর অবিনাশী আত্মা নিশ্চিতই জান্‌তে পাচ্ছে, আর জেনে নিশ্চিতই তৃপ্ত হোচ্ছে।

স্কুলে কত ছেলের সাথে পড়িয়াছি, জীবনে কত জনের সহিত পরিচয় হইয়াছে,—কই, কাহারও দিকে ত হৃদয় এত ক'রে আকৃষ্ট হয় নাই! কিন্তু এখন অবাক্ হ'য়ে ভাবি, এই অল্পদিনের পরিচয়ে সে আমাদের কত আপনার ক'রে নিয়েছিল, আর আমাদের হৃদয়ের উপরে কতখানি স্নেহের আধিপত্য বিস্তার ক'রে গেছে, তাই ষ্টেফানসের স্মৃতিতে চোখ জলে ভ'রে আসে, আর হৃদয় স্বতঃই যেন কেঁদে উঠে বোল্‌তে চায়:—

কবে জীবনের পথে দেখা তব সাথে
মধুর ক্ষণে!
কোন্ অতীতের দিনে আঁকা আছে মনে—
শূন্য প্রাণে!

কোন্ অভিশাপময় বরেতে কাহার
হৃদয় স্বতঃই খুলিল গো দ্বার,
তোমার টানে ;
মম সকল চিত্ত ছুটিয়া চলিল
তোমার পানে !
বিষাদের ভার হোত যত ভারি,
অমনি গো যেতে নিতে ভাগ তারি,
স্নেহ প্রীতি দিয়ে, ও সখা আমারি,
ভুলাতে মোরে !
ভীষণ উষার জীবনে আমার,
উঠিত গো যেথা সুধু হাহাকার,
ফুঠে উঠেছিল অমৃত ধার—
তোমার গানে !
তোমায় বিহনে এবে সেথা হায়,
তপ্ত নিশ্বাস শুধু বহে যায়,
শূন্য স্মিরিতি আহুতি যোগায়—
সেই আগুনে !
ওগো, আর কি দেখাটি হবেনা ?—
মম দীর্ঘ জীবন-ভ্রমণ-বর্ত্মে
আর কি সে সাথি পাব না ?
উদাস আকাশ, পাগল বাতাস,
সকলে করিছে যেন হা হুতাশ—
বেদনা ভরে ;

জ্যোৎস্নার হাসি রবির কিরণ,
বিষাদ কালিমা করেছে ধারণ—
তোমার তরে !
যদি অকালে এভাবে শুকালে—
কেন তবে বল ফুটিলে ?
ক্ষণেকের তরে সৌরভ দিয়ে
কেন বা বাতাস মাতালে ?
আর কে সেই দয়াল নিঠুর শকতি
যে তোমা এখানে পাঠালে ?
দুদিনের তরে স্নেহডোরে বেঁধে,
গিয়াছ কোথায় চলিয়া !
স্মৃতিটুকু শুধু রেখে গ্যাছ হেথা,
বিরাট শূন্য ভরিয়া !
মম মর্ম্মমুকুরে তব ছবি, সখা,
চির তরে রবে ফুটিয়া,
সেথা প্রেমপুষ্পে, অশ্রু অর্ঘে
রাখিব আমি তা পূরিয়া !
বিরহগীতির বিষাদ মূর্চ্ছনা
ফিরিবে গো সেথা কাঁদিয়া ;
বহে যাবে তায় ঝঙ্কার প্রাণে
প্রেমের রাগিণী সাধিয়া !
প্রেম-পরশ-পাথরে
মৃত্যু-সাগর-পারে,

পরম পুরুষ প্রেমের দেবতা
ভুলেও লবেন মোরে!—
মিলিব গো, মোরা পদতলে তাঁর
বিমলানন্দ ভরে,
বিচ্ছেদাতীত সে সুখ নগরে
চির অনন্তরে!

নির্ম্মলেন্দুর সম্বন্ধে "সম্মিলনী"তে মুদ্রিত, "আমি নির্ম্মলেন্দুকে যেমন দেখিয়াছিলাম" শীর্ষক দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগ বি,এর লিখিত। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন লব্ধনামা খ্রীষ্টীয় ছাত্র। ইনি লিখিতেছেন :—

ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের কথা লিখিতে বসিলে প্রথমেই তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের কথা মনে পড়ে। পবিত্রতা ও সারল্য, অমায়িকতা ও সৌহার্দ্দ্য, প্রতিভা ও দীনতা এ সকল গুণের এমন সুন্দর সমাবেশ আমি অন্যত্র কখনও দেখি নাই। নির্ম্মলেন্দুর বালক-হৃদয়ে সংসারের কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই। তাঁহার স্বভাব নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় স্নিগ্ধ ছিল।

নির্ম্মলেন্দুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে তিনি প্রীতি ও অমায়িকতা প্রদর্শন ছাড়া অন্য কোন প্রতিশোধ লইতেন না। তিনি হৃদয়ে সকলেরই প্রতি প্রীতিভাব পোষণ করিতেন।

তারপরে নির্ম্মলেন্দুর অসামান্য প্রতিভার কথা। ইংরাজি ভাষায় নির্ম্মলেন্দুর অসাধারণ অধিকার ছিল। ইংলণ্ড হইতে "Boy's Own Paper" নামক একখানি ইংরাজি মাসিক

পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমগ্র সভ্যজগতের বালকগণ এই পত্রের গ্রাহক কিংবা পাঠক শ্রেণীভুক্ত। এই পত্র বালকদিগকে ইংরাজি রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কার দিয়া থাকে। যে বালক রচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, সেই পুরস্কার পায়। আমি অতি গৌরবের সহিত বলিতেছি যে, এক বার বঙ্গদেশীয় এক জন বালক এই পুরস্কার পাইয়াছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য উপনিবেশে পুরস্কারের যোগ্য কেহই ছিল না। এই পুরস্কারের একমাত্র যোগ্য অধিকারী এক জন বাঙ্গালীর ছেলে! দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই বাঙ্গালি সন্তান কে? আমাদের নির্ম্মলেন্দু! গণিত শাস্ত্রেও নির্ম্মলেন্দুর সমকক্ষ তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহই ছিল না। আধুনিক মতবাদগুলি নির্ম্মলেন্দু মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিতেন। নির্ম্মলেন্দু কথাবার্ত্তায় উচ্চ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেন।

কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর জীবনে কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম? আমার বোধ হয় নির্ম্মলেন্দুর দরিদ্র-প্রীতি তাঁহার জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। কেন না কাহার মনীষা থাকিলে সে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে, এবং এমন কি তাহার চমকে অনেকে তাহাকে অসামান্য প্রতিভান্বিত বা genius-ও মনে করিতে পারে; কিন্তু আত্মিক গুণনিচয়ে genius হওয়া কাহারও চেষ্টাসাধ্য নহে, আয়ত্তির মধ্যে নাই। নির্ম্মলেন্দু একটি spiritual genius ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নির্ম্মলেন্দু ধনীর

সন্তান, কিন্তু তাঁহার বন্ধু একজন দরিদ্র বালক! বৈদ্যনাথে নির্ম্মলেন্দুর পিতার বাটীতে মঙ্গু নামে এক জন সাঁওতাল চাকর ছিল। তাহার একটি পুত্র ছিল। নির্ম্মলেন্দু তাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতেন। তিনি পিতার নিকটে চিঠি লিখিতেন, 'আমার বন্ধু কেমন আছে?' এবং তাহাকে বস্ত্রাদি পাঠাইতেন। আমাদের প্রভু বলিয়াছিলেন, দরিদ্রগণ আমাদের কাছে চিরকালই আছে। নির্ম্মলেন্দু প্রভুর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

নির্ম্মলেন্দু কাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া, কাহাকে পরিধেয় দিয়া অভাব মোচন করিতেন। আবার তিনি কোন বালককে সুমিষ্ট খাদ্য, খেলানা বা ছবি দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। কোন কোন ছাত্রের দুঃসাধ্য বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ও অঙ্কগুলি তিনি সমাধান করিয়া দিতেন। এক জন অধ্যাপক বলেন যে, কখন কখন তাঁহার দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন তিনি সহজে কষিয়া দিতেন। তাঁহার কোন কোন সহাধ্যায়ীর বৈজ্ঞানিক চিত্রগুলি তিনি সুন্দররূপে আঁকিয়া দিতেন। এক জন সহাধ্যায়ী বলেন যে, তিনি নিজে এবং এই সকল ব্যাপারে অতি কম পাঁচ হাজার প্রশ্ন ও অঙ্ক কষিয়াছিলেন। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নির্ম্মলেন্দুর ন্যায় প্রতিভা ও মানসিক সদ্‌গুণে ভূষিত বালক আমাদের সমাজে অতুলনীয় এবং তাঁহাকে অকালে হারাইয়া আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াছি।

নিষ্কাম প্রেমে নির্ম্মলেন্দু সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে

পারিতেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন সেখানে তাঁহার সহপাঠীরা সকলেই হিন্দু ছিল, এবং তাহারা তাঁহাকে প্রথমে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তাহাদের হইতে মধ্যে মধ্যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। আবার যখন খ্রীষ্টীয়ান ষ্টেফেন প্রতিভার আতিশয্য দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের পূর্ব্বকার ঘৃণার উপরে আবার হিংসা আসিয়া জুটিল। কিন্তু জাতপ্রেমিক নির্ম্মলেন্দু তাহাতে বিচলিত না হইয়া বরং তাহাদিগকে আরও প্রেম করিতে লাগিলেন। তিনি কোন সহপাঠীকে ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা আমাকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া ঘৃণা করে করুক, কিন্তু আমি আমার প্রভুর জন্য তাহা সহ্য করিব ও আমার গৌরবের কারণ মনে করিব। আমি তাহাদের ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রেমই করিব, কেন না প্রেমই জয়ের দ্বারা লাভ করে। আমি শক্তির দ্বারা দুর্গ অধিকার করিতে চাই না; আমি প্রেমের দ্বারাই তাহাদের আত্মাকে আমার প্রভুর চরণসমীপে আনিতে পারিব।"

নির্ম্মলেন্দুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বিদ্বেষীরা তাঁহার বান্ধবের প্রয়াসী হইল। অনেক সহপাঠী তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহারে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ হইয়া উঠিল। ইহার পরে সর্ব্বদা স্কুলের ছুটির পরে দেখা যাইত যে, রাস্তার মোড়ে ফুটপাতের উপরে নির্ম্মলেন্দু দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁহাকে ঘেরিয়া কাহারা আছে?—তাঁহার হিন্দু সহপাঠীগণ—তাহারা যেন তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছে না!

এই ঘটনার দ্বারা মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগকে খৃষ্টের সপক্ষে আনিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও বালক নির্ম্মলেন্দুর দ্বারা তাহা অনেকটা সম্পাদিত হইয়াছিল।

নির্ম্মলেন্দুর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাই। সেটি হচ্চে নির্ম্মলেন্দুর বৈরাগ্য। ধনীর সন্তান, বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এমন অবস্থায় মানুষের মন ঘোর সংসারিক ভাবাপন্নই হইয়া থাকে, কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর চিন্তার গতি অন্য দিকে ছিল। নির্ম্মলেন্দু বলিতেন, "ধন ও ঐশ্বর্য্য নশ্বর।" অনেকে মুখে বলেন যে, "ধন নশ্বর," কিন্তু মনের অন্তরতম স্থানে ধনাকাঙ্ক্ষা ও ঐশ্বর্য্যাসক্তি পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর মন এ বিষয়ে অতি স্বচ্ছ, অতি নির্ম্মল ছিল।

প্রলাপের সময়ে রোগীর অজ্ঞাতসারে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। নির্ম্মলেন্দু রোগশয্যায় প্রলাপ বকিতেছেন, তিনি কি বলিতেছেন?—তিনি তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, "বাবা, টাকা কড়ি কিছুই না।" "বাবা, নীচে একটি নিঃসহায় লোক আসিয়াছে, তাহাকে সাহায্য করুন।" এ কি প্রলাপ?—এ যে গভীর তত্ত্বোপদেশ। আমাদের ভাষা অসম্পূর্ণ—তাই একে প্রলাপ বলিলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রলাপ নহে—ইহা নির্ম্মলেন্দুর প্রাণের কথা, তাঁহার অনুভূতির চরম সিদ্ধান্ত।

বৈরাগ্য নির্ম্মলেন্দুর শেষ কথা নহে। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর আন্তরিক ব্যাকুলতা বৈরাগ্যে লীন হয় নাই। "টাকা কড়ি কিছুই নয়"—ইহা অপেক্ষাও মহত্তর তত্ত্ব নির্ম্মলেন্দু জানিয়া-

'ছলেন ; তাই নিম্মলেন্দুর শেষ কথা,—"দরিদ্রের সাহায্য কর।" নির্ম্মলেন্দু রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, "বাবা, গরিবদের সাহায্য কর।" আজ নিম্মলেন্দুর রসনা চিরকালের জন্য নীরব। কিন্তু দরিদ্র পীড়িত বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে প্রতিধ্বনি হইতেছে— "দরিদ্রের সাহায্য কর।"

নিম্মলেন্দু চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। পাঠে তাঁহার অসামান্য প্রতিভাই বল, তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যই বল, তাঁহার আধ্যাত্মিকতাই বল, আর তাহার দরিদ্র-প্রীতিই বল—এ সকল গুণের একত্র সমাবেশ আর আমরা দেখিতে পাইব না। আমাদের সমাজ সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রতিভাবান্ যুবকের প্রয়োজন ছিল—সে প্রতিভা নির্ম্মলেন্দুর ছিল। আমাদের সমাজে চরিত্রবান্ পুরুষের প্রয়োজন ছিল—সে আদর্শ চরিত্র নির্ম্মলেন্দুর ছিল। আমাদের সমাজে ধনীর প্রয়োজন ছিল—সে অর্থ নির্ম্মলেন্দুর ছিল। প্রতিভাবান্ অথচ অমায়িক, ধনী অথচ নিরহঙ্কার, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী অথচ দরিদ্রেব সাহায্যে তৎপর—এমন এক জন লোকের জন্য আমাদের সমাজ অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে নির্ম্মলেন্দু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিধাতার বিধানে নির্ম্মলেন্দু আমাদের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুর বাণী—"দরিদ্রের সাহায্য কর", আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করিবে ; আমাদের সমাজে এক নূতন

ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিবে; ধনীর ধনগর্ব্বকে ধিক্কার দিয়া, দরিদ্রের আর্ত্তনাদের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। নির্ম্মলেন্দুর কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, নির্ম্মলেন্দুর কথায় শেষ করিব—"নিঃশব্দে দরিদ্রের সাহায্য কর।"

"সম্মিলনী"তে মুদ্রিত তৃতীয় সাক্ষ্যটি স্কটীস্ চর্চ্চেস কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এস্‌সি, মহাশয়ের। ইহা "সম্মিলনী"তে 'একটি অধ্যাপকের সাক্ষ্য' নামে প্রকাশিত হয়। নিম্নে ইহা প্রদত্ত হইল।

আমাদের বড় আদরের পরলোকগত বন্ধু ও আমার স্নেহময় ছাত্র অমরধামবাসী ষ্টেফানসের সম্বন্ধে আমি যাহা জানি ও লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহা লিখিতে চেষ্টা করিলাম। আমার সহিত স্বর্গীয় ষ্টেফানসের মাত্র আট মাসের পরিচয়। গত এপ্রেল মাসে আমাকে নির্ম্মলেন্দুর পিতা, আমাদের ভক্তিভাজন মিঃ ঘোষ, তাঁহার বিজ্ঞান শিক্ষায় সাহায্য করিতে নিযুক্ত করেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমার ছাত্রটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার সকল সদ্‌গুণরাশির মধ্যে তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। ধনীর একমাত্র সন্তান যে ঐরূপ বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও অহঙ্কারশূন্য হইতে পারে, ইহা, তাঁহার সহিত পরিচয় না হইলে, আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। পার্থিব ধনের অধিকারী

অনেকেই হইয়াছেন, কিন্তু বংশের একমাত্র দুলাল যে এইরূপ বিনয়ী, নম্র ও মধুর-সদাচারী হইতে পারে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। প্রথম দেখা হইলে নমস্কার করিতে, আমি আসন পরিত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিতে ও বিদায়কালীন পুনরায় নমস্কার করিতে তাঁহার কখন ভুল হইতে দেখি নাই। তাঁহার মুখে সদাই মিষ্ট হাসিটি লাগিয়া থাকিত। তাঁহার শেষ অসুখের সময়েও সেই মধুর হাসিটি কখন মিলায় নাই। নির্ম্মলেন্দু আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমার যাহাতে ভাল হয়, আমি যাহাতে সুখে থাকিতে পারি, আমার যাহাতে আত্মিক কোন কষ্ট না হয়, তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি ছিল।

এক বার আমার বাড়ীতে আমার এক আত্মীয় অসুস্থ হইয়া পড়েন; সে খবর নির্ম্মল পান। সেই দিন হইতে যত দিন না আমার আত্মীয়টি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন, তত দিন তিনি সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে কখনই ভুলিতেন না। এক দিন আমাকে বলেন, 'মাষ্টার মহাশয়, বাড়ীতে এত অসুখ, আপনি কেন আসেন, দু'দিন না পড়াইলে কি চলে না? যত দিন না আপনার আত্মীয় আরোগ্য হন, তত দিন আসিবেন না।' আমি তাঁহার কথামত কার্য্য না করায়, তিনি অতি অল্প সময় পড়িয়াই, 'নিজে পড়িয়া লইব' এইরূপ বলিয়া আমাকে বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিতেন। আমি না যাইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন ও বলিতেন, 'মাষ্টার মহাশয়, আপনি কি আমাকে আপনার ভাবেন না?'

তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভা অতি উচ্চদরের ছিল। তাঁহার সকল বিষয় ধারণা করিবার শক্তি অদ্ভুত ছিল। তাঁহাকে কোন বিষয় বুঝাইতে হইত না, এক বার সামান্য একটু আভাষ দিলেই বুঝিয়া লইতেন। তিনি গণিতাদির অনেক বড় বড় পুস্তক শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সমস্ত আয়ত্তিতে আনিয়াছিলেন। আমি পুস্তকের কোন কোন স্থান প্রয়োজনীয় ভাবিয়া দাগ দিলে, তিনি তাহা তুলিয়া ফেলিতেন, বলিতেন, 'দাগ কেন দেন? আমি কঠিন ও সহজ সবই ত ভাল জানি; আমার মনে ত সমস্তই রহিয়াছে।' তাঁহার কোন পুস্তকে কখনও একটিও দাগ দেখিতে পাওয়া যাইত না। কত দিন বিজ্ঞানের কত দুরূহ প্রশ্ন তাঁহার অতি অল্প আয়াসেই বুঝিয়া লইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য প্রাথমিক সূত্র হইতে তিনি যে সমস্ত জটিল প্রশ্ন করিতেন, অনেক সময়ে তাহার উত্তর দিতে আমাকে ভাবিতে হইত। তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। বিজ্ঞানের যে সমস্ত, অতি জটিল বিষয়, Sir William Crookes, Sir William Ramsay, Lord Kelvin ইত্যাদি মনিষীর পক্ষে ভাবনার বিষয় ছিল, তাহা আমাদের শিশু নির্ম্মলেন্দুর অপরিণত মস্তিষ্কে যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, আমি বলিতে পারি না। এক জন প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ সমস্ত গবেষণা জানা এক রূপ অসম্ভব। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সমস্ত বিষয় M. Sc, শিক্ষার্থীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলাম 'তুমি কি এই সমস্ত বিষয় কোন পুস্তকে পড়িয়াছ ?' তাহার উত্তরে ষ্টেফানস বলিয়াছিলেন, 'না মাষ্টার মহাশয়, পুস্তকে পড়িবার দরকার কি ? এ সমস্ত বিষয় ত ভাবিলেই মনে উদয় হয়।' আমি শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম যে, এই বালক এক দিন বাঙ্গালির গৌরবের বস্তু হইবে। কিন্তু হায়, ঈশ্বর আমাদের অজ্ঞাত তাঁহার কোন মহান্ অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত এই কুসুমটি গন্ধ বিতরণ করিবার পূর্ব্বেই নিজের নিকট আহরণ করিয়া লইলেন।

সচরাচর বালকদের জীবনের কোন ultimate aim দেখা যায় না; যেন পড়িতে হয় বলিয়া পড়ে, পরিশ্রম করে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আমি এক দিন কথায় কথায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহায় আমার তাঁহাকে একটি great soul বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "যাহাতে আমি আরও জ্ঞান লাভ করিয়া লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারি, তাহা আমার জীবনের লক্ষ্য; আমার উদ্দেশ্য যেন আমি তাহাদের উপকার করিতে পারি।" একটু থামিয়া তিনি আবার বলিয়াছিলেন, "দেখুন লোকেদের জ্ঞান লাভ না হইলে তাহাদের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর হইবে না; তাহারা reason করিতে না শিখিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের claims অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না, ধর্ম্মে আস্থাবান হইতে পারিবে না, উচ্চ জীবনে উঠিতে

পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া একটি পুস্তক আনিয়া তাহা হইতে আমার নিকটে একটি সত্য ঘটনা পাঠ করিলেন।

আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু আমি অনেক সময়ে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে পারিতাম না; নির্ম্মল ইহা জানিতে পারিয়া মিঃ ঘোষের Library হইতে আমাকে পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন এবং প্রায়ই আমি কোন নূতন পুস্তক চাহি কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি বাইবেল ছাড়া Christianity সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক পূর্ব্বে পাঠ করি নাই। আমি Theology সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি কয়েকখানি অতি উত্তম পুস্তক আমাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া ও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে অন্যান্য পুস্তকের সার মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আমার Christian religion সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক দিন ষ্টেফানস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাষ্টার মহাশয়, আপনি কি খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন?' 'আমি বিশ্বাস করি' একথা বলায় তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, 'দেখুন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, খৃষ্টকে বিশ্বাস করায় দোষ কি? তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি কি কেবল মাত্র একটি ধর্ম্মবিশেষের পরিত্রাণকর্ত্তা? আমার বিশ্বাস, হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন বা বৌদ্ধই হউন, কেহ যে কোন

সম্প্রদায় ভুক্তই হউন, খৃষ্টে বিশ্বাস থাকিলে ও তাঁহার আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলে, মৃত্যুর পরে তাঁহার পরম গতি হইবে; খ্রীষ্ট পাপীর পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আমরা সকলেই পাপী, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান; তবে কেন তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে লোকে পরিত্রাণ পাইবে না? মাষ্টার মহাশয়, আমি গোঁড়ামি মোটেই ভালবাসি না; আমি কোন জাতি জানি না, কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীর কথা বলি না, আমি কেবল এইমাত্র বলি যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আদেশ মত জীবন যাপন করিলে সকলেই পরিত্রাণ লাভ করিবে। দেখুন, তিনি পাপীর চক্রান্তে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত সেই সকলের পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' আমি এই বালকের উচ্চ ও উদার ধর্ম্মমত শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। এইরূপ উচ্চ ও উদার মতাবলম্বী মধুর যুবক পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখি নাই।

তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতে যাইতাম। তখন তাঁহার শরীর সাতিশয় অসুস্থ, প্রবল জ্বরে শরীর দিন দিন নষ্ট হইতেছিল। এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি বলিতে পারেন, কেন আমাদের দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিতেছে না? প্রচার কার্য্যত খুবই হইতেছে।" আমার এই সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় কোন উত্তর করিলাম না। তাহাতে নির্ম্মলেন্দু নিজেই বলিতে লাগিলেন, "জানেন মাষ্টার মশায়, আমার বিশ্বাস অত্যন্ত

গোঁড়ামির জন্যই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। খ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মে যে সত্য আছে, তাহার জন্য ইহা চিরকাল থাকিবে; কিন্তু ইহাকে ভাল করে জানিতে হইবে; বহু কালের লাগা ময়লা ইহার গা থেকে ধুয়ে দিতে হবে। যদি উদার ভাবে জনসাধারণের সহিত sympathy করিয়া ইহাকে প্রচার করা যায় ত উপকার হইতে পারে। আর একটি দোষ হইতেছে যে, আমাদের খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতারা নিজেদের একটি আলাদা দল সৃষ্টি করিয়াছেন। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া, তাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া, কেহই বোধ হয় প্রচার করেন না।"

এই রূপ কথাবার্ত্তা আমাদের মধ্যে মধ্যে হইত। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস অত্যন্ত উদার, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। এক দিন অসুস্থ অবস্থায় তিনি আমাকে Tennysonএর "Crossing the Bar" নামক পদ্যের একটি Stanza উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন :—

"For though from out our bourne of
time and place,
The flood may bear me far;
I hope to see my Pilot face to face,
When I have crossed the bar."

ইহা হইতেই তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস ছিল বুঝিতে পারা যায়। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আমাদের নির্ম্মল তাঁহার জীবন তরণীর Pilotকে bar cross করিয়া face to face এখন দেখিতে পাইয়াছেন।

নির্ম্মলের বন্ধুপ্রীতি আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহার সহিত কখন কখন ভাল ব্যবহার করে নাই, বরং হিংসা করিত; ইহা জানিয়াও, নির্ম্মল তাহাদের পরিত্যাগ করেন নাই। কোন কোন দিন তিনি তাহাদের নির্দ্দয় ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, আমার নিকটে কত দুঃখ করিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বলায়, তিনি কখন পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি প্রায়ই তাঁহার সরলতাময় ক্ষোভের সহিত আমাকে বলিতেন, 'আমি ত উহাদের হিংসা করি না, তবে কেন আমার সহিত উহারা এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করে?' নির্ম্মল যে বন্ধুদিগকে স্নেহে কত পুস্তকাদি দিয়া ও নিজে তাহাদিগকে পাঠ বলিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার diagram আঁকিবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। Physiologyর কতকগুলি diagram যেমন heart, nervous system, তিনি এত অতি সুন্দররূপে আঁকিতে পারিতেন যে, উহা দেখিয়া তাঁহার কয়েকটি বন্ধু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাহাদের নিমিত্ত তাহা আঁকিতে অনুরোধ করিত। ষ্টেফান তাহাদের জন্য ঐ সকল কষ্টসাধ্য diagram গুলি আঁকিয়া দিতেন এবং যেখানি সকলের নিকৃষ্ট হইত, সেই খানি নিজের জন্য রাখিয়া, ভাল কয়খানিই বন্ধুদিগকে দিতেন।

গণিত সম্বন্ধে নির্ম্মলের জ্ঞান অসাধারণ ছিল। অতি দুরূহ প্রশ্নগুলি তিনি অতি সহজেই সমাধান করিতেন। এমন

অনেক দিন হইয়াছে যে, আমি যে সমস্ত অঙ্ক নিজে কষিতে পারি নাই, তাহা নির্ম্মল কষিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কখন কোন গর্ব্বের ভাব দেখা যায় নাই। আমি যখনই তাঁহাকে কোন দুরূহ বিষয় কষিতে বলিতাম, তিনি তখনই বলিতেন, "আপনি যখন পারেন নাই, তখন আমি কখনই পারিব না।" তাহার পরে আমি তাঁহাকে জেদ করিয়া বলায়, তিনি অতি সহজেই তাহা কষিয়া দিয়াছেন। আশা করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে নির্ম্মলেন্দু দেশে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আমাদের গৌরব বাড়াইবেন; কিন্তু হায়, সে আশা নিষ্ঠুর ভাবে ছিন্ন হইয়া গেল! নির্ম্মলেন্দু Mechanics সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছিলেন। উহা মুদ্রিত হইলে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকারে আসিতে পারিত। পুস্তকখানি তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; Dynamicsএর বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে লেখা হইয়াছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে I Sc পরীক্ষার পরে সমস্ত শেষ করিবেন এবং ছাপাইয়া Mechanics শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে দান করিবেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে এই গুলি দেখি। সমস্ত বিষয় অত্যন্ত সুন্দররূপে ও বিশদভাবে লিখিত দেখিয়া আমি উহা ছাপাইতে তাঁহাকে উৎসাহ দিই। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঐ সমস্ত পাঠ করিয়া অনেক ছাত্র প্রভূত উপকার পাইয়াছে। তাঁহার লেখা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহা ছাপাইলে শিক্ষার্থীদের প্রচুর উপকারে লাগিবে, তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক জন I. Sc শিক্ষার্থী ছাত্র যে

এই রূপে মহাপণ্ডিতের ন্যায় লিখিতে পারেন, ইহা আমি কখন ভাবি নাই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যাহা কিছু লিখিলাম, তাহার প্রায় সমস্তই আমার গত বৎসরের Diary হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অনেকে জানেন বলিয়া, আমি এখানে আর বেশি কিছু উল্লেখ করিলাম না।

Lay up not yourselves treasures on earth, Sow for time, and probably you will succeed for time. Sow the seeds of life—humbleness, pure-heartedness, love,—and with long eternity which is before the soul, every minutest grain will come up again with an increase of thirty, sixty or a hundred fold.

F. W. Robertson.

নির্ম্মলেন্দুর প্রীত্যর্থে

"Let not him that seeks cease until he find,
When he finds, he shall wonder ;
When he wonders, he shall reign ;
And when he reigns, he shall rest."

"The ideal is the dream and the regret of the divine fatherland. Imitation, that temple of the elect, is its distinct remembrances, its very possession."

"I expect to pass through this world but once. Any good therefore that I can do or any kindness that I can show to any fellow-creature, let me do it now Let me not defer nor neglect it for I shall not pass this way again."

Attributed to Carlyle.

Whoever is born on earth, his death is inevitable. But Truth after conquering death will reign for ever. With all your strength you perform your duty to Truth.

Buddha.

নির্ম্মলেন্দু হল
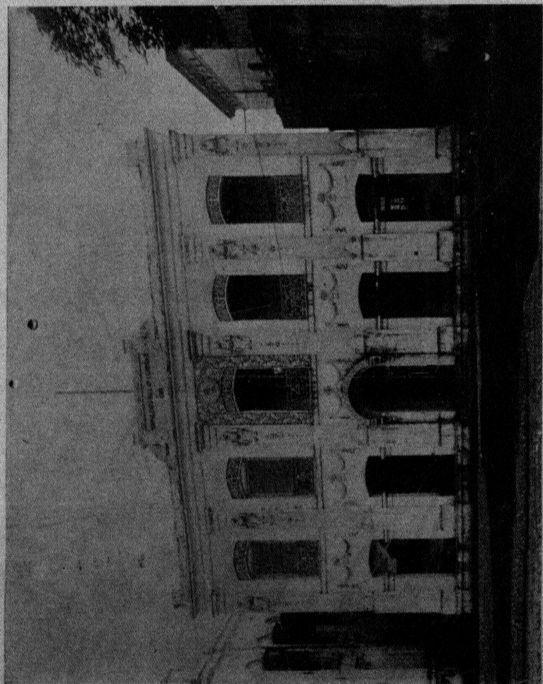
নির্ম্মলেন্দুর প্রীত্যর্থে

ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু ঘোষ যে বালকদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের কল্যাণকামী হইয়া তাহাদের জন্য যৎপরোনাস্তি মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা এই পুস্তকের পাঠক অবগত আছেন। নির্ম্মলেন্দুর পিতা তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বন্ধুদিগের নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে বলিতেন যে, তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন, বড় হইয়া Library, Research Laboratory এবং এ দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য শিক্ষালয়াদি প্রতিষ্ঠাপন করিয়া লোকহিতার্থে তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবেন। এই অধ্যায়ে যে সকল জনহিত বৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য তাঁহার আত্মার প্রীতি সম্পাদন। তিনি যখন এ জগতে নাই, তখন এই সকল কৃতি যেমন অগত্যা তাঁহার স্মৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ তাহারা আবার লোককল্যাণকর হইয়া সুখাবহ হইয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই, নির্ম্মলেন্দুর পিতা দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যার্জ্জনের সৌকর্য্যার্থে স্কটীস্ চর্চ্চেস কলেজে একটি মাসিক বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই অর্থে যে, প্রতি বৎসরে যে বালক ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, সে তাহা দুই বৎসরের জন্য পাইবে। তিনি এই কলেজে

আবার দুইটি স্বর্ণ পদকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহা প্রতি বৎসরে যে দুইটি বালক ইংরাজি ও গণিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহারা পাইবে। ইহা ব্যতীত তাঁহার দ্বারা সেণ্ট পল্‌স কলেজে আর একটি মাসিক বৃত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, যাহা প্রতি বৎসরে যে বালক বাঙ্গালায় সর্ব্বোচ্চ হইবে, সে দুই বৎসরের জন্য পাইবে।

ইহা ব্যতীত নির্ম্মলেন্দুর পিতা দুর্গত হিন্দু বিধবাদের সাহায্যার্থে, যাহারা অভাবগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে, তাহাদের জন্য, একটি Endowment বা অর্থপুঞ্জি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তিনি দরিদ্র যক্ষাশ্রিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানার্থে একটি Fund স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা অক্‌স্‌ফোর্ড মিশনের তত্ত্বাবধানে একটি পতিত রমণীদের উদ্ধারার্থে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়দের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তাঁহার দ্বারা Calcutta Universityতে একটি পরমার্থ বিদ্যার অধ্যাপনার আসন প্রস্থাপিত হইয়াছে। যক্ষাগ্রস্ত রোগীদের, স্থান ও বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা, উপকার লাভের জন্য, তাঁহার দ্বারা মধ্য ভারত-প্রদেশে উচ্চ মালভূমির উপরে, পেণ্ড্রা রোডে, দুইটি Sanatoriums বা স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সকল অনুষ্ঠানের পরে নির্ম্মলেন্দুর পিতার গোচরে আসে যে, সেণ্ট পল্‌স কলেজে একটি উপযুক্ত Libraryর অভাবে ছাত্রদিগের বিদ্যার্জ্জনের তত সুবিধা হইতেছে না। এই অভাবটি মোচন করা নির্ম্মলেন্দুর ইচ্ছানুযায়ী ও হৃদ্য হইত

ভাবিয়া তিনি ঐ কলেজসংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর Library সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ "সম্মিলনী" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে চর্চ্চ মিশনারী সোসাইটী সংক্রান্ত সেণ্ট পল্‌স কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গের মহামান্য লাট রোণাল্ডষে মহোদয় সমারোহের সহিত নির্ম্মলেন্দু জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতার খৃষ্টীয়ান ও অখৃষ্টীয়ান বহু মান্যগণ্য পুরুষ ও মহিলা ব্যতীত অনেক স্কুল ও কলেজের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন। কলেজ প্রাঙ্গণে সর্ব্ব সমেত প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে একটি সুন্দর চন্দ্রাতপতলে লর্ড রোণাল্ডষে মহোদয়ের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং প্রাঙ্গণটি বিচিত্র পতাকাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এক মনোরম দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল।

যথা সময়ে গভর্ণর মহোদয় কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপল্ শ্রদ্ধেয় হারফোর্ড মহাশয় সেণ্ট পল্‌স কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে গভর্ণর মহোদয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দেন।

গভর্ণর মহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে ঈশ্বরোদ্দেশে কৃতজ্ঞতাসূচক একটি সঙ্গীত হয়। তৎপরে চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর সেক্রেটারী শ্রদ্ধাভাজন ক্যানন্ সাণ্ডস্ মহাশয় সময়োপযোগী উৎসর্গ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার পরে প্রিন্সিপল হারফোর্ড যে বিবরণী পাঠ করেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

"The erection of the building before us has been made possible by the great generosity of an honoured member of the Governing Body of St. Paul's College. Mr. G. C. Ghosh is a much respected member of the Indian Christian Community and is well known for his many benefactions. It is in memory of his only son, that Mr. Ghosh has erected the "Nirmalendu Hall of Learning" for the benefit of the students of this College.

"Stephanos Nirmalendu, died in November before last, at the beginning of his College career. His friends tell me he was a student of brilliant intellectual attainments and high moral character and was deeply lamented not only by his father, but by every student who happened to know him. His fellow students, professors and friends out of great regard for him held public memorial meetings after his death. Soon after this, Mr. Ghosh founded scholarships both in St. Paul's College and elsewhere to assist two poor Matriculation students in the prosecution of their College studies. After this, the inade-

quacy of our College Library not failing to attract his notice he, at his own instance, laid a proposal before our Governing Body to present it with a separate Library building, if it would give him a suitable site. The land adjoining the College building was gratefully placed at his disposal, and there he has erected the "Hall of Learning" which I shall have the honour to request your Excellency now kindly to open.

"The building contains a large hall for Library and another for the purpose of reading or lectures. It is erected by an Indian Christian builder, Mr. J. C. Banerjee, a former student of St. Paul's School, which might be called the mother of this College, and it has cost its donor about Rs. 34,000. The whole appearance of it, inside and out, makes this edifice a beautiful memorial of one whose earthly life though short was noble. All well-wishers of the students of Calcutta can not but feel grateful to the donor Mr. Ghosh for this his most appreciated gift for the cause of the advancement of learning.

"As many of you know, one of the features of this College on which we lay stress is the tutorial system, under which regular tuition is given to all the students of the College in each subject in small groups of 4 or 5. By this means the work and reading of each student is personally guided, and real contact between professor and student is assured. If the tutorial system is to be really useful, the professors must be able to recommend to his students the books which they should read, and for this a well equipped library is essential. Mr. Ghosh's generosity has given us the building in which this library is to be housed and the reading can be done. We now require to make the dry bones alive.

"We have in a few thousands of books the nucleous of a library. We require Rs. 16,000 for almirahs, furniture and books. We expect the Calcutta University to give us some help, and if it be supplemented by a suitable grant from your Government we shall be very grateful and ours will be one of the best libraries In Bengal.

"I am glad that the opening of this Hall and the visit of your Excellency should synchronise with another event of importance in the history of this College, I mean, the arrival of Rev. E. C. Dewick to be Principal of the College during the absence of Mr. Holland We feel proud to have Mr. Dewick amongst us. For the past 8 years he has been Principal of St. Aidan's Theological College, Birkenhead, and it is at considerable personal sacrifice that he has given up his work there to devote his life to the interest of India. In the name of you, our friends and supporters I would wish him many years of happy and successful work among the students of India.

"We are fortunate to have with us today Dr. Urquhart, of our sister College, the Scottish Churches College. He knew Stephanos Nirmalendu Ghosh, and he has gained a reputation as a scholar and teacher, surpassed by few in this University. I will now ask him to address us."

ইহার পরে স্কটীস্ চর্চ্চেস কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ

অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আর্কট মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"It is a great privilege to be here on such a day as this, and I have to thank the Principal for the kindly words of welcome he has offered to those of us who have come from outside the College. It is a privilege to share with the College authorities in the celebration of a memorable day. It is a privilege also to be allowed to share in some measure in the grief of the sorrowing father whose genorosity has afforded the occasion of this gatheriug.

"It is a grief which we must regard with the deepest reverence as well as the sincerest sympathy. The loss of an only son is the cause of an intensity of sorrow. But Mr. Ghosh has not been selfish in his grief. He has not shut himself up in his desolate house, as he might well have done, but he has continued for other students the care which he gave to his own son. In this he has continued also the unselfish spirit of his son. Amongst the fellow students of the latter there was universal testimony to his

gifts, to his attractiveness and above all to his unselfish disposition. One of the remarks made was, "He always shared his books." So still—even though he has passed from our mortal sight, he continues to share his books, and the means which, had he lived upon earth, would have built up a private library, have provided a library for the use of many students. Thus the father's sorrow is softened as he looks upon the service which, in his sorrow, he has rendered to student community.

"We shall therefore not call this a day of sorrow, but an auspicious day. We congratulate the College on the possession of this building. Our congratulations may perhaps not be without a touch of envy, for we of a sister College are but human, and the tenth commandment is not always observed. Yet assuredly 'it is not lost what a friend gets,' and our congratulations are sincere. This Hall is a possession worthy of admiration, especially when we contrast it with the cramped accommodation which is all that is available in many institutions. In some even

there is no accommodation at all for library purposes. The gratitude of the students of this College will be shown by their making a good use of the library.

"In this country men are said to be given to contemplation and speculation. But the Greek word—*theoria*—from which our word theory comes, really means "curiosity," or 'looking around.' Men were said to travel for the sake of *theoria*. The library will stimulate this kind of curiosity. It will widen the mind and give a greater breadth of interest. Thus the College will be enabled to fulfil its proper function which is to create a proper spirit for life. college should not be narrowly vocational, but a preparation for all vocations. It should develope contemplation in the best sense of the word—not day-dreaming or hazy speculation, but practical thought which leads to action. Critics have said that our education has been too literary, and we have given a handle to their criticism by our failure to distinguish carefully between dreamy thought and creative thought—

between thought which plays on the edge of life, and thought which enters into life.

"We have also made a false distinction between different kinds of service. We have sometimes despised manual labour—the service which is rendered with our hands, forgetting that the dignity of work does not depend so much on the kind of work as on the manner of doing it. Manual work may also be creative work, and, therefore, divine work. As has been said, 'Industry in secular things is a service of God.'

"But whatever the work is, it is the manner of doing it which is all-important. It is in a College like this, and in an institution like this library, that our manners will be formed. I mean manners in the best sense,—not merely observance of superficial conventions which may vary greatly from one country to another, but the deeper manners of the spirit which we all share. It was of these latter that the old ecclesiastic was thinking when he said that 'Manners makyth man.'

"This cultured and devoted spirit is needed more and more in view of the new opportunities which are opening before us. We need in these days most of all the spirit of service—the spirit of readiness to bear responsibility. This spirit will be cultivated best of all in association with the minds of the past and in the knowledge of the results of their labours which this library will afford—this building which is consecrated to the memory of that noble young life whose passing we mourn, but in whose continued influence we rejoice. The symbol of that influence is before us to day in 'the 'Hall of Learning' which is now to be opened."

ডাক্তার অর্কটের বক্তৃতার পরে গভর্ণর মহোদয়, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং কলেজের প্রিন্সিপল্ মহাশয়ের সমভিব্যবহারে, সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মলেন্দু জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পাদন এবং মন্দির পরিদর্শন করেন।

গভর্ণর মহোদয় সভাস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল।

"I am always glad to take part in collegiate functions, and I am particularly glad to have

any opportunity of showing my appreciation of private benefactions for the cause of education, for I am quite certain that there are few ways in which a man can render service to his fellow-countrymen at the present day, to the same extent, as he can by contributing towards and providing a sound system of education.

"The building which I have just opened has been erected as a memorial by the bereaved father of a well-beloved son, and it was a happy thought on the part of the generous donor to have given to the memorial a form which will prove of perennial value to successive generations of young men of this Presidency.

"St. Paul's College is one of the outstanding educational institutions of Bengal. It owes its special character to the fact that its management has kept steadily before their eyes certain definite ideals, These ideals were clearly stated by its late Principal, Mr. Holland, a man of wide sympathies and of keen interest and understanding, in the course of his report in 1917. Not only those who are actually

interested in the College itself, but that much wider public which is thinking anxiously of the future of education in this country, will do well to study the report to which I have referred. They will find there that the special success which St. Paul's College has undoubtedly achieved as an educational institution, in the true sense of the word, as distinct from, for example, the cramming establishments, has been due in the main to its residential character, the limitation of the number of its students, its tutorial system and its attention to the needs of the body as well as to the needs of the mind, and, finally, to its religious atmosphere, which has given definite proof of the influence it wields upon the formation of character by the marked taste which the students of this college have developed for social service. Few things struck me more than this, when I first visited this college some two years ago, and learned for myself what the students were doing in serving their less fortunate fellow-beings, who were living in the adjacent *bustee*. I have little doubt that all who have any personal

knowledge of the college, of its aims, its methods and its actual performances, will endorse the tribute paid to it by the members of the University Commission when they wrote that the St. Saul's College was a model of what a college should be, and should do for its students—especially on that side of University life which has been only too greatly neglected in this country up to now.

"It is true, however, that with all these achievements the Principal was obliged to confess last year to one serious defect, viz., the want of a library which would go to meet the requirements of a tutorial college. That want is now, through the liberality of Mr. Ghosh, in process of being removed by the provision of the building which I have just had the pleasure of opening. Mr. Ghosh has added to the debt which the student community of Bengal already owes him, and he has done much to remove the one defect to which the college has pleaded guilty.

"One thing remains to be done to complete

the memorial and that is to provide the building with the furnishings of an up-to-date library. Towards this the University has allotted, I believe, or is going to allot, a sum of Rs. 5,000. It is not an easy matter at the present time, to squeeze money out of the revenues at the disposal of the Government of Bengal, but I am anxious to mark my appreciation of Mr. Ghosh's generous and public spirited action, and I am, in these circumstances, glad to be able to promise on behalf of the Government, a contribution of Rs. 4,600 which will bring the amount at the disposal of the college up to Rs. 10,00 in all.

"In conclusion, I would take this opportunity of offering to the new Principal, Mr. Dewick, my hearty good wishes for success in the work which he has come out to undertake. It is a good omen, and will be a source of much encouragement to him, that this proof of a Bengali Christian gentleman's enthusiasm for learning, should be given him, as he stands upon the very threshold of his new career."

গভর্ণর মহোদয়ের বক্তৃতার শেষে বাপটিষ্ট মিশনের

পরিচায়ক শ্রদ্ধাস্পদ বিমলানন্দ নাগ মহাশয় গভর্ণর মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সেণ্ট পলস্ কলেজের ছাত্রবৃন্দ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গভর্ণর মহোদয়ের আদেশে চারি দিবসের অবসর প্রাপ্ত হন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় ক্যানন স্যাণ্ডস্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে National Anthem সঙ্গীত গীত হইয়া Library প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রেম বিশ্ব-জনয়িতা। ঈশ্বর এত প্রেম, যে তিনি প্রেমে শূন্যকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন—বিশ্ব উৎপন্ন হইল। প্রাকৃতিক জগতে এবং মানবীয় শিল্পে যাহা উত্তম বা সুন্দর, প্রেম তাহার উৎপাদক হইয়াছে। নির্ম্মলেন্দুর প্রেমিক জীবন যে তাঁহার পিতার হৃদয়কে এই সুন্দর মন্দিরটির কল্পনায় অনুপ্রাণিত করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে। তিনি যে প্রেমের প্রবর্ত্তনায় এই কল্যাণময় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঙ্গের অনেক জ্ঞানার্থী যুবক চিরকাল আশীর্ব্বাদ ভোগ করিবে। যেমন চন্দনদ্রুম অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাহা হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইয়া, তদ্দেশ মাতাইয়া দেয়, তদ্রূপ তাঁহার শোকাগ্নি হইতে এই পরমসুন্দর লোকহিতকর অনুষ্ঠানটি উদ্ভূত হইয়া অনেকের কল্যাণের কারণ হইবে। তিনি যীশুর পরম পদে একটি বহুমূল্য সুগন্ধি তৈলের শ্বেত প্রস্তরের পাত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন, সৌরভে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। যাঁহার গুপ্ত প্রেমস্পর্শে ইহা হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, আমরা তাঁহার মহাগৌরব করি।

নির্ম্মলেন্দু "Hall of Learning" সৌধের বিবরণ প্রদান করা এখানে অস্থানে হইবে না ভাবিয়া আমরা তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

সেণ্ট পলস্ কলেজ প্রাঙ্গণে ষ্টেফানস নির্ম্মলেন্দু-স্মৃতি-সৌধ একটি দেখিবার জিনিস। শ্রীযুক্ত জে, সি, ব্যানার্জি মহাশয় ইহার স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী। যে কেহ তাঁহার নির্ম্মিত এই মনোহর আলয়টি দর্শন করিবেন. তিনি তাঁহার স্থাপত্য শিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এই বাটীটি চক্ষুতে পড়িলেই, স্বতঃ একটি আন্তরিক পবিত্র ও শান্ত ভাবের উদয় হইয়া, নির্ম্মলেন্দুর পবিত্র ও শান্ত জীবনের স্মৃতি মনে উত্থিত হয়। তাঁহার ভাব যেন ইহা নির্ম্মাণের সময়ে নির্ম্মাতাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল. যাহাতে উহা ওরূপ মধুর সৌন্দর্য্যময় হইয়াছে।

এই স্মৃতি-মন্দিরটি দ্বিতল। সেণ্ট পলস্ কলেজের ঠিক্ পশ্চিমে অবস্থিত এবং তাহারই সমান উচ্চ। ইহার মধ্যে দুইটি সুবৃহৎ Hall এবং দুইটি অলিন্দ আছে। নীচের তলার সমস্ত মেজেই সুবিমল শ্বেত প্রস্তরাস্তীর্ণ। উপর তলার মেজে মোজেইক মণ্ডিত। দ্বারগুলি বৃহৎ ও নূতনরূপ, খুব সুন্দর কারুকার্য্যজড়িত। কপাটের কাচে বড় বড় অক্ষরে N. H. L. বা নির্ম্মলেন্দু হল অব লেরনীং সাঁটে খোদিত। ইহার চারি দিকে চারিটি মুকুট। উপর ও নীচের তলার প্রত্যেক জানালার উপরকার কাচে, নীল এবং সোনালী রঙ্গের বৃহৎ অক্ষরে N. H. L. অঙ্কিত। অলিন্দ অতিক্রম করিয়া

নীচেকার হলে ঢুকিবার মাত্র দক্ষিণের দেয়ালের উপরে মনোহর শিল্পকলাযুক্ত শ্বেত-প্রস্তরে লেখা "Divine is Learning"—বা "বিদ্যা স্বর্গীয়", দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করে। বাম পার্শ্বে পূর্ব্বের দেয়ালে ঐরূপ প্রস্তর পটে "The spirit of truth shall lead you unto all truth"—বা "সত্যের আত্মা তোমাদিগকে সার্ব্ব সত্যে লইয়া যাইবে," লেখা। দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চিমের দেয়ালে ঐরূপ প্রস্তরে "The fountain of Knowledge is not closed"—বা "জ্ঞানের উৎস বন্ধ হইয়া যায় নাই," লেখা। পিছনের উত্তরের দেওয়ালে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—বা "ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত," লেখা। এখানে এই সকল আত্মোদ্দীপক লেখা পাঠ করিয়া দর্শক ঐশ ভক্তি ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় অনুপ্রাণিত হন। যাহাদের জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা যে ঐরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

এই সৌধের সুন্দর সিঁড়ি দিয়া উপরের চিক্কণ মোজেইক বসান অলিন্দ পার হইয়া দোতলার মনোরম কারুকার্য্য জড়িত কাচের কপাট খুলিবামাত্র নির্ম্মলেন্দুর একটি অতি মধুরতা মাখা আলেখ্য বা oil painting দর্শকের দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া তাঁহার মনে একটা পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই হলে প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় পুস্তকের আলমারি রাখা হইয়াছে এবং পূর্ব্বের দেয়ালে নির্ম্মলেন্দু-লিখিত Libraryর উপকারিতা সম্বন্ধে একটি ইংরাজি প্রবন্ধ রক্ষিত হইয়াছে।

এখন নির্ম্মলেন্দু হল অব লের্‌নিংএর বহির্দেশের কথা বর্ণিতব্য। এই বাটীটি উত্তর মুখ, যেন একটি মনোহর চিত্রের ন্যায় সে দিকটি অধিকার করিয়া আছে। ইহাতে পাঁচটি করিয়া উপর ও নীচের তলায় খিলান আছে। খিলানের মধ্যে যে থামগুলি, তাহার গাত্রে বিবিধ কারুকার্য্য খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেকটির উপরে একটি করিয়া সুন্দর Shield বা ঢাল, এবং তাহার মধ্য হইতে গোলাপ ফুলের মালা লম্বমান রহিয়াছে। প্রত্যেক Shieldএর নীচে হইতে কোনটিতে পদ্ম ফুলের স্তর, কোনটিতে দাড়িম্বের স্তবক, কোনটিতে বা আপেল ও অন্য ফুলের গুচ্ছ ঝুলিতেছে। এ সকলের নির্ম্মাণে স্থপতির যুগপৎ কল্পনাশক্তি এবং শিল্পনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক খিলানের উপরে একটি মনোহর লতাপাতার নক্সার মধ্যে একটি করিয়া ক্রুশ এবং তাহাকে জড়াইয়া একটি সর্প খোদিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা যে খ্রীষ্টের পরীক্ষার গূঢ় রসাত্মক নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ভাবুক বুঝিতে পারিবেন। মধ্যকার খিলানের উপরে আর একটি plaster of Parisএর চিত্র আছে। ইহা একটি স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি। দূতের দক্ষিণ হস্ত তাঁহার মুখে স্থাপিত, এবং বাম হস্ত একটি গোলক বা পৃথিবীর উপরে রক্ষিত। তাঁহার মস্তকের উপরে আকাশে সাতটি তারকা রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়াগ্রহে নীচে কি ঘটিতেছে নিরীক্ষণ করিতে নিযুক্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গের দূত নিম্ন জগতে খ্রীষ্টের পরীক্ষা নির্নিমেষ লোচনে অবলোকন করতঃ অবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

এই বিচিত্র সৌধের ছাদের উপরে দুইটি পূর্ণাবয়বের শ্বেত মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দর্শক দেখিতে পাইবেন যে, যে নারী-মূর্ত্তিটি পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি কম্পাস যন্ত্র এবং বাম হস্তে একটি শিলাপট্ট। মূর্ত্তিটি আকাশের দিকে উর্দ্ধ-নয়না, যেন একাগ্রে কি নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহা Scienceএর কল্পিত মূর্ত্তি, বা মন্দির প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় লীলাবতীর মূর্ত্তি, যিনি পুরাভারতে জ্যোতিষে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি জ্যোতিষ্কদের পরস্পর স্থান ও গতি আদি নিরীক্ষণ করিয়া শিলাপট্টে লিখিতেছেন। উপর ছাদে যে অপর একটি মূর্ত্তি পূর্ব্বমুখী হইয়া আছে, তাহা আকাশের দিকে ভক্তিপূর্ণ নয়নে চাহিয়া আছে, এবং তাহা সেখানে যেন কি দেখিতে পাইয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এটি ধর্ম্মের মূর্ত্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠাতার ভাষায় গার্গীর মূর্ত্তি, যাঁহার ন্যায় পরমার্থবাদিনী অপর কোন মহিলা প্রাচীন জগতে জন্মান নাই। এই রূপে দুইটি মূর্ত্তি যেন সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে,—"এখানে তোমরা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান চর্চ্চা কর,"—যাহা নির্ম্মলেন্দু হল অব লেরনিংএর উদ্দেশ্য।

How can self know Love, seeing that its nature is its own gratification ?

How can it know peace, seeing that it can not bestow Love ?

How can it enter salvation, seeing that it dreads the loss of its perishable lusts and empty pleasures ?

James Allen.

রচনা

সকলেরই জীবন প্রবাহস্বরূপ নহে। যাঁহাদের আবির্ভাবে পৃথিবীতে নব যুগ উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহাদের জীবন স্বর্গীয় মন্দাকিনী ধারার ন্যায় জগতের দুঃখ-ক্ষত পরিধৌত করিয়াছে, যাঁহাদের নাম গৃহে গৃহে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইতেছে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের জীবন বুদ্বুদ নহে, কিন্তু প্রবাহস্বরূপ।

What am I? I am no one—but I have only come into this world to do the duty imposed on me by my God. I shall only fulfil the mission, with which I am sent here.

True success is never in the prize, but in the struggle for it. The more we have to struggle the nobler we shall be. Were all the high positions in life taken away yet no one can deprive you of that true and lasting success—the self-complacency of having performed your duty faithfully.

Even though it be a weakness, yet how pleasant it is to the mind to brood over the time spent in one's youthful days! What a pleasure it is to think of those days that are no more! Even though it be painful, yet who would willingly forget that time—the sweetest stage of life!

SUCCESS

Success—what charm there is in this word! The school boy pulls along with his studies, the clerk on his worn out stool scribbles over his ledger, the workman patiently labours at his work and the farmer drags along his plough, only for the sake of success. The labourer sits by his work dejected and weary, but some one whispers into his ears the talismanic word, "Success," and up he jumps and sets to work again with redoubled energy and unfailing perseverance. What a wonderful effect has this word upon man! From the rich to the poor and the high to the low, every being on the face of the earth is striving after success. The minds of the rich strive after greater and greater success in their worldly concerns, and even the poorest of the poor drags along his miserable existence in hope of success or brighter prospects. The man who does not hope for success is either a beast or a super-

human being. Had not this hope existed everything would have been null and void. Without it life would have been as unreal and unsubstantial as the talk of a mad man or the dreams of an opium-eater, and all would have ended in a train of misery and weariness. This one word has enriched the language more than a thousand other sweet ones. It has infused new spirit into the broken-hearted by whispering words of hope and cheer and embalmed life with a sweetness which never vanishes.

What men most covet are riches and position. The man who has all these are considered most successful. But what are these but mere transitory objects, as evanescent as the morning mist! Men are only toys in the hands of Fortune. She may favour at one time and frown the next, and yet how can man lay his trust and confidence on such trifles! Bubbles are worth nothing; but how can man's aims and ends in view be directed towards these trifles! Could all the desperate struggles with difficulties and the strivings for success end in such transitory

things—such pleasures that are but momentary? No, never. Success discloses to man a loftier realm of which the mind is the monarch. The inward triumph and complacency that never fails to attend the consciousness of having carried out one's duty faithfully, is the best reward and the only true success.

Success does not come of itself. We all have to strive for it. It is the product of a life given to patient labour and properly guided. It is the just recompense of patient industry. We may ask ourselves—how can this success be attained? If success be our end in view we should follow the right course that will lead to the destination. Nothing can be safer than to follow the path stepped by the great—who stand as beacon-lights to the goal.

The first step that should be adopted for the attainment of success is the right choice of one's aim in life. If the path which a man is to follow is not made certain, everything would end in a wild-goose-chase. The traveller who can not decide which way he is to go, but first tries one

and then another, would sit midway bewailing his unsteadiness, and would never reach the destination, however best he might try. It is a great pity that so many lives are lost only for the misapplication of efforts. Sydney smith said, "If you desire to represent the various parts in life by holes, in a table, of different shapes—some circular, some triangular, some square, some oblong ; and the persons acting these parts by bits of woods of similar shapes , we shall generally find that the triangular person has got into the square hole and oblong into the triangular, while the square person has squeezed himself into the round hole." This is the case with many whose career would have been most prosperous had not their efforts been directed along a wrong line. It is therefore essential for us before choosing any course in life to consult our natural instinct, first. If we see that business suits us best, we would set ourselves on business. The man who has no liking for high studies but has a taste for gardening should bid farewell to his classical books and direct his atten-

tion towards his garden. A man who is destined to be a lawyer would make a very sorry dealer in drapery. If Shakespeare had to exchange his pen for the brush of David Wilkie, there would have been no "Hamlet". All efforts of Milton would have been vain had he tried to perform the experiments of Faraday. The famous chemist Valengiun was in his youth meant to be a mayor. Had he taken up that professfon, which was intended tor him, what a great genius would have been lost to Science? When choosing a profession in life we should not only consult our natural instinct, but also ascertain the exact limit of our powers. We should be careful that our calling does not exceed the range of our natural gifts.

While we have once chosen a course and advanced in it, it is a most hazardous act to turn back and take up another. When the choice has been made, it is better to adhere to it perseveringly. Going back always means losing the game. A racer who wavers between two goal-posts is sure to lose the game.

Another thing which we should be careful of is, that whatever we have chosen as our calling we should not despise it. It is not the labour that dignifies a man, but the man that dignifies the labour. To be a shoemaker is by no means a shameful calling, but to make bad shoes is a discredit. Do your work whatever it be in right earnest and honestly—it is the surest way to success.

It is a matter of regret that some people think that success would be thrust in upon them without any effort on their part. It has been well said in a Sanskrit proverb that "Perseverance and not a mere desire can attain success. Deer never walk into the mouth of a sleeping lion." Success never comes to a "sleepy" man We must strive hard for success and then we shall be able to attain it. Some persons lament that success is destined for the genius, but unfortunately they make a mistake in the meaning of the word "genius." Genius can be defined as an immense capacity for taking pains. Among all the elements of success, perseverance

is the most essential. None of Shakespeare's masterpieces were written by sudden inspirations or some supernatural influences. The life of Iswar Chandra Bidyasagar bears evidence to the essentiality of diligence. From the son of a poor Brahmin he rose to the highest pinnacle of success. In his early days he used to study at night by the light of the gas-lamp in the street as he could not afford to keep a lamp. Had he not possessed the capacity for labouring hard he would not have risen so high.

The path of success is always strewn with thorns, but patience will only make it bloom with garden-roses. No one's path opens up by mere chance and leads to fortune disclosing treasures of priceless value. Everyone has to strive hard for success. In fact, there is no royal road to success. It is the fruit of cultivated talent.

It is a great pity that many who long for success and pursue it do not know really what success is. They follow a false success and lose it midway like a mirage in a desert. Their

conception' of success is either a high position in life or a good fortune. A failure is better than so-called success as it ultimately leads to true success. True success lies neither in the Prime Ministership nor in the fortunes of a millionaire. As long as you have done your duty properly nothing can deprive you of success True success is never in the prize, but in the struggle for it. The more we have to struggle the nobler we shall be. Were all the high positions in life taken away, yet no one can deprive you of that true and lasting success —the self complacency of having performed your duty faithfully. This complacency far excels all earthly pleasures and has been divinely bestowed upon man. It was the source of unfailing inspiration and encouragement to Galileo even in his prison. He knew that he was doing his duty, and so he had no cause to regret for having been unsuccessful from the worldly point of view. He had tasted of the heavenly success which is found only in discharging one's duty aright. This inmost satisfatcion preserves life

from the despair that follows the so-called "failure." Do your work whatever it be—even if it be low—with honesty and patience and therein lies all the success Be not afraid of public scorn and contempt. Turn a deaf ear to what others say. If you can not satisfy the world, you can at least satisfy your conscience. Laugh at them who ridicule you, enjoying the secret treasures that true success has disclosed to you, which others have been deprived of Faithfully perform the work imposed on you by God, not with a mean desire for reward, but with a true sense of duty, and you shall gain a much nobler and loftier success.

A DAY IN MY LIFE AT SCHOOL.

The 8th of December 1916 will ever remain firmly imprinted on the tablet of my memory. It was the last day I attended the regular classes at school. In the morning as I entered our

class, the room seemed to look sad in parting with me. The dear class-room where I had spent many a pleasant day—that familiar room which will always haunt my memory seemed to cast its bonds closer and closer around me and I felt how firmly I had been attached to it! It was then I knew how dearly I loved it—as dearly as my home even. Even though it be a weakness, yet how pleasant it is to the mind to brood over the time spent in one's youthful days! What a pleasure it is to think of those days, brightened with the hallow of the past—the days that are no more! Even though it be painful, yet who would willingly forget that time the sweetest stage of life?

My friends, with whom I had sat in the same bench, who had learnt the same lessons with me, were to be severed from me. This gloomy thought came over me that day and I felt very sad. As we stood up side by side in prayer, it grieved me to think that a little while more, and I would not be able to see those familiar faces any longer!

In the first period we had English. Our English teacher also seemed a bit dejected. Even teachers with whom we read every day are somewhat attached to their students. We on our part had a deep respect for them. It was pleasant to us to think how proud we would feel to call ourselves students of our so and so. What lessons we had learnt from them, what knowledge we had gained made us feel grateful to them ! The next two periods we had Mathematics. We worked out a few sums, but none had the spirit and energy to work them out so quickly as we were used to before. That class which had looked bright and cheerful at the beginning of the year was now overshadowed by a shade of gloom. Even the very faces of the teachers betrayed a feeling of dejection. After that we had tiffin. Never had we talked so pleasantly before as we did then in our tiffin. It was the last and the only day left to us of the long and happy life at school. Should we not spend it as pleasantly as is possible ? Our tiffin time having expired we adjourned to our

Mechanics class., Our teacher dictated to us the solutions of some sums and we took them down. But most of the time we spent in talking.

At the end of the Mechanics period we were given leave, but we did not return home as soon as we came down from the Mechanics class. We peeped into our own class-room to bid goodbye for ever. Oh, what were the feelings that passed in our minds! Even those who had been our enemies seemed closely attached to us! We did not know how dearly we had loved our class-mates until this moment. But still inspite of these thoughts there was one hope, and it was, that we were leaving the school only to enter into another higher sphere in life. Those lines of Tennyson, "The old order changeth yeilding place to the new,"— gave me some conoslation.

THE USE OF MONEY

One of the most important things that are essential to our existence in this world is money. It is a thing we need every day, nay every moment of our life. For men in the primitive ages the importance of money was not so great, but we who inhabit this earth in its advanced years can not live a single day without it. We can not proceed a step even without the help of money. It is the only means of existence. With it we can procure our food, our clothes and everything that is required for maintenance from the least and unimportant matters of our every-day-life to those of the greatest importance nothing can be had without money.

"All the doors ope to the golden key," says Tennyson. Money is the only solution of many of the difficulties of life. It can achieve any thing whether good or bad. Even in the present war, it is the richest nation that will survive. The nation which has the largest finances is

likely to win. The resources of one who has money will never fail. For good or for evil money is the magic charm that solves most problems. If a person is wealthy he can feed thousands of helpless beings with even a portion of his income. He can offer shelter to those who are in need of it. He can establish institutions, hospitals and other places for the good of the public. He can benefit the world by every manner. To him few things are difficult, and he can make many feel the essentiality of money. The same cause is a potent factor in national progress. A poor nation can not flourish in the political world. Increase of wealth is one of the indications of national development.

In contrast to all these blessings which accrue from employing it in a good cause the most dreadful thing wealth can do is the ruin of its possessor. Money when used without moral restraint brings about extravagance and many a vice. Nothing or rather no evil will be impossible to the extravagant. Extravagance should be avoided to the best of one's power.

Not only does the money we spend in extravagance come to no use, but on the other hand it gives birth to other evils. We gradually learn to indulge in luxury and pleasure and lose control over ourselves. How great is the loss of the money spent in selfish pleasures which could be otherwise used to the benefit of the world. The loss of money and the man should teach us to abhor a lavish expenditure on unworthy purposes.

Again to touch upon the other extreme, miserliness is bad. A miser not only restrains from doing good to others, but even spends very little for his personal interest. Hoarding this gift of God and preventing one's fellowmen from participating it is a great moral defect. He who does not own wealth with a purpose to let others partake of its blessings becomes unworthy of the grace of God.

It is not proper to be miserly about our money when the true occasion presents itself. When we know that the cause really requires our help we should at once offer an amount our

means can afford. Of what use is money then, if we can not spend it when the necessity arrives ? To spend as much as prudence advises in a good cause is the best use of money.

Avoiding the two extremes—extravanance and miserliness—we can follow the middle course which leads to common blessings. Spending as much as is necessary when the necessity arrives both for others and ourselves is the safest and wisest way of using money. On the one hand we must be careful not to make unnecessary expenditure and on the other we must learn to be generous, worthy of the Being whose children we are. Extravagance is selfish, for it does not consider for others. Miserliness is again bad for it does not even think of its own needs ; but thrift is neither selfish nor neglectful to its own needs ; it is considerate to others and self.

LIBRARIES

The greatest difficulty met with by our students is the scarcity of public Libraries. Generally most of our students are poor. Not to speak of buying other books, they can not even afford to buy their text-books. They have no other alternatives but to borrow some books from their friends, and sometimes all their text-books can not be had. There are even many who can not continue their education only on account of this difficulty.

The establishment of Libraries and free Reading rooms has brought about a new age in the history of our country. Poor students who can not spend much in buying books can easily obtain various kinds of books by being a member of a Library or Reading room. The fee for membership is always small, and sometimes the membership is free. Thus it enables every one to have a great number of books at his

---

* এই প্রবন্ধ সেণ্ট পল্‌স কলেজের প্রিন্সিপালের দ্বারা "Nirmalendu Hall of Learing"এ মুদ্রিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে।

command Those who can not buy their News papers and Magazines are greatly benefitted by obtaining membership in any Library. Thus they can remain in contact with the world without even troubling themselves much for it

A Library is not only beneficial to the poor but to the rich also It helps every one to acquire knowledge of every thing in the world No single home can keep as many books as there are in a public Library. For example every home can not have a set of "The Encyclopœdia Britannica." and of "the Historian's History of the World" in it. Many people subscribe to a Library and so the money spent on books is great. Also books presented by authors and publishers are frequently added to the Library, thus increasing the number of volumes. Rich men are even kind enough to send their old rejected Magazines and books as a generous subscription towards Libraries. The list of books constantly increases and thus members have their range of reading widened. All these advantages can not be had in every

home. From this point of view also Libraries are helpful to every one.

When a man likes to buy some books he must first ascertain whether they would suit his taste or not. Unless he can once come across those books, he can not buy them. But the advantages derived from Libraries are such that one can easily have a look at any books in a Library before buying them at once. Every home likes to have its chosen books, and this choice can only be made by being a member of a Library

Another advantage of a Library is the wonderful arrangement of books. Books of reference *etc* are set up in rows on shelves easy of access, so that the reader might take down any volume he likes without any trouble. Besides this a Library affords much convenience to readers. You have only to write down the name of the book you require in a slip, and sit quietly in your chair, while the Librarian will at once bring it to you. The ordinary books are placed on shelves and can be easily taken down.

This methodical arrangement makes a Library more attractive.

At home a man might be interrupted in his study, and he finds a great difficulty in concentrating his attention on his books. But in a Library he can read quietly and unmolested A Library is the very thing for study when worldly cares and worries trouble us at home. Such perfect delight we find there as is never experienced otherwise, a delight innocent and pure, free from the disturbances of the world. It is a Fairy-land where the mind soars above in the regions of fancy. "If you know your man, you have but to pass your hand along and have him, and away you go with him into Dream-land," says Sir Conan Doyle. Buried in his books the reader seems to cross the boundless oceans or the inaccessible heights in the twinkling of an eye. It is not a wonder to fetch informations of different lands sitting thousands of miles away in a Library. Truly a Library is a vast store-house of knowledge. There we read the thoughts of different men fetterd to letters,

without ever having seen them. It seems as if a Library even defies time in preserving the events of ages long ago on the face of books. Thousands of years may pass after an event, yet when we read of it in a Library we seem to see it before our eyes. A Library is also a fountain of consolation when worldly anxieties trouble us. There the mind soars above on the wings of imagination free from all cares.

জীবন প্রবাহ

তরঙ্গসঙ্কুল জলধিবক্ষে এক প্রবল প্রবাহ উত্থিত হইল। এই প্রবাহ উভয় কূল উচ্ছ্বাসিত করিয়া, কত নদনদী বহিয়া, কত নগরনগরী অতিক্রম করিয়া, কত সুধাসৌধ নিমজ্জিত করিয়া, কত পর্ণকুটীর স্রোতমুখে ভাসাইয়া দিয়া, কত গগনস্পর্শী উন্নতশির বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া দুর্দ্দমনীয় গতিতে চলিয়া গেল। সে কাহারও বাধা মানিল না, পরন্তু আপন আবেগে মহাবেগে বহিয়া চলিল। সে পুনরায় সেই সমুদ্রবক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনন্ত অগাধ সলিলে বিলীন হইয়া গেল। মানবজীবন এই জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়। ইহা অনন্ত শক্তির আধার জগদীশ্বর হইতে প্রবাহিত, যিনি সমুদয়

প্রাণীকে প্রাণ দিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। মানবজীবন সেই অনন্ত শক্তিসমুদ্র হইতে স্রোতের ন্যায় এই সংসারে আসিয়া থাকে। এই জীবনপ্রবাহ কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহিয়া যায়। দারিদ্র্য, অবস্থাবিপর্য্যয়, অত্যাচার, আপদ ও বিপদ সকলই তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। পথে যাহা কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া গতিরোধ করে, তাহা ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে পতিত হইয়া অবশেষে অম্বুরাশি তলে বিলীন হয়। এই প্রবাহ স্বেচ্ছোদ্দিষ্ট পথে আপন মনে চলিয়া যায়। কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহে না, কাহারও করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করে না, কাহারও দুঃখে সহানুভূতি করে না, কাহারও আনন্দে উল্লাসিত হয় না, কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করে না—সে আপনাতে আপনিই পরিতৃপ্ত। বেলা ভূমিতে বসিয়া তুমি শতানুরোধ কর, সহস্রাশ্রুপাত কর, সে তাহার গতি কখনই ফিরাইবে না। এমন কি তোমার দিকে এক বারও ভ্রমেও চাহিবে না। সে তোমার অনুনয় বিনয়ে বধির; তোমার শতানুরোধ কেবল ব্যর্থ হইবে। মনুষ্য-জীবন-প্রবাহের এই রূপ রীতি। পরের কু-অপবাদ, উৎপীড়কের অত্যাচার, বিলাসীর হাস্য, দরিদ্রের নীরবাশ্রু তাহার পক্ষে কিছুই নয়।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আপনাদের বিপত্তিনিচয় ও প্রতিকূল ঘটনাসমূহ কঠোর সঙ্কল্পদ্বারা জয় করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা বীরদর্পে উন্নতির প্রতিকূল সমুদয় ঘটনাই পদদলিত করিয়া আপনার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা আব্রাহাম

লিন্‌কন্ এক দরিদ্র কৃষকবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দৈন্যের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইয়া কি কঠোর যাতনা সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু তিনি অধ্যবসায় ও উদ্যম সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া পরিশেষে তাঁহার পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদে পরিণত হইয়াছিল।

এ সংসার নীরস ও বিশাল মরুভূমিসদৃশ। লোকদিগের নৈরাশ্যের অন্তর্দ্দাহ ও দুঃসহ যাতনার হাহুতাস বহ্নিশিখার ন্যায় অবিরত জ্বলিতেছে। দিন নাই রাত্রি নাই সকল সময়েই এই হাহুতাস বহির্গত হইতেছে। কিন্তু কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কোথা হইতে স্বচ্ছ জলরাশি আসিয়া মরুকে শ্যামল শস্যে সুশোভিত করে। জগতে এই রূপ অলৌকিক পরিবর্ত্তন কেবল কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহাদের জীবন উন্নায়ক বিধিনির্দ্দিষ্ট, সেই অসাধারণ ব্যক্তিবৃন্দই এই মরুবৎ জগৎকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে সমর্থ হন। সান্ত্বনার দ্বারা পরের দুঃখ লাঘব, পীড়িতের যাতনার উপশম, পথভ্রান্ত পথিককে ন্যায়-পথে আনয়ন, পাপ তমসাবৃত পাতকীকে পুণ্যালোক প্রদান, এ সকলই মহাপুরুষদিগের কার্য্য। কত দেবভাববিৎ কবি তাঁহাদের অমৃত-নিস্যন্দিনী কবিতাদ্বারা নিরাশহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছেন; কত নীতিবিৎ পণ্ডিত উপদেশগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া ভ্রান্তকে ন্যায়-পথে আনয়ন করিয়াছেন; কত প্রকৃতিভাবজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের অতল গর্ভে প্রবেশ করিয়া কত মণিরত্ন তুলিয়াছেন; কত

সত্যনিষ্ঠ সাধু নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া মানবকে সত্যালোকে আনিয়াছেন।—ইঁহারা ধন্য। ইঁহাদের মৃত্যুর পরে কত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, জগতে কত বিপ্লব, কত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে; তথাপি ইঁহাদের নাম লুপ্ত হয় নাই। ইঁহাদের জীবন বিশেষ বিধি-নির্দ্দিষ্ট। জোয়ার যেমন এক শুভ মুহূর্ত্তে সমাগত হয়, সেই রূপ ইঁহাদের জীবনস্রোত শুভ মুহূর্ত্তে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই জন্যই ইঁহারা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

জীবন অত্যন্ত চঞ্চল। আজ যে আছে, কাল সে নাই, এবং আজ যে নাই, কাল সে আসিতে পারে। এই রূপ কত কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, কে তাহার খোঁজ করে? কিছুরই নিত্যতা নাই। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "নলিনী দলগত জলবত্তরলম, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম"—পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় মানবের এই জীবন কেবল টলমল করিতেছে। কখন পড়িবে, কেবল এই আশঙ্কা। কিন্তু এই অনিত্য নশ্বর জীবনেও মহাত্মারা অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তির স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জগতের লয় হইবে, তথাপি তাঁহাদের গৌরব লুপ্ত হইবে না। মহত্ত্ব ঈশ্বরীণ বা মহাকালের গুণ। যেমন জলপ্রবাহ নানা নদনদী বাহিয়া প্রবাহিত হয়, কখনও তাহা স্থির রহে না, কেহই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, সে পুনরায় ফিরিয়া যাইবেই যাইবে—আবার সাগরবক্ষে গিয়া সে লুকাইবে—সেইরূপ মানবও যে ক্ষণ কালের জন্য এই গ্রহে আসিয়াছে,

আজ নহে কাল, কাল নহে পরশ্ব, এক দিন তাহাকে জগৎ ত্যাগ করিতেই হইবে। এমন কেহই নাই যিনি নিয়তির আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া, জীবন ধারণে সমর্থ হইয়াছেন।

সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য, তৃষ্ণার যাহাতে পরম পরিতৃপ্তি— সকল আত্মাই সেই দেবাভিলষিত অমৃতপানের নিমিত্ত স্বর্গের দিকে ধাবিত। আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতায় তাহারা অনন্ত সুখে যাপন করিবে।

কিন্তু সকলেরই জীবন প্রবাহস্বরূপ নহে। যাঁহাদের আবির্ভাবে পৃথিবীতে নব যুগ উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহাদের জীবন স্বর্গীয় মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় জগতের দুঃখক্ষত পরিধৌত করিয়াছে, যাঁহাদের নাম গৃহে গৃহে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইতেছে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের জীবন বুদ্বুদ নহে, কিন্তু প্রবাহস্বরূপ।

কিন্তু যাহাদের উৎপত্তি ও বিলয়ে কাহারও অনুসন্ধিৎসা নাই, যাহাদের জীবন অপদার্থ ভারস্বরূপ, ইতিহাস ভুলিয়াও জীবনচরিত লিখিতে উদ্যত হয় নাই, তাহাদের জীবন প্রবাহ নহে, কিন্তু বুদ্বুদস্বরূপ। তাহাদের জীবন অম্বুবিম্বের ন্যায় নীরবে উঠিয়া নীরবেই কালপ্রবাহে বিলীন হইয়া যায়; তাহাদের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের পার্থক্য লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত যাঁহারা স্বীয় জীবনবুদ্বুদকে প্রবাহরূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা জীবনের প্রথমোদ্যমে মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হউন। প্রত্যেকেরই এই

মহাপুরুষবাক্য স্মরণ রাখা উচিত যে, "বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।"

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য মহোদ্দেশ্যপূর্ণ। একটি পুষ্প ফুটিয়া যদি চৌদিকে সৌরভ বিক্ষেপ করিয়া তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যায়, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য যে তাহা হইতে আরও উচ্চ ও মহৎ আমরা প্রত্যেকে কি ভাবিয়া থাকি?

নির্ঘণ্ট